আশাবরী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৫২

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স,
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মানসী প্রেস,
৭৩, মানিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
শ্রীশৈল চক্রবর্তী
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও,
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

চার টাকা

স্বর্গীয়া জননী

শ্রীমনোমোহিনী দেবীর

পবিত্র চরণ স্মরণ করিয়া

এই পুস্তক উৎসর্গ করিলাম

এই লেখকের বই

আসিয়া বাস আরম্ভ করে, সে ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। কাহার আমলে সংসারে লক্ষ্মীর পদার্পণ হইয়া কোঠাবাড়ি এবং জমিজমা হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করাও সহজ নহে। সে বোধ করি অন্তত সওয়া-শ দেড়-শ বৎসরের কথা হইবে; কিন্তু তাহার পর কমলার কৃপায় [illegible] বৃদ্ধিও পায় নাই, হ্রাসও হয় নাই। ক্রমশ ভবতারার স্বামী দুর্গাপদর আমলে অবস্থা এমন দুস্থ হইয়া উঠিল যে, প্রচলিত পূজা-পার্বণ তো একে একে উঠিয়া গেলই, নিত্যকার সাধারণ গ্রাসাচ্ছাদনের কথাটাও সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। দুর্গাপদ ছিল অলসপ্রকৃতির লোক, পরিশ্রম এবং কার্যপরতা তাহার ধাতে সহিত না। সে করিত চিন্তা, বড় জোর দুশ্চিন্তা; এবং সংসার চালাইবার ব্যবস্থা করিত কর্তাদের আমলের একজন পুরাতন গোমস্তা—বরদা। অর্থের যখন প্রয়োজন হইত, তখন বরদা মহকুমার উকিলের নিকট হইতে একটি দলিল মুসাবিদা করাইয়া আনিত, দুর্গাপদ শুধু তাহাতে নিজের নাম সহি করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিপদকে দিয়াও সহি করাইয়া লইত। তাহার পর একদিন পড়িত পাল্কি চড়িয়া সাতক্ষীরার রেজেস্ট্রি অফিসে যাইবার সমারোহ।

এইরূপে সংসার-তরণীর তলদেশ ছিদ্র হইতে হইতে যে দিন তাহা ঋণ-সাগরের গভীর তলে নিমগ্ন হইল, সে দিন আর বরদার সাড়া পাওয়া গেল না। শুনা গেল, দেশে বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে না পারিয়া সে অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্ত বিদেশ যাত্রা করিয়াছে; যাহা-কিছু পুঁজি-পাটা ছিল, তাহা লইয়া সে কলিকাতায় গিয়া বাণিজ্য-সাগরে পাড়ি দিবে।

নিরুপায় অবস্থায় দুর্গাপদর সমস্ত রাগটা পড়িল কনিষ্ঠ সহোদর হরিপদর উপর। তাহাকে ডাকাইয়া ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "এতখানি বয়স হ'ল, ব'সে ব'সে অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা করে না? আমি তো এতদিন শরীরপাত ক'রে সংসার চালালাম, এবার তুমি কিছুদিন চালাও, যা হয় কিছু উপায় কর।"

হরিপদ তাহার দাদার চেয়ে বারো-তেরো বৎসর বয়সে ছোট; তখন তার বয়ক্রম কুড়ি বৎসর। সে দুর্গাপদর কথার কোনো প্রতিবাদ করিল না, মনের মধ্যেও রোষ অথবা অভিমান সঞ্চিত হইতে দিল না। তাহার বলিষ্ঠ তরুণ দেহের মধ্যে নিহিত যে শক্তি এতদিন দাঁড় টানা, সাঁতার কাটা, [illegible], ক্রীড়া-কসরতে ব্যয়িত হইত, মিথ্যা অপবাদের অঙ্কুশাঘাতে সহসা তাহা কর্মাভিমুখী হইয়া সাড়া দিয়া উঠিল। তখন কার্তিক মাস, দেশে প্রচুর খেজুরে গুড় উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছে; নববিবাহিতা পত্নী [illegible] সহিত পরামর্শের পর কিছু অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া হরিপদ স্বল্প মূল্যে খেজুরে গুড় ক্রয় করিয়া কলিকাতায় চালান দিতে লাগিল। এই কার্যে সে আহার নিদ্রা ভুলিল, খেলাধুলা পরিত্যাগ করিল, এমন কি নবীনা বধূর সহিত বিশ্রম্ভালাপেরও অবসর রাখিল না। শুধু খরিদ শুধু বিক্রয়, শুধু হিসাব শুধু পত্র। পরিশ্রমী [illegible] যুবকের কর্মনিষ্ঠায় প্রসন্ন হইয়া কমলা কৃপাদৃষ্টি করিলেন। তিন-চার মাস [illegible] কারবার করিয়া লাভ নিতান্ত মন্দ হইল না। গুড়ের মরসুম ফুরাইলে হরিপদ সংসার-খরচের জন্য দুর্গাপদকে কিছু টাকা দিয়া বাকি [illegible] টাকা লইয়া চাঁদবালিতে গিয়া কলিকাতায় সুঁদরী কাঠ চালান দিতে আরম্ভ করিল। এই ব্যবসায়ে লাভ হইতে লাগিল প্রচুর। নৌকা [illegible] কাঠ চালান হয় কলিকাতায়, সেখান হইতে [illegible] করিয়া দফায় দফায় লাভের টাকা ফিরিয়া আসে। সৌভাগ্যের স্রোত [illegible] আবর্তিত হইতে লাগিল। তখন [illegible] পাকা বন্দোবস্ত করিয়া [illegible] দুর্গাপদকে [illegible] কলিকাতায় গিয়া গোলা খুলিয়া বসিল। [illegible] দুই [illegible] চাঁদবালি হইতে [illegible], নৌকার [illegible] সুঁদরী কাঠ হইতে সেগুন কাঠে। বড় বড় [illegible] সেগুন কাঠের, তাহার অন্তরালে সুঁদরী কাঠের

কারবার ক্রমশ লুপ্ত হইয়া গেল। নামধারী চালানদার সাজিয়া দুর্গাপদকে যে যৎসামান্য পরিশ্রম করিতে হইত, সে শুধু তাহা হইতে অব্যাহতিই পাইল না, মাসে মাসে নিয়মিত হরিপদর নিকট হইতে সংসার-খরচের মোটা টাকাও পাইতে লাগিল।

বছর ষোল-সতেরো ধরিয়া কারবার ভাল ভাবেই চলিল, তাহার পর হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রে অচিন্তিত দুর্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। গোলার নিকট কেরোসিন তৈলের দোকান ছিল, ঘটনাক্রমে তাহাতে আগুন লাগিয়া সমস্ত পল্লীতে একটা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিল। তিনটা দমকলের দ্বারা সমস্ত রাত্রি নিরবসর পরিশ্রমের পর অগ্নি নির্বাপিত হই[illegible] দেখা গেল, হরিপদর কাঠের গোলার সমস্ত সেগুন কাঠ ভস্মে এবং অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে। কারবার ইন্‌সিওর করা ছিল না, প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল। দিন-দুই হরিপদ শয্যা গ্রহণ করিয়া শুইয়া কাটাইল, তাহার পর পাওনাদার এবং মহাজনদের হাতে পায়ে ধরিয়া কারবার চালাইবার একবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। কাঠের কারবারের সহিত দেহের কারবারও ক্রমশ অচল হইয়া আসিল। অবশেষে সাত-আট মাস পরে একদিন কাশীমিত্রের ঘাটে হরিপদর দেহ লইয়াও একটা ছোটোখাটো অগ্নিকাণ্ড হইয়া গেল। তাহার পর কলিকাতার বাড়ি এবং আসবাব-পত্র পাওনাদাররূপী একপাল নেকড়ে বাঘের লালায়িত মুখে ছাড়িয়া দিয়া গিরিবালা নগদ কিছু টাকা এবং দেহচ্যুত অলঙ্কার লইয়া একমাত্র সন্তান—শক্তির স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া দেশের বাড়িতে পলাইয়া আসিল।

সে আজ প্রায় চার বছরের কথা।

তাহার দুই বৎসর পূর্বে দুর্গাপদর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। বিধবা ভবতারিণী গিরিবালাকে ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। হরিপদর মৃত্যুতে মাসহারার টাকা বন্ধ হইল বুঝিয়া মনের মধ্যে একটা অহেতুক অসুখ

বিরক্তি তো ছিলই, তাহা ছাড়া গিরিবালার অস্তমিত সৌভাগ্য-রবি যথাকালে ভবতারার অন্তরে যে ঈর্ষানল উৎপন্ন করিয়াছিল, দুঃখে তিমিরাবরিত রাত্রে তাহা রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া গিরিবালাকে দহন করিতে আরম্ভ করিল। সমবেদনার স্থলে দেখা দিল প্রচ্ছন্ন পরিতোষ, সান্ত্বনার স্থলে বিদ্রূপাত্মক বচন। গিরিবালা বুঝিল, ষোল বৎসর ধরিয়া তাহার স্বামী মাসে মাসে যে-টাকা পাঠাইয়া গিয়াছে, উপস্থিত তাহার সুদ আদায় আরম্ভ হইল; ভবিষ্যতে কোনোদিন আসল আদায়ের পালা সমারোহ করিয়াই হয়তো আসিবে। দুর্দিনের অন্ধকারে, কষ্টিপাথরে সোনার মত, মানুষের খাঁটি-মেকির যাচাই হইয়া যায়। গিরিবালা প্রথম দিনই ভবতারার স্বরূপ দেখিতে পাইল।

দ্বিতীয় দিনে একটা ছোটোখাটো বচসার মতই হইয়া গেল। আনাজে শক্তি উঠানের দড়ির আলনায় তাহার শাড়ি এবং সায়া শুকাইতে দিতেছিল, গিরিবালা বারান্দায় বসিয়া কুটনা কুটিতেছিল। ভবতারা শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমার ওই ঘাগরা-টাগরাগুলো ওদিকের আলনায় দিয়ো বাছা, এ আলনায় আমার পূজোর কাপড় শুকতে দিই কিনা।"

ভবতারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শান্তস্বরে শক্তি বলিল, "এ আমি ভাল ক'রে কেচে এনেছি জেঠাইমা।"

মাথা নাড়িয়া ভবতারা বলিল, "কাচলেই কি ওসব জিনিস শুদ্ধ হয়? ওর ময়লা ওতে লেগেই থাকে। আমার কথা শোন, ওটা ওদিকের আলনায় দিয়ে এস।" কথার শেষ দিকটায় একটু উত্তাপ প্রকাশ পাইল।

আর কোনো আপত্তি না করিয়া শক্তি শাড়ি এবং সায়া তুলিয়া লইয়া গিয়া দুইটা পেয়ারাগাছের ডালে একটা ছোট অপরিচ্ছন্ন দড়ি খাটানো ছিল, তাহাতে মেলিয়া দিল। উপস্থিত তো সেখানে বিন্দুমাত্র রৌদ্র নাই, কতক্ষণে আসিবে তাহাও বলা কঠিন।

গিরিবালার দিকে চাহিয়া ভবতারা বলিল, "তাই ভাবছিলাম ছোট-বউ, তুমি তো জোর ক'রে বনবাদাড়ে বাস করতে এলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠবে ব'লে তো মনে হয় না।"

বিষণ্ণ বদনে তরকারি কোটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া গিরিবালা বলিল, "তা পারব না কেন দিদি, তা পারব। কলকাতায় অত বড় বিপদ হয়ে গেল তা সহ্য করতে পারলাম, আর এখানকার বনবাদাড় সহ্য করতে পারব না? তবে বাড়ির যা দুরবস্থা, মেয়েটার হয়তো কষ্ট হবে। ও তো জন্মাবধি এ পর্যন্ত দুঃখের মুখ দেখে নি, ওর জন্যেই ভাবনা।"

ভবতারার উপস্থিতিতে এ কথার প্রতিবাদ করিতে শক্তির প্রবৃত্তি হইল না। মনে মনে বলিল, এ তোমার অন্তরের কথা নয় মা, এ তোমার দুঃখের কথা। তা যদি না হয়, তা হ'লে তোমার মেয়েকে আজ পর্যন্ত তুমি চেনো নি।

মুখখানা কয়লার মত কালো করিয়া ভবতারা বলিল, "বাড়ির দুরবস্থা হবে না কেন ছোটবউ? ঠাকুরপো মারা গেছেন, তাঁর কথা এখন না বলাই ভাল, তিনি যদি সমস্ত টাকা কলকাতায় আটকে ফেলেন তো এখানকার সম্পত্তি থাকে কি ক'রে?"

কুটনা কোটা বন্ধ রাখিয়া গিরিবালা সবিস্ময়ে বলিল, "সে কি কথা দিদি? তিনি তো প্রতি মাসে বড়ঠাকুরকে সংসার-খরচ পাঠিয়েছেন। তা ছাড়া, বড়ঠাকুর যখন যা লিখে পাঠাতেন, তিনি পাঠিয়ে দিতেন।"

উত্তপ্ত কণ্ঠে ভবতারা বলিল, "সেই তো হ'ল অবিচার। সেই পাপেই তো সমস্ত জ্ব'লে পুড়ে গেল। রইল কি কিছু? একমাত্রি [illegible] কারবার—তোমার ভাশুর ছিলেন কারবারের কর্তা, আর ঠাকুরপো সমস্ত টাকাটি নিজের কাছে রেখে পাঠাতে লাগলেন সংসার-খরচ! উচিত ছিল, সব টাকা এখানে পাঠিয়ে সংসার-খরচ চেয়ে নেওয়া।"

শুনিয়া গিরিবালার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। বলিল, "সে কি

কথা দিদি! একবাকি টাকার কারবার কি বলছ? উনি তো কারবারে সংসারের একটি পয়সাও লাগান নি,—সমস্তই তো হয়েছিল আমার গয়না বিক্রি ক'রে।"

ভবতারা তর্জন করিয়া উঠিল, "বাজে কথা ব'কো না ছোটবউ। গয়না তোমারই ছিল, আর আমার ছিল না! উনি ধার্মিক লোক ছিলেন, সগ্‌গে গেছেন, উনি না হয়ে আর কেউ যদি হ'ত তা হ'লে তোমাদের যা-কিছু সমস্ত কেড়ে নিত। বরদা গোমস্তাকে মনে আছে তো? সে একেবারে জেলাকোর্টের উকিলের পরামর্শ নিয়ে এসে বললে, 'বড়বাবু, উকিলরা বলেছে যে, আপনি একবার নালিশ করলেই সঙ্গে সঙ্গে জিত,—কলকাতার বাড়ির আর সমস্ত টাকার মালিক আপনি হবেন।' উনি জিভ কেটে বললেন, 'বাপ রে! তা কি আমি কখনো পারি! হরি আমার মার পেটের ভাই, সে খাচ্ছে, আমারই পেট ভরছে। আমি সন্নেসী-বৈরিগী মানুষ, যা আছে আমার তাই যথেষ্ট।' বরদা কি সহজে ছাড়তে চায়? বলে, 'আপনার বিশেষ কিছু খরচ করতে হবে না বড়বাবু, নালিশ দায়ের করলেই ছোটবাবু আপনি দৌড়ে এসে পড়বে।' তা উনি রাজি হলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, 'রামচন্দোর! ছোট ভাই পুত্তুর সমান।"

এত দুঃখের উপরও গিরিবালার মুখে হাসি দেখা দিল; বলিল, "আর বরদার ওদিককার কথা শুনবে দিদি? একদিন সন্ধ্যেবেলা বরদা এসে হাজির। দেশের লোক,—পাশের ঘর থেকে আমি তার কথা শুনছিলাম। এদিক ওদিক নানান কথাবার্তার পর হঠাৎ সে বললে, 'ছোটবাবু, আপনি মাসে মাসে বড়বাবুকে অতগুলো ক'রে টাকা গোঁজেন কি জন্যে? কারবার তো আপনি সংসার থেকে বেরিয়ে এসে একা করেছেন। সে টাকায় বড়বাবুর কি অধিকার?' একটু চুপ ক'রে থেকে শান্তভাবে উনি বললেন, 'বড়বাবুর কি অধিকার তা তোমাকে একটু পরে আমি বুঝিয়ে

দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে এসব কথায় তোমার কি অধিকার তা আমাকে তোমার বোঝাতে হবে। তা যদি না পার, তা হ'লে আমি ফোন ক'রে পুলিস ডেকে তোমাকে ধরিয়ে দেব।' যাই এই কথা বলা, সে কি অবস্থা হ'ল বরদার! মুখ হয়ে গেল ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে, ভাল ক'রে কথা বার হয় না, আমতা আমতা ক'রে দু-চারটে কি আবোল-তাবোল ব'কে ওঁকে একটা প্রণাম ক'রেই একেবারে উঠি তো পড়ি ক'রে পালিয়ে গেল। বরদা চ'লে যেতেই আমি বাইরের ঘরে ঢুকে হাসতে লাগলাম। বরদার কথা বলাবলি ক'রে আমরা দুজন সেদিন বোধ হয় আধ ঘণ্টা হেসেছিলাম।" তাহার পর সহসা গিরিবালার মুখ বিষণ্ণ এবং কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল; বলিল, "উঃ, সে সব দিন কি সুখের দিনই আমার গেছে দিদি! সব যেন স্বপ্ন হয়ে গেল—ক্রমে ক্রমে বোধ হয় সমস্ত ভুলেই যাব।" গিরিবালার দুই চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া একরাশ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

গিরিবালার অশ্রু এবং কাতরোক্তির প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া ভবতারা কহিল, "শুধু বরদা গোমস্তাই নয় ছোটবউ, পাড়ার অনেকেই আমাদের ঠিক ঐ পরামর্শই দিয়েছিল, কিন্তু আমরা তাতে কান দিই'নি। বিশ্বাস না হয়, ভজার মা, নেপালের পিসি এরা সব এলে তোমার সামনে কথাটা মোকাবেলা ক'রে দেব 'খন।"

ভবতারার কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া গিরিবালা বলিল, "না না, দিদি, দোহাই তোমার, পাড়ার লোকের কাছে আর অনর্থক ওসব কথা তুলো না। আর, যখন কর্তারাও নেই, কারবারও নেই, সব চুকে-বুকে গেছে, তখন আর সে সব কথা তুলে লাভ কি?"

ভবতারা বলিল, "না, তুমি এজমালি কারবার মানতে চাচ্ছিলে না কি-না, তাই বলছি।"

আর কোনো কথা না বলিয়া গিরিবালা চুপ করিয়া রহিল।

এইরূপে যাহার সূত্রপাত হইল, দিনে-দিনে তাহা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিল। কোনোদিন কলহ, কোনোদিন কটূক্তি, কোনোদিন বিদ্রূপ, কোনোদিন ব্যঙ্গ,—একটা-না-একটা উৎপাত লাগিয়াই রহিল। শক্তির ইংরেজী পড়া, কার্পেট বোনা, পূজার জন্য গিরিবালার ফুল তোলা, জেলেদের বলিয়া জমার পুষ্করিণী হইতে শক্তির জন্য কিছু মাছ কিনিয়া লওয়া, এত অধিক বয়স পর্যন্ত শক্তির অবিবাহিতা থাকা—এইরূপ একটা কিছু-না-কিছু উপলক্ষ করিয়া ভবতারার কলহের কারবার একটানা নদীর মত বহিয়া চলিল। স্বামীর মৃত্যুর পর এই নির্জন পুরীতে কথাবার্তা একরকম বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল, মানুষ পাইয়া ভবতারা ঝগড়া করিয়া বাঁচিল।

কিন্তু গিরিবালা এবং শক্তি এই উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। যে অঙ্কুর বীজবপনের অপেক্ষা রাখে না, আপনিই গজাইয়া উঠে, তাহাকে কিরূপে নিবৃত্ত করিবে—তাহা তাহারা কিছুতেই ভাবিয়া পায় না। মাঝে মাঝে শক্তি বলে, "মা, চল এখান থেকে কোথাও আমরা চ'লে যাই।" গিরিবালা বলে, "কোথায় আর যাব মা, যাবার ঠাঁই গোবিন্দ কোথাও কি রেখেছেন!" মনে মনে বলে, 'একমাত্র কপোতাক্ষর কোল ছাড়া!' দুঃখে কষ্টে অপমানে এক-এক সময়ে সত্যই গিরিবালার চক্ষে কপোতাক্ষর তরঙ্গবিক্ষুব্ধ মধুর ভয়াবহ মূর্তি জাগিয়া উঠে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে অভাগিনী কন্যা শক্তির কথা।

দুঃখে যন্ত্রণায় ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুদিন হইতে গিরিবালার একটা কঠিন রোগ হইয়াছে। হঠাৎ এক-এক সময়ে বুকের ভিতর ঢকঢক করিয়া উঠে, নিশ্বাস রোধ হইয়া আসে, হাত-পা বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া যায়, এবং কিছুক্ষণ নড়িবার-চড়িবার শক্তি থাকে না। গ্রামে ডাক্তার নাই, একজন বৃদ্ধ কবিরাজ আছে। শক্তি একদিন জোর করিয়া কবিরাজকে ডাকাইয়া আনিল। কবিরাজ আসিয়া প্রথমে নাড়ী

এক টাকা আদায় করিল, তাহার পর রোগিণীর নাড়ী দেখিয়া এবং রোগের লক্ষণাদি শুনিয়া বলিল, গিরিবালার কঠিন হৃদ্‌রোগ হইয়াছে। নিদানে এই রোগকে অসাধ্য না বলিলেও দুঃসাধ্য বলিয়াছে। তৎপ্রমাণে মাধবকরের নিদান হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইল। বলিল, বায়ু পিত্ত এবং কফ কুপিত হইয়া এই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক কারণ ইহার সহিত জড়িত। এই কঠিন রোগকে শাস্ত্রীয় চিকিৎসার দ্বারা আশু দমিত না করিলে যে-কোনো মুহূর্তে রোগিণীর মৃত্যু ঘটাইতে পারে। কাগজ কলম চাহিয়া লইয়া কবিরাজ ব্যবস্থা-পত্র লিখিল। রসায়ন, অরিষ্ট, বটিকা এবং তৈলে সাপ্তাহিক ব্যয় পড়িল সওয়া সাত টাকা। গ্রামে এ কথা রাষ্ট্র ছিল যে, প্রস্থানপরায়ণা সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অঞ্চল হইতে গিরিবালা যে-কয়টি মণিমুক্তা কাড়িয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার মূল্যে সমস্ত শিবানীপুর গ্রামখানা কিনিয়া ফেলাও বিচিত্র নহে।

কবিরাজকে বিদায় করিয়া গিরিবালা শক্তিকে তাহার অবিমৃষ্য-কারিতার জন্য ভর্ৎসনা করিল। বলিল, রোগ তাহার কিছুই কঠিন নহে, শুধু লোভাতুর কবিরাজের রোগকে অযথা বাড়াইয়া অর্থলাভের ফন্দি। মুখে রোগকে লঘু করিলেও মনে মনে গিরিবালার চিন্তা বাড়িল,—মনে হইল, কবিরাজের কথা যদি ফলিয়া যায়, হঠাৎ যদি তাহার মৃত্যু হয়—এমন হওয়া তো আশ্চর্যও নহে—তাহা হইলে এই নির্বান্ধব পুরীতে ভবতারার হস্তে শক্তির কি নিগ্রহটাই না হইবে! বিশেষত সম্প্রতি কিছুদিন হইতে একটা যে অত্যন্ত কুৎসিত উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে, সে কথা ভাবিয়া গিরিবালার মনে উৎকণ্ঠার পরিসীমা ছিল না।

২

মাস দুই পূর্বের কথা। হঠাৎ একদিন অনিশ্চিত ধূমকেতুর মত 'মাসিমা, কোথায় গো' বলিয়া ভবতারার এক দূরসম্পর্কীয় বোনপো

বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। বয়স বৎসর চব্বিশ, ঘনকৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, সমস্ত মুখে বসন্তের দাগ এবং আকৃতির মধ্যে শিক্ষাহীনতার একটা সুস্পষ্ট ছাপ বর্তমান।

প্রবেশ করিয়া প্রথমেই সে দেখিতে পাইল শক্তিকে। অপ্রত্যাশিত ঘটনার চকিত বিস্ময়ে সে ক্ষণকাল নির্নিমেষে শক্তির সুগঠিত সুন্দর মূর্তির প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পর শক্তির বয়স এবং তদুচিত মর্যাদা-ভাজনতার কোনো হিসাব না রাখিয়া এক মুখ নিঃশব্দ হাস্যের সহিত বলিল, "তুমি এ বাড়িতে থাক?"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুকের আপাদ-মস্তক একবার দেখিয়া লইয়া শক্তি বলিল, "থাকি।"

"আর, মাসিমা থাকে না?"

"কে আপনার মাসিমা?"

আগন্তুকের মুখে পুনরায় হাস্যের সঞ্চার হইল। বলিল, "তুমি দেখছি বিপদে ফেললে! এ হ'ল আমার মাসিমার বাড়ি, আর জিজ্ঞেস করছ— 'কে আপনার মাসিমা?' ভবতারা মাসি গো!"

দ্বিপ্রহরে আহারের পর ভবতারা নিজকক্ষে শুইবার উদ্যোগ করিতেছিল। কথাবার্তা কানে আসিতেছিল, কিন্তু মন সে দিকে ঠিক ছিল না; নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া উৎসুক হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কে রে?" তাহার পর বাহিরে আসিয়া আগন্তুককে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "কে?—নবা না? ওমা! কত বড় হয়েছিস রে! তা, পাঁচ-ছ বছর তো একেবারে দেখাসাক্ষাৎ নেই! কবে এলি তোরা?"

তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠিয়া আসিয়া নত হইয়া ভবতারার পদধূলি লইয়া একমুখ সাদা সাদা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া নবগোপাল বলিল, "পরশু এসেছি মাসিমা।"

"কোথা থেকে এলি? রাউলপিণ্ডি থেকে?"

নবগোপাল বলিল, "হ্যাঁ। রাউলপিণ্ডিতে বাবার চাকরির পিণ্ডি দিয়ে আমরা দেশে ফিরেছি।"

চিন্তিত মুখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ভবতারা বলিল, "ওমা, সে কি কথা রে!"

"তার মানে বুঝলে না? পেন্সোন হয়েছে।" বলিয়া হো-হো করিয়া নবগোপাল প্রচুর হাস্য করিল; এবং তাহার এই রসিকতা শক্তির উপর কিরূপ ক্রিয়া করিল দেখিবার জন্য শক্তি যেদিকে ছিল সেদিকে একবার ফিরিয়া চাহিল। কিন্তু শক্তি ততক্ষণে তাহাদের শয়নকক্ষে জননীর নিকট আশ্রয় লইয়াছে। অগত্যা ভবতারার দিকে পুনরায় চাহিয়া নবগোপাল আর এক দফা হাসি হাসিল। রাওলপিণ্ডির কথার শেষাংশের অর্থের সহিত তাহার পিতার পেন্‌শন লওয়ার ঘটনা যুক্ত করিয়া এই রসিকতা রাওলপিণ্ডি হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত অন্তত সে বার পঁচিশ করিয়াছে, এবং যতবার করিয়াছে প্রতি-বারেই ইহার রস-সম্পন্নতায় একই মাত্রায় পুলকিত হইয়াছে।

নবগোপালের হাতে কাপড়ে-বাঁধা একটা ছোট পুঁটলি ছিল। সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভবতারা বলিল, "আয় নব, ঘরের ভিতরে বসবি আয়।" ভয় হইল, যদি ঘটনাক্রমে গিরিবালা অথবা শক্তি আসিয়া পড়ে এবং পুঁটলির মধ্যে যে-সকল সামগ্রী আসিয়াছে, চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া তাহার কিছু ভাগ তাহাদিগকে দিতে হয়।

ঘরে প্রবেশ করিয়া ভবতারা জিজ্ঞাসা করিল, "কামিনীদিদি কেমন আছেন রে নব?"

মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "মার কথা জিজ্ঞেস ক'রো না মাসিমা, কোন্ দিন হঠাৎ দেখবে কাছা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া ভবতারা বলিল, "কেন রে? অসুখ নাকি খুব?"

নবগোপাল বলিল, "খুব বেশি;—অম্বলের অসুখ। চেহারা

হয়েছে যেন একটি বেরঘো-কাঠ বুঝলে মাসিমা,—হাড়ের উপর শুধু চমড়াটি আঁটা।"

"আর চাটুজ্জে মশাই ?—তিনি কেমন আছেন ?"

"চাটুজ্জে মশাই তোমার বেশ আছেন। তাঁর কোন অসুখবিসুখ নেই।"

হাসিমুখে ভবতারা বলিল, "সে তো খুব সুখের কথা রে।"

"না, তাই বলছি।"—বলিয়া নবগোপাল পুঁটলি খুলিতে লাগিল। পুঁটলি হইতে বাহির হইল মাটির খুরি করিয়া কয়েক রকমের আচার, কিছু পাঁপর, একটা পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষের মালা, আরও দুই-চারটা কি জিনিস।

ভবতারা বলিল, "থাক্, থাক্, আর খুলতে হবে না—অনেক জিনিস কামিনীদিদি পাঠিয়েছেন। বলিস আমি খুব খুশি হয়েছি।" বলিয়া জিনিসগুলা ঠেলিয়া পালঙ্কের তলায় রাখিয়া দিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নবগোপাল বলিল, "তা মনে ক'রো' না মাসিমা, তোমার কামিনীদিদি হাতখোলা মানুষ নয়। বলে, 'হয়েছে হয়েছে, ঐ ঢের হয়েছে, নিয়ে যা।' আমি টেনে-টুনে তবু একটু বেশি ক'রে নিয়ে এলাম।"

নবগোপালের কথা শুনিয়া ভবতারার অধরপ্রান্তে হাসি ফুটিয়া উঠিল ; বলিল, "কি পাগল ছেলে রে তুই !"

ভবতারার কথার প্রতি কোনো প্রকার মন্তব্য না করিয়া নবগোপাল বলিল, "বাড়িতে ঢুকেই উঠোনে একজন মেয়েকে দেখলাম—ও কে মাসিমা ?"

ভবতারা বলিল, "ও শক্তি—আমার দেওরঝি।"

"কই, আগে কখনো দেখি নি তো ?"

"আগে ওরা কলকাতায় থাকত। ওদের পুষতে গিয়েই

তো আজ আমার এই দুর্দশা! তা নইলে আজ আমার টাকা খায় কে!"

আবান্তর কথা শুনিবার জন্য নবগোপালের মনে কিছুমাত্র ঔৎসুক্য ছিল না। বলিল, "সিঁতেয় তো সিঁদুর দেখলাম না, এখনো ওর বিয়ে হয় নি নাকি?"

ভবতারা বলিল, "না, হয় নি।"

সবিস্ময়ে নবগোপাল বলিল, "ওমা, অত বড় মেয়ের এখনো বিয়ে হয় নি!"

মুখ বাঁকাইয়া ভবতারা কহিল, "ও মেয়ের কি আমাদের দেশে পাত্তোর আছে যে, বিয়ে হবে? একেবারে বিলেত থেকে বাদশা এসে ওকে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবে। রাম, রাম! খিরিষ্টানি কাণ্ডর জন্যে গাঁয়ে মুখ দেখাবার জো নেই। তোর বিয়ে হয়েছে নব?"

মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "না, আমারও হয় নি।"

'আমার' শব্দের পিছনে সহসা আপাতনিরর্থক 'ও' অক্ষরের যোগে নবগোপালের মনের ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করিয়া ভবতারার মুখে হাসি দেখা দিল; বলিল, "তোরও হয় নি? আমি মনে করেছিলাম, আমাদের না জানিয়েই বুঝি তোর বাবা তোর বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।"

নবগোপাল বলিল, "তা বড় মন্দ মনে কর নি মাসিমা, রাউলপিণ্ডিতে আমার বিয়ে একরকম তো হয়েই গিয়েছিল, শুধু আমি মত করলাম না ব'লেই হ'ল না।"

"কেন, মত করলি নে কেন?"

"মেয়ে বড্ড-ছোট মাসিমা৷"

"কত ছোট রে? কত বয়েস?"

মনে মনে একটু চিন্তা করিয়া নবগোপাল বলিল, "বছর চোদ্দ হবে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভবতারা বলিল, "ওমা, বলিস কি রে! চোদ্দ বছরের মেয়ে ছোট হ'ল? তবে তুই কি রকম মেয়ে চাস?"

একবার ভবতারার প্রতি মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিপাত করিয়া ঘাড় নীচু করিয়া মৃদুস্বরে নবগোপাল বলিল, "ডাগোর।"

এই কথোপকথনের অর্ধ ঘণ্টা পরে ভবতারা নবগোপালকে গিরিবালা ও শক্তির নিকট লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়া দিল, এবং সন্ধ্যার পূর্বে নবগোপাল প্রস্থান করিলে নবগোপালের সহিত শক্তির বিবাহের প্রস্তাব করিল। বলিল, "এ তুই একেবারে ঠিক ক'রে ফেল্ ছোটবউ। খাসা ছেলে, হৃষ্ট-পুষ্ট, কান্তিবান;—শুধু রঙটা একটু ময়লা। তা পুরুষ মানুষের আবার রঙ, চাঁদের আবার কলঙ্ক! তা ছাড়া, বাপের অবস্থা কি! জমি-জমা, পুকুর-ভদ্রাসন—তার ওপর মাসে তিন কম তিন কুড়ি টাকা পেন্সোন্। সংসার একেবারে উছলে উঠছে।"

এই উক্তির যৎসামান্য প্রমাণস্বরূপ ভবতারা গিরিবালাকে আচার এবং পাঁপরের কিছু অংশ দিয়া বলিল, "হরিপুর তো এখান থেকে মোটে কোশ দুই পথ, খবর নিয়ে দেখিস, রামগোপাল চাটুজ্জেকে খাতির করে না, এমন লোক ও-তল্লাটে নেই।"

ভবতারার প্রস্তাব শুনিয়া বিস্ময়, বিরক্তি এবং কতকটা কৌতুকে ক্ষণকাল গিরিবালার মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না। তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি তো জান দিদি, অনেক ক'রে মেয়েটাকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। এই চার বছর সে ইস্কুল-ছাড়া, তবু শুধু নিজের আগ্রহে আর যত্নে এই বন-বাদাড়ে থেকেও তার ইস্কুলের মাস্টারদের লিখে লিখে বই আনিয়ে কত লেখাপড়া করছে। তাই ইচ্ছে হয়, একটি পাস-টাস করা পাত্র দেখে—"

গিরিবালার কথার মধ্যেই ভবতারা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "পাস-করা পাত্তোর নিয়ে তো সবই হবে! ঠাকুরপো যে কত কাঁড়ি কাঁড়ি

টাকা কামিয়ে গেল, কটা পাস করেছিল শুনি? লক্ষ্মীর ভাঁড়ে আর সব থাকে, শুধু পুঁথি থাকে না—এ কথা জানিস নে? ঐশ্বয্যি তো যত সব মুখ্খুর ঘরে। আর মুখ্খুই বা বলি কেমন ক'রে,—তিনটে ইংরিজি বই শেষ করেছে তো!"

নবগোপালের বিদ্যার পরিমাণ শুনিয়া গিরিবালার অধরপ্রান্তে হাস্য দেখা দিল, এবং অদূরে শক্তির দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

ভবতারা বলিল, "তা ছাড়া, আমি তেমন ক'রে চেপে ধরলে চাটুজ্জে মশাই কি এক পয়সার কামড় করতে পারবে? একটা হত্তুকী দিয়ে কন্যে উচ্ছুগ্গু হয়ে যাবে। পাস-করা পাত্তার তো চাচ্ছিস—পাস-করা পাত্তোরের জন্যে এক কাঁড়ি টাকার ব্যবস্থা করতে পারবি? আর, এই বুনো দেশ থেকে পাস-করা পাত্তোর কেমন ক'রে যোগাড় করবি শুনি?"

কথা সত্য, তাহার আর সন্দেহ নাই, এবং সে কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া গিরিবালার মনে উৎকণ্ঠারও পরিসীমা ছিল না; কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে নবগোপাল! পূর্ণিমা দুরাশা বলিয়া একেবারে অমাবস্যা!

গিরিবালা বলিল, "এ পর্যন্ত তো তেমন ক'রে চেষ্টা-চরিত্র কিছু করা হয় নি, একবার সকলকে চিঠিপত্র লিখে দেখি, তারপর যা-হয় একটা কিছু করতেই হবে।"

গম্ভীর মুখ করিয়া ভবতারা বলিল, "তা যা করতে ইচ্ছে হয় তোমার ক'রে দেখ, কিন্তু এই শ্রাবণ মাসের মধ্যে যদি তোমার মেয়ের বিয়ে না হয়, তা হ'লে তোমার ছেলেমানুষ মেয়েকে নিয়ে এ বাড়িতে বাস ক'রো, আমি ভাদ্র মাসেই শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যেখানে হয় চ'লে যাব। না-হয় ঐশ্বয্যিই গেছে, তাই ব'লে কি এত বড় বনেদি বংশের নামটাও এমনি ক'রে নষ্ট করতে হয় ছোটবউ? গাঁয়ে যে টি-টিক্কার প'ড়ে গেছে—কান পাতা যায় না।"

আর কোনও কথা না বলিয়া গিরিবালা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কি চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

৩

সেদিনের মত কথাটা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু ক্রমশ ইহার উৎপাত বাড়িয়াই চলিল। পাড়া-প্রতিবেশীদের কানে কথাটা উঠিল। তাহারা মাঝে মাঝে আসিয়া গিরিবালাকে উৎসাহিত করে; ভবতারা কখনো পরামর্শ দেয়, কখনো রাগ করে, কখনো-বা ভয় দেখায়; পাড়ার নূতন বধূ এবং কন্যাদের মধ্যে যে কয়েকজনের সহিত শক্তির ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া শক্তিকে পরিহাস করে, ছড়া কাটে, চুনে-হলুদে রঙ তৈয়ার করিয়া সাদা কাগজের উপর 'নবশক্তি' লিখিয়া শক্তির সম্মুখে আনিয়া ধরে; এবং সকলের চেয়ে বিপদ হইয়াছে স্বয়ং নবগোপালকে লইয়া। সে ক্রমশ আসিতে আরম্ভ করিয়াছে যেমন ঘন ঘন, থাকিতে আরম্ভ করিয়াছেও তেমনি বেশি বেশি। সকালে আসিলে সন্ধ্যার পূর্বে যায় না, এবং সন্ধ্যার সময়ে আসিলে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকিয়া যায়।

[illegible] পড়ল, এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়। বাড়ির খবর সব কুশল তো?"

বিষণ্ণমুখে ভবতারা বলিল, "স্বয়ং নারায়ণ যাকে মেরেছেন, তার আর কুশল কোথায় ঠাকুরপো! কপাল যার আমার মতন ক'রে পোড়ে, ব্যাঙেও তাকে লাথি মেরে যায়। তোমার কাছে একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, আমার কথাটা তোমাকে শুনতে হবে।"

ব্যস্তভাবে জিভ কাটিয়া অজয় বলিল, "প্রার্থনা ব'লে অপরাধী ক'রো না বউঠাকরুণ, আদেশ বল।"

ভবতারার মুখে অবিশ্বাসের মৃদু হাসি দেখা দিল; বলিল, "আদেশ-হুকুমের দিন তোমার দাদার সঙ্গে চ'লে গেছে। এ আমার সত্যি-সত্যিই প্রার্থনা।"

গিরিবালা বলে, "কেন, তোকে কোনো রকম জ্বালাতন করে নাকি ?

শক্তি বলে, "জ্বালাতন আর কাকে বলে ? সব সময়ে যদি একটা লোক সাদা সাদা চোখ দিয়ে প্যাট প্যাট ক'রে তাকিয়ে থাকে, সে কি কম জ্বালাতন ?"

গিরিবালার মুখে সকরুণ কৌতুকের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠে।

সন্ধ্যার সময়ে গিরিবালা রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিল, শক্তি আসিয়া বলিল, "মা, তোমাদের নবোর কাণ্ড দেখ।"

উদ্বিগ্নমুখে শক্তির দিকে ফিরিয়া চাহিয়া গিরিবালা বলিল, "কেন রে, কি কাণ্ড ?"

শক্তির হাতে দুইখানা বই ছিল, গিরিবালাকে দেখাইয়া বলিল, বই দুখানা আজ আমাকে উপহার দিয়েছে।"

"কি বই ?"

—'গুপ্তকথা' আর 'গুমখুন' ! আর, দিন [illegible]

হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ পর্যন্ত শিবানীপুর গ্রামে এমন পরিবার অতি অল্পই আছে যাহারা চাটুজ্জে-পরিবারের ঋণ হইতে মুক্ত। অভাব-পীড়িত পরিবারের মধ্যে শুধু মুখুজ্জেরাই এ পর্যন্ত চাটুজ্জেদের কবল হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া আসিয়াছে। প্রতিষ্ঠানাশের আশঙ্কায় দুর্গাপদ গ্রামের মহাজনের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ না করিয়া গ্রামান্তরের মহাজনের সহিত কারবার করিত। তাই মুখুজ্জেদের অবশিষ্ট যৎসামান্য সম্পত্তিটুকুর উপর অজয়ের লোভের অন্ত ছিল না। সে মনে মনে জানিত, একদিন-না-একদিন মুখুজ্জে-পরিবারকে—অন্তত শক্তির বিবাহের সময়ে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেই হইবে। তাই সহসা এমন সময়ে ভবতারার আগমন-সংবাদ পাইয়া সেই বহু-অপেক্ষিত সুযোগই হয়তো-বা উপস্থিত হইল ভাবিয়া কতকটা উৎফুল্ল চিত্তে অজয় অন্দরে প্রবেশ করিল। ভবতারার নিকট বসিয়া অজয়-গৃহিণী কথোপকথন করিতেছিল, স্বামীর আগমনে সে অন্যত্র প্রস্থান করিল।

যুক্তকরে ভবতারাকে প্রণাম করিয়া অজয় বলিল, "বউঠাকরুণের পায়ের ধুলো এতদিন পরে আমাদের বাড়িতে পড়ল, এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়। বাড়ির খবর সব কুশল তো?"

বিষণ্ণমুখে ভবতারা বলিল, "স্বয়ং নারায়ণ যাকে মেরেছেন, তার আর কুশল কোথায় ঠাকুরপো! কপাল যার আমার মতন ক'রে পোড়ে, ব্যাঙেও তাকে লাথি মেরে যায়। তোমার কাছে একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, আমার কথাটা তোমাকে শুনতে হবে।"

ব্যস্তভাবে জিভ কাটিয়া অজয় বলিল, "প্রার্থনা ব'লে অপরাধী ক'রো না বউঠাকরুণ, আদেশ বল।"

ভবতারার মুখে অবিশ্বাসের মৃদু হাসি দেখা দিল; বলিল, "আদেশ-হুকুমের দিন তোমার দাদার সঙ্গে চ'লে গেছে। এ আমার সত্যি-সত্যিই প্রার্থনা।"

কথায় ভাবে ঠিক ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব বলিয়া মনে হইতেছিল না, তথাপি অজয়নাথের মনে কৌতূহল উদগ্র হইয়াছিল ; বলিল, "কি কথা বল শুনি।"

কি ভাবে কথাটা আরম্ভ করিবে—এক মুহূর্ত মনে মনে ভাবিয়া লইয়া ভবতারা বলিল, "তোমাদের এই তিলে-শিবানীপুর সমাজের সমাজপতি কে ? তুমি, না, পঞ্চানন গোঁসাই ?"

এই কথাটা লইয়া শিবানীপুর গ্রামে একটা বিরোধ বর্তমান ছিল। দুর্গাপদর জীবদ্দশায় সকলেই দুর্গাপদকে সমাজপতি বলিয়া মানিয়া চলিত। দুর্গাপদর মৃত্যুর পর তাহার আদ্যশ্রাদ্ধের দিন কোনো একটা ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া গ্রামে দুইটি দলের সৃষ্টি হয় ; এক দল অজয়নাথকে নেতা বলিয়া স্বীকার করে, অপর দল করে পঞ্চানন গোঁসাইকে। কালের গতির সহিত মহাজনি কারবারের সুযোগে অজয়নাথের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বাড়িয়া উঠিলেও এক দল লোক এখনও পঞ্চানন গোঁসাইকে সমাজপতি বলিয়া মানিয়া চলে। মুখুজ্জেবংশ প্রকাশ্যভাবে কোনো পথ অবলম্বন না করিলেও তাহারা যে মনে মনে চাটুজ্জেদের প্রতি প্রসন্ন নয়, এ কথা অজয়নাথের অজ্ঞাত ছিল না। তাই ভবতারার প্রশ্নের সমস্যা এড়াইবার অভিপ্রায়ে সে বলিল, "আমি তো মনে করি বউঠাকরুণ, দুর্গাদাদার মৃত্যুর পর থেকে তুমিই সমাজের মাথা।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া ভবতারা বলিল, "ও বাজে কথা ; মেয়েমানুষ সমাজের মাথা হয় না। আমি বলছি, তুমি শিবানীপুর সমাজের সমাজপতি। আমার নালিশ তোমাকে শুনতে হবে।"

ভবতারার কথা শুনিয়া অজয়নাথের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; বলিল, "তুমি যদি আমাকে ও-পদ দাও বউঠাকরুণ, তা হ'লে কার সাধ্য পঞ্চানন গোঁসাইয়ের দলে যোগ দেয় ! তোমার মনে নেই ?—সেবার হরিপদর অবিবেচনার ফলেই তো পঞ্চাননের অতটা বাড় বেড়ে গেল না ?—নইলে

তার সাধ্যি হয় কি যে, তারিণী পাইনের মামলার সালিসিতে আমাকে তার বৈঠকখানায় ডেকে পাঠায়।"

ভবতারা বলিল, "ঠাকুরপোর কথা ছেড়ে দাও। সে কি সমাজই চিনত যে, সমাজপতি হবার যোগ্য কে তা চিনবে। পঞ্চানন গোঁসাইয়ের পেড়াপিড়িতে দু দিনের জন্যে কলকাতা থেকে এসে একটা কাণ্ড ক'রে দিয়ে চ'লে গেল।"

হরিপদকে বাঁশি করিয়া ভবতারাই যে তাহাতে ফুঁ দিয়াছিল তাহা অজয়নাথ ভাল করিয়াই জানিত, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে কথা তোলা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে না বুঝিয়া সে একেবারে উল্টা গাহিল; বলিল, "সে কি আর আমি জানি নে বউঠাকরুণ, তোমার পরামর্শ নিলে কি আর ও-কাজ কখনো সে করত,—সে আমি ভাল ক'রেই জানি। যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি,—হয়ে গেছে, তার জন্যে দুঃখ ক'রে কোনো লাভ নেই। এখন কি তোমার কথা বল শুনি। বলছিলে, তোমার নালিশ আমাকে শুনতে হবে; কার বিরুদ্ধে তোমার নালিশ তা তো বুঝতে পারছি নে।"

একটু ইতস্তত করিয়া ভবতারা বলিল, "আমার ছোট জার বিরুদ্ধে।"

অজয়নাথ চমকিয়া উঠিল। সবিস্ময়ে বলিল, "ছোটবউমার বিরুদ্ধে? কেন, কি তাঁর অপরাধ?"

"তার অপরাধ, এতদিনের বনেদি মুখুজ্জেবংশের মান-ইজ্জৎ সে দু পায়ে চটকে নষ্ট ক'রে দিতে চায়। আমি কিন্তু প্রাণ থাকতে তা হতে দেব না ঠাকুরপো। তার চেয়ে আমার হাত-পা বেঁধে তোমরা আমাকে দশোতাজের জলে ফেলে দাও, সে ভাল।"

অজয়নাথের বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না; বলিল, "আমার সাধ্যে যেটা করবার তা আমি নিশ্চয় করব, কিন্তু কথাটা তুমি খুলে বল বউঠাকরুণ।"

তখন ভবতারা একে একে অনেক কথা বলিল। শক্তির বয়স আঠারো

বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে ; এ পর্যন্ত গ্রামের কোনো পরিবারে অনূঢ়া কন্যার বয়স বারো বৎসর অতিক্রম করে নাই ; ভবতারার এক উপযুক্ত বোনপোর সহিত বিনা যৌতুকে সে বিবাহ স্থির করিয়াছিল, কিন্তু গিরিবালা তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া কলিকাতার কোন্ এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবককে আসিবার জন্য পত্র দিয়াছিল ; সে আসিলে মুখুজ্জেদের পবিত্র বাস্তভিটা একটা কুৎসিত প্রণয়লীলার পাপক্ষেত্রে পরিণত হইত, যদি-না দৈবক্রমে চিঠিটা ভবতারার হাতে আসিয়া পড়িত। কিন্তু একটা চিঠি হাতে আসিয়াছে বলিয়া সবগুলাই যে আসিবে, তাহার নিশ্চয়তা কোথায় ?

চিঠিখানা অঞ্চলের ভিতর হইতে বাহির করিয়া অজয়নাথের হাতে দিয়া ভবতারা বলিল, "এই নাও, প'ড়ে দেখ।"

আদ্যন্ত চিঠিখানা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া অজয়নাথ তন্মধ্যে পবিত্র মুখুজ্জেবংশের অকলঙ্ক খ্যাতি-নাশের তেমন কোন আশঙ্কার কারণ খুঁজিয়া পাইল না। তথাপি মুখখানা অতিশয় গম্ভীর করিয়া বলিল, "তাই তো, এ যে বড় গুরুতর কথা ! আমাকে তুমি কি করতে বল ?"

"তুমি শাসন কর।"

"কেমন ক'রে শাসন করব ?"

"যেমন ক'রে পার। বল, এই শ্রাবণের মধ্যে আমার বোনপোর সঙ্গে শক্তির বিয়ে না দিলে ওদের তুমি একঘরে করবে ; ওদের ধোপা-নাপিত বন্ধ করবে ; গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে ওদের বাধ্য করবে।"

ক্ষণকাল অজয়নাথ নীরবে চিন্তা করিল, তাহার পর প্রায় একঘণ্টা-কাল নিম্নকণ্ঠে ভবতারার সহিত নানাপ্রকার পরামর্শ করিয়া বলিল, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমার কথা ঠিক থাকবে তো বউঠাকরুণ ?"

ভবতারা বলিল, "নিশ্চয় থাকবে। তুমি দেখে নিয়ো, এই ব্যাপারেই পঞ্চানন গোঁসাইকে তোমার বৈঠকখানায় এসে বসতে হবে।"

অজয় বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে কাল সকাল আটটার সময়ে আমি তোমাদের বাড়ি যাব।"

"এসো।" বলিয়া ভবতারা প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যাকালে বারান্দায় বসিয়া গিরিবালা শক্তির চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, ভবতারা নিকটে আসিয়া বসিল। দুই-একটা অন্যান্য কথার পর সে বলিল, "খাসা মেয়ে তোর ছোটবউ, আমি ভেবে দেখলাম এমন মেয়ের সঙ্গে নবার বিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। আচ্ছা, আমি আমার দাদাকে চিঠি দেওয়াচ্ছি ভাল পাত্তোর খুঁজে বার করবার জন্যে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গিরিবালা বলিল, "তুমিও তো শক্তির মার মতই দিদি, তুমি যে ওর মঙ্গল কামনা করবে তার আর আশ্চর্য কি? বেশ তো, তোমার দাদাকে লিখে দিয়ো।"

ইহার পর আরও অনেক কথা ভবতারা বলিল। আজ তাহার স কথাতেই মধু, কাঁটার অস্তিত্ব একেবারেই নাই।

জননীকে একান্তে পাইয়া শক্তি সহাস্যে বলিল, "একটু সাবধা থেকো মা, জেঠাইমার হঠাৎ এতখানি ভালবাসা আমার ভ ঠেকছে না।"

ঈষৎ হাসিয়া গিরিবালা বলিল, "হ্যাঁ, একেবারে অসি ফেলে বাঁশি ধরেছেন! লক্ষণ সুবিধের নয় বোধ হয়।"

৫

পরদিন সকালে, বেলা তখন ঠিক আটটাই হইবে, বারান্দায় বসিয়া গিরিবালা তরকারি কুটিতেছিল এবং ভবতারা মালা জপ করিতেছিল, এমন সময়ে বাহিরে ডাক শোনা গেল, "বউঠাকরুণ, বাড়ি আছ?"

গিরিবালা বলিল, "কে যেন তোমাকে ডাকছে দিদি।"

ডাকিতেছে অজয় চাটুজ্জে, তাহা বুঝিতে বাকি ছিল না, তথাপি মালা বন্ধ রাখিয়া ভবতারা বলিল, "বোধ হয় ভুবন বাগদী খাজনা দিতে এসেছে। শক্তি, উঁকি মেরে দেখ্ তো মা, কে ডাকে। ভুবন যদি হয় তো ভেতরে ডেকে নিয়ে আয়।"

গিরিবালা বলিল, "ভুবন নয় দিদি,—বউঠাকরুণ ব'লে ডাকছে।"

ঠিক সেই সময়ে পুনরায় ডাক শোনা গেল, 'বউঠাকরুণ, বাড়ি আছ?" এবার উচ্চতর কণ্ঠে এবং অন্দরের দরজার ঠিক বাহিরে।

নিম্নকণ্ঠে ভবতারা বলিল, "ওমা! এ যে অজু চাটুজ্জের গলা। খাতক নই, তবু ওর ডাক শুনলে বুক কাঁপে। কিসের জন্যে সকালবেলা জ্বালাতে এল, কে জানে!" তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "এস ঠাকুরপো, ভেতরে এস।"

তরকারি ফেলিয়া গিরিবালা ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

বাহির হইতে অজয়নাথ জিজ্ঞাসা করিল, "ভেতরে যাব?"

ভবতারা বলিল, "এস, এস, ভেতরে এস। তুমি ঘরের মানুষ, ভেতরে সবে তা আবার অত জিজ্ঞেস-পড়া কেন? তা ছাড়া, বাইরে লোককে বসাবার ঠাঁই-ই বা কোথায়, বল?"

ততক্ষণে অজয়নাথ অন্দরের উঠানের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; উচ্চকণ্ঠে শক্তিকে ডাকিয়া ভবতারা বলিল, "শক্তি, তোর জেঠামশায়ের জন্যে একটা আসন পেতে দিয়ে যা তো মা।"

বারান্দায় উঠিয়া অজয়নাথ বলিল, "আসনের দরকার নেই বউ-ঠাকরুণ, এ তো খাসা পরিষ্কার জায়গা, আমি মাটিতেই বসছি।"

ব্যস্ত হইয়া ভবতারা বলিল, "ওমা, সে কি কথা! মাটিতে বসবে কি! শক্তি, শীগগির এনে দে মা, একটা আসন।"

আসন লইয়া উপস্থিত হইয়া শক্তি অজয়নাথ যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল তথায় পাতিয়া দিল, তাহার পর ভূমির্নম্র হইয়া অজয়নাথকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

যতক্ষণ দেখা গেল অজয়নাথ নির্নিমেষনেত্রে শক্তির বিকচ দেহ-সৌষ্ঠবের দিকে চাহিয়া রহিল। ঘরের ভিতর শক্তি প্রবেশ করিলে আসন গ্রহণ করিয়া অর্থব্যঞ্জক চক্ষে ভবতারার দিকে সে দৃষ্টিপাত করিল, ভাবটা—তাই তো! যা বলেছিলে ঠিক তাই দেখছি যে!

গিরিবালা দেখিতে না পায় সেইটুকু সতর্কতা অবলম্বন করিয়া ভব-তারাও চোখের ভাষায় উত্তর দিল, দেখলে তো? তারপর প্রকাশ্যে বলিল, "তোমার বাড়ির খবর সব ভাল তো ঠাকুরপো? বড়বউ, ছোট-বউ ভাল আছে?"

অজয়নাথের কণ্ঠস্বরে অভিমানের সুর বাজিয়া উঠিল; বলিল, "আছে কি নেই, সে খবরও তো তুমি একবার গিয়ে নাও না। অথচ দুর্গাদাদার সময়ে আমরা যে চাটুজ্জে মুখুজ্জে দুই পরিবার ছিলাম তা বোঝা যেত না। মনে হ'ত, যেন একই পরিবার দুটো বাড়িতে বাস করছে—সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে। বলি মনে আছে তো?"

পাশাপাশি দুইটা ধানক্ষেতের আল-কাটা লইয়া বহুদিন যাবৎ উভয় পরিবারের মধ্যে যে বিবাদ এবং মনোমালিন্য চলিয়াছিল, সে কথা ভবতারার মনে পড়িয়া গেল; বলিল, "মনে আবার নেই! সবই মনে আছে। তবে আর যেন কিছুই পেরে উঠি নে ঠাকুরপো। মনে হয়, দেহে যে-কটা দিন জীবন আছে, মনের মধ্যে রাধানাথজীকে ধ'রে রাখতে পারলেই বাঁচি। তা ছাড়া আর কিছু চাই নে।"

এইরূপে আরো কিছুকাল কপট আত্মীয়তার মিথ্যা কথোপকথন চলিবার পর আসল কথাটা আসিয়া পড়িল। অজয়নাথ বলিল, "একটা বড় গুরুতর কথা তোমাকে বলতে এসেছি বউঠাকরুণ। ছোটবউমারই

পাস দেয় নি। ঠাকুরপো মেয়েকে ইস্কুলে পড়িয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছে,—তুমিই ভেবে দেখ ঠাকুরপো, মুখখু ছেলের হাতে লেখাপড়া-জানা মেয়েকে কেমন ক'রে দেওয়া যায়!"

ক্ষণকাল নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া গভীর কণ্ঠে অজয়নাথ বলিল, "আমি ভেবে দেখলাম, এ কথাটা তুমি আমাকে না জানালেই ভাল করতে। কারণ, এখন আর আমি কাউকে বলতে পারব না যে, তোমাদের হাতে ভাল পাত্র নেই ব'লে তোমরা বাধ্য হয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছ না। রামগোপাল চাটুজ্জের ছেলেকে সৎপাত্র মনে করে না—এতবড় মাতব্বর আমাদের এ তল্লাটে নেই। অনেক পুণ্যের ফলে সে পাস করে নি, তাই কলকাতার সদাগরি আপিসের কুড়ি টাকা মাইনের চাকরি থেকে বেঁচে গিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি বজায় রাখতে পারবে। রামগোপাল চাটুজ্জের ক্ষেতে কতগুলো কিষাণ কাজ করে, যারা কুড়ি টাকা ক'রে মাইনে পায়, সে খবর নিয়ে এস বউঠাকরুণ।"

অজয়নাথ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর গিরিবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমি প্রার্থনা করি বউমা, তোমার মনোমত পাত্রে তুমি তোমার মেয়েকে যেন অর্পণ করতে পার। আষাঢ় মাসের মধ্যে হ'লে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যেয়ো না, যেখানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাদের বিপদে ফেলতে হয়। আমাকে তোমরা পাঁচজনে সমাজপতি করেছ, তার মানে—আমি তোমাদের হয়ে সমাজের সেবা করব। সে সেবা করতে যদি আমার নিজের ছেলেকেও আঘাত দিতে হয়, তাতেও আমাকে ইতস্তত করলে চলবে না। আচ্ছা, বউঠাকরুণ, এখন আমি চললাম।" বলিয়া অজয়নাথ তাড়াতাড়ি বারান্দা হইতে নামিয়া পড়িল।

ভবতারা বলিল, "এস। কিন্তু মনে রেখো ঠাকুরপো, তুমিই আমাদের ভরসা।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া অজয়নাথ বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

অজয়নাথ চলিয়া গেলে গিরিবালা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "এ তো ভারি অন্যায় কথা দিদি। শক্তি আইবড়ো থাকলে গ্রামের ছেলে-ছোকরাদের অনিষ্ট হবার ভয় আছে, এ কি বিশ্রী কথা! এত বড় কথা ব'লে একটা উত্তর না পেয়ে লোকটা চ'লে গেল?"

কটুকণ্ঠে ভবতারা বলিল, "তা, উত্তর তুই দিলি নে কেন?"

গিরিবালা বলিল, "আমি যদি কথা কইতাম, তা হ'লে নিশ্চয় দিতাম।"

ক্রোধে ভবতারা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "কি উত্তর দিতিস শুনি?"

"বলতাম, গ্রামের ছেলে-ছোকরাদের যাতে অনিষ্ট না হতে পারে তার জন্যে যদি শক্তির তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার দরকার, তা হ'লে ঠিক সেই কারণে অজু চাটুজ্জের সতেরো বৎসরের বিধবা মেয়েরও বিয়ে দেওয়া দরকার।"

এ কথা শুনিয়া ভবতারার ক্রোধকে অতিক্রম করিয়া বিস্ময় দেখা দিল। এত বড় কথার উত্তরে কি বলিবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া তাহার কম্পিত অঙ্গুলির মধ্যে শুধু মালা-জপার গতিই বাড়িয়া গেল।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া গিরিবালা বলিল, "তা ছাড়া, আমরা তো পঞ্চানন গোঁসাইকে সমাজপতি ব'লে জানি। ইনি হঠাৎ আমাদের সমাজপতি ব'লে নিজেকে খাড়া ক'রে ব্যস্ত হয়েছেন কেন?"

ঝঙ্কার দিয়া ভবতারা বলিল, "বেশ তো, পঞ্চানন গোঁসাইয়ের বাড়ি গিয়ে সেই নালিশ তুমি ক'রে এস। কিন্তু এ কথা তোমাকে ব'লে রাখছি ছোটবউ—শ্রাবণ মাস পড়বে, আর আমি এ বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ব। গ্রামে বাস ক'রে. ধোপা নাপিত বন্ধ হবে মুখুজ্জে-

বাড়ির বউ হয়ে এ অপমান আমি সহ্য করব না।" বলিয়া সবেগে নিজ কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল।

বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ মন লইয়া গিরিবালা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর রান্নাঘরে গিয়া দেখিল, শক্তি কুটনা কুটিয়া বসিয়া আছে।

মাতাকে দেখিয়া মৃদু হাস্যের সহিত শক্তি বলিল, "মা, তুমি আজকের ব্যাপার ঠিক বুঝতে পেরেছ তো ?"

শক্তির কথা শুনিয়া বিস্মিত কণ্ঠে গিরিবালা বলিল, "তুই এখান থেকে কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলি নাকি শক্তি ?"

শক্তি বলিল, "না, তা পাই নি। তবে যেটুকু ভূমিকা শুনে এসেছিলাম তাই থেকেই বুঝেছি, জেঠাইমার কাছ থেকে নেমন্তন্ন পেয়ে আজ আমাদের বাড়িতে অজু চাটুজ্জের পায়ের ধুলো পড়েছে। কেন, তোমার এ কথা মনে হয় না ?"

গিরিবালা বলিল, "হঁয়। কিন্তু এখন যে মহা দুর্ভাবনায় পড়লাম শক্তি, জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ, কোথায় যাই বল্ দেখি ?"

গিরিবালার মুখের উপর তাহার অন্তরের সুতীব্র বেদনা এবং উপায়হীনতার ছাপ লক্ষ্য করিয়া শক্তির মুখ সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া, একবার জননীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে বলিল, "মা, তুমি আমার একটা কথা রাখবে ?"

"কি কথা ?"

"নবোর কথায় তুমি রাজি হও।"

শক্তির প্রস্তাব শুনিয়া গিরিবালা এতই বিস্মিত হইল যে, সহসা তাহার মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না। ক্ষণকাল তাহার দিকে অপলকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "এ কথা তোর মুখ দিয়ে বের হতে পারল শক্তি ?"

শক্তি বলিল, "হ্যাঁ মা, তুমি একটু শান্তি পাও। আচ্ছা, এমন ক'রে আর কত অপমান, কত নির্যাতন সইবে বল তো?"

কঠিন স্বরে গিরিবালা বলিল, "কপোতাক্ষর জলে তোকে ফেলে দিয়ে আসব শক্তি, তবু তোকে নবোর হাতে দোব না।"

হাসিয়া শক্তি বলিল, "তবে তাই ফেলে দিয়ে এস।"

ইহার কয়েকদিন পরে ভবতারা-অজয় চক্রান্তের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হইল। সেদিনও বেলা আটটা আন্দাজ অজয়নাথ আসিয়া ভবতারাকে বলিল, "শুভসংবাদ আছে বউঠাকরুণ।"

ঔৎসুক্যের সহিত ভবতারা বলিল, "ছোটবউয়ের ছেলে হয়েছে বুঝি?"

সহাস্যমুখে অজয়নাথ বলিল, "সে শুভসংবাদ আমি জানাতে আসব কেন? তার জন্যে অন্য লোক আছে; আর উপস্থিত তার মাসখানেক বিলম্বও আছে। আমি এসেছি শক্তির বিয়ের কথার সম্পর্কে।"

কপট আনন্দে অযথা উৎফুল্ল হইয়া ভবতারা বলিল, "ভাল পাত্র পেয়েছ বুঝি ঠাকুরপো?"

"পাই নি এখনো, তবে পাবার সুযোগ পেয়েছি।"

"তার মানে?"

"তার মানে, তিরিশে শ্রাবণ দক্ষিণ হরিপুরের রামগোপাল চাটুজ্জের ছেলের সঙ্গে শক্তির বিয়ে স্থির হতে চলেছে ব'লে উপস্থিত তারক মুখুজ্জেদের আমি থামিয়ে দিয়েছি। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে একদিন রামগোপাল চাটুজ্জে এসে শক্তিকে দেখে পছন্দ ক'রে গেলে আর তাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না। তারপর এই দু মাসের মধ্যে অন্য ভাল পাত্র স্থির ক'রে শক্তির বিয়ে দিলে রামগোপাল চাটুজ্জে যে কোনো গোলযোগ করবে না, তার জামিন আমি রইলাম।"

মুখে উৎকট দুশ্চিন্তার চিহ্ন ফুটাইয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া

দ্বিধাকুণ্ঠিত স্বরে ভবতারা বলিল, "কিন্তু তিরিশে শ্রাবণের মধ্যে যদি তেমন কোনো পাত্র স্থির করতে না পারা যায় ঠাকুরপো ?"

অজয় চাটুজ্জে কহিল, "তা হ'লে, এখানকার বাড়িতে তালা চাবি দিয়ে কলকাতায় গিয়ে পাঁচ বছরই হোক আর দশ বছরই হোক, মনোমত পাত্রের জন্যে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থেকো তোমরা,—তারক মুখুজ্জেরা জব্দ হয়ে যাবে।"

ঈষৎ অপ্রতিভ কণ্ঠে ভবতারা বলিল, "তুমি রাগ করছ ঠাকুরপো ?"

অজয়নাথ বলিল, "রাগই যদি ক'রে থাকি তা হ'লে অকা[illegible] করছি কি বউঠাকরুণ ? চার পাঁচ বছর আগে যে মেয়ের বি[illegible] যাওয়া উচিত ছিল, অন্য পাত্রের সন্ধানের জন্যে দু মাসের বেশি সময় পেয়েও রামগোপাল চাটুজ্জের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা ভেবে তোমার মুখ শুকিয়ে উঠছে। কিন্তু এ কথাও তোমাদের ব'লে যাচ্ছি, কাল যদি শোন, অন্য মেয়ের সঙ্গে রামগোপালের ছেলের বিয়ে স্থির হয়ে গেছে, তখন তোমরাই 'হায় হায়' করতে থাকবে। যে মাছটা সহজে জালে পড়ে সেইটেই ছোট হয় কিনা!" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তা হ'লে তারক মুখুজ্জেদের ব'লে দোব কি, রামগোপাল চাটুজ্জের ছেলের সঙ্গে তোমরা বিয়ে দেবে না ?"

গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিবার একটু ভান করিয়া ভবতারা বলিল, "না, এখন উপস্থিত সে কথা ব'লে কাজ নেই। দু মাস সময়ের ব্যবস্থা ক'রে দিলে তো তুমি, দেখাই যাক না এর মধ্যে কতদূর কি হয়ে ওঠে !"

গিরিবালা নিকটেই ছিল,—অজয়নাথ প্রস্থান করিলে ভবতারা বলিল, "শুনলি তো সব ছোটবউ ?"

গিরিবালা বলিল, "শুনলাম।"

ভবতারা বলিল, "যে রকমেই হোক দু মাসের মধ্যে ভাল পাত্র খুঁজে

বার করতে হবে; উঠে প'ড়ে লাগ্।" মনে মনে বলিল, ভালই বল, আর মন্দই বল, পাত্র হচ্ছে নবগোপাল। তা যদি না করতে পারি তা হ'লে আমার নামই নয় ভবতারা। দেখি, তোমারই জেদ বড়, না, আমার!

নিস্পেষণের যন্ত্রে প্যাচ কষা যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে গিরিবালার বাকি ছিল না। ভবতারার কথার আর কোনো উত্তর না দিয়া সে প্রস্থান করিল।

৬

কয়েকদিন পরে একদিন মধ্যাহ্নে শক্তি বারান্দায় মাদুর পাতিয়া ইংরেজী বাংলা কতকগুলা বই লইয়া পড়িতেছিল। সকাল হইতে বৃষ্টি নামিয়াছে। কিছু পূর্বে অল্পক্ষণের জন্য একবার ছাড়িয়াছিল, সেই সুযোগে গিরিবালা কোনো প্রতিবেশিনী বান্ধবীর পীড়িত পুত্রকে দেখিতে গিয়াছে, তাহার পরই চাপিয়া জল আসিয়াছে, হয়তো সে জন্য আসিতে কিছু বিলম্ব হইবে। ভবতারার ঘর ভিতর হইতে অর্গল দেওয়া। গত রাত্রি হইতে হাঁটুতে বাতের বেদনা বাড়িয়া তাহার জরভাব হইয়াছে,—জল-বৃষ্টির ভয়ে সে শয্যাগ্রহণ করিয়াছে।

ইতিহাসোক্ত কোনও ব্যক্তির অপরিসীম অত্যাচার-কাহিনী পাঠ করিয়া শক্তির সমস্ত দেহ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে চড়বড় শব্দে চাহিয়া দেখিল, উঠান দিয়া তাহার দিকে একটি ছাতা অগ্রসর হইতেছে। বৃষ্টির ছাট হইতে দেহের ঊর্ধ্বাংশকে বাঁচাইবার জন্য বাঁকাভাবে ছাতা ধরায় ছত্রাধিকারীর মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু যেটুকু দেখা যাইতেছিল তাহাতেই শক্তি বুঝিল, নবগোপাল। একবার মনে করিল, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু শত্রুর সম্মুখে ভীতি প্রকাশ করিলে শত্রুর সাহস বাড়িয়া

যাইতে পারে, এই ভয়ে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বইয়ের পাতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল।

সটাং আসিয়া নবগোপাল বারান্দায় উঠিয়া পড়িল, তাহার পর খোলা ছাতাটা এক দিকে স্থাপন করিয়া ভঙ্গিমার সহিত বলিল, "কি দুর্য্যুগ রে বাবা! দেবতা যেন ভেঙে পড়েছে!" তাহার পর মাথার উপর হাত বুলাইয়া দেখিয়া বলিল, "ইশ! ছাতাটায় ছেঁদা ছিল, সমস্ত মাথাটা একেবারে ভিজে গিয়েছে। দাও তো, দাও তো গো শক্তি, ঐ গামছাখানা দাও তো, মাথাটা মুছে ফেলি।"

দড়ির আলনায় যে গামছাটা শুকাইতেছিল সেটা শক্তির নিজেরই। নিজের ব্যবহারের গামছাখানা নবগোপালের ব্যবহারে দিতে তাহার মন ঘৃণায় ও বিরক্তিতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি? ভিজা মাথায় কোনো ব্যক্তি গামছা ভিক্ষা করিলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা কঠিন,—তা সে বিবাহের পক্ষে যত অপাত্রই হোক না কেন।

শক্তির হাত হইতে গামছা লইয়া নবগোপাল প্রথমে মাথা মুছিল, তাহার পর হাত এবং পা ভাল করিয়া মুছিয়া গামছাটা শক্তির দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিল, "নাও, দড়িতে ভাল ক'রে মেলে দাও।"

নবগোপালের ব্যবহৃত গামছা হাতে লইতে শক্তির ঘৃণা করিতেছিল; কোনোরূপে তাহার একটা প্রান্ত ধরিয়া সে সেটাকে আলনায় ঝুলাইয়া দিল। নবগোপালের প্রতি তাহার এই ঘৃণা, নবগোপাল দেখিতে কদাকার, সাজসজ্জায় অপরিচ্ছন্ন, অথবা অশিক্ষিত অমার্জিত ব্যক্তি বলিয়াই ঠিক নহে; মনের মধ্যে নবগোপালের প্রতি তাহার যে একটা অপরিমেয় বৈরূপ্য সৃষ্টিলাভ করিয়াছিল, এ তাহারই একটা প্রকাশ। নবগোপাল তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের অভিশাপরূপে দেখা দিয়াছে, নবগোপাল তাহার বর্তমান জীবনের সঙ্কট হইয়া উঠিয়াছে,—সুতরাং নবগোপালের প্রতি তাহার ঘৃণা-বিদ্বেষের অন্ত ছিল না।

বইগুলা গুছাইতে গুছাইতে শক্তি বলিল, "জেঠাইমা বোধ হয় এখনো ঘুমোন নি। আপনি যান না, দোর ঠেলুন—খুলে দেবেন [illegible]। আমি ডেকে দোব?"

শক্তির সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া পড়িয়া নিম্নকণ্ঠে নবগোপাল বলিল, "জোরে কথা ক'য়ো না—জেগে থাকলে শুনতে পাবে।" তাহার পর নিঃশব্দে একমুখ হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার জেঠাইমার জন্যে তো আমার ঘুম হচ্ছে না! এই দুর্যুগে কার জন্যে আমি এসেছি জান?—তোমার জন্যে।"

কঠিন স্বরে শক্তি বলিল, "আমার জন্যে কেন এসেছেন?"

নবগোপাল বলিল, "কেন এসেছি দেখলেই বুঝতে পারবে—দেখাচ্ছি। কিন্তু আগে বল তো গিরিমাসী কোথায়? তিনিও ঘুমিয়েছেন না কি?"

শক্তি বলিল, "না, তিনি ঘুমোন নি।"

"তবে? ঘরে রয়েছেন?"

সত্য কথাটা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা শক্তির ছিল না, কিন্তু মিথ্যা কথা বলিবার অভ্যাসও তাহার নাই। বলিল, "তিনি বেরিয়েছেন,—এখনি আসবেন।"

"যখন আসবেন তখন আসবেন, এখন তো তোমাকে জিনিসটা দেখাই। দুর্যুগ হ'লে কি হয়, বেরিয়েছিলাম মাহিন্দ্র ক্ষণে দেখছি।" বলিয়া নবগোপাল একটা কাপড়ের পুঁটলি খুলিতে আরম্ভ করিল।

ক্রোধে এবং বিরক্তিতে শক্তির মাথার মধ্যে রক্ত চনচন করিয়া উঠিল। যে বিসদৃশ অভিনয় তাহার জেঠাইমা বন্ধ করিল না, এবং তাহার মা বন্ধ করিতে পারিল না, সে স্বয়ং আজ তাহার যবনিকা-পাতে উদ্যত হইয়া অন্তরের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "ও আপনি খুলবেন না, আমি আপনার জিনিস দেখতে চাই নে।"

সবিস্ময়ে শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নবগোপাল বলিল, "কেন?—কেন দেখতে চাও না?"

সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া শক্তি বলিল, "ও-সব বই আমি পড়ি নে। আপনার সে দুখানা বইও আমি পড়ি নি, আজ ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।"

হৃদয়ের দুর্দমনীয় আবেগ-প্রবর্তিত প্রণয়োপহারের সেই অমূল্য বই দুইখানি শক্তি পড়ে নাই শুনিয়া নবগোপাল তীব্র আঘাত পাইল। হতাশাক্লব্ধ কণ্ঠস্বরে বলিল, "পড় নি! পড়লে দেখতে বই দুখানা ভাল। আমার সাতক্ষীরের এক বন্ধুকে দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছিলাম।" তাহার পর অর্ধোন্মোচিত পুঁটলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এ বইখানা কিন্তু খুব ভাল,—পড়ে দেখো না।"

বই আর কিছুতেই লইবে না—সে বিষয়ে শক্তি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিল, "না, ও-বইও ভাল নয়।"

শক্তির কথায় কিঞ্চিৎ উৎসাহ ফিরিয়া পাইয়া নবগোপাল বলিল, "কি বই বল দেখি?"

নাম ধরিয়া নিন্দা করিলে নবগোপালকে নিরস্ত করা সহজ হইবে মনে করিয়া শক্তি বলিল, "আমি জানি,—'দিনে ডাকাতি'।"

নিমেষের মধ্যে নবগোপালের মুখ হইতে উদ্বেগের কালিমা অপসৃত হইল; উল্লসিত কণ্ঠে বলিল, "মোটেই না। 'কলির মেয়ে কমল-কুমারী'।"

আরক্তমুখে শক্তি বলিল, "তা সে যে কুমারীই হোক, ও আমি কিছুতেই নোব না।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা নব-গোপালবাবু, কোন্ অধিকারে আপনি এমন ক'রে আমাকে উপহার দিতে আসেন বলুন দেখি?"

অদূরভবিষ্যতে যে ব্যক্তি স্বামীপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাকে নাম

ধরিয়া এবং নামের সহিত 'বাবু' সংযুক্ত করিয়া ডাকিতে শুনিয়া নব-গোপাল আহত হইল। কিন্তু সে বিষয়ে উপস্থিত কোনো প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, "কোন্ অধিকারে কি বলছ গো? এই শেরাবোন মাসে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, আর বলছ—কোন্ অধিকারে?"

চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া শক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে না, কিছুমাত্র তার সম্ভাবনা নেই জানবেন।"

নবগোপালের মুখে নিশ্চিন্ততার হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "তুমি জান না ব'লে বলছ—নেই; আছে,—খুব আছে। তোমাদের গাঁয়ের অজয় চাটুজ্জে আমার বাবাকে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের জন্তে লিখে-ছিল। বাবা আর মা পনরো আনা রাজি হয়েছে;—আমি তো আঠারো আনা। আসছে শুক্রবারে বাবা তোমাকে দেখতে আসবে, আর সেই দিনই আমাদের বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাবে। তবু বলছ, অধিকার নেই?"

কঠোর স্বরে শক্তি বলিল, "আপনার বাবাকে আসতে মানা ক'রে দেবেন। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না।"

নবগোপালের মুখে পুনরায় উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিল; বলিল, "আমার বাপ-মাকে যখন রাজি করিয়েছি, তখন আর বাধা কি?"

"তবু বাধা আছে।"

"কি বাধা?"

রূপ এবং গুণের হিসাবে শক্তি নবগোপালকে নিজের পক্ষে অপাত্র বলিয়া মনে করে, সে কথা স্পষ্ট করিয়া মুখের উপর বলিতে সে ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ করিল। কি ভাবে নবগোপালের প্রশ্নের উত্তর দিলে অসৌজন্য নিতান্ত নিষ্ঠুর হইবে না, সহসা তাহা ভাবিয়া না পাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

মৌন লজ্জার লক্ষণ মনে করিয়া নবগোপাল বলিল, "বলতে লজ্জা করছে?"

উত্তরে 'না' অথবা 'হাঁ'—কোন্‌টা বলিলে পরবর্তী কথোপকথনে সুবিধা হইবে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া শক্তি বইগুলা লইয়া নীরবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

নবগোপালের মনে সংশয় বাড়িয়া উঠিল। 'কলির মেয়ে কমল-কুমারী'তে সে পড়িয়াছে, লেখাপড়া-জানা মেয়েরা অনেক সময়ে নিজেদের বিবাহ নিজেরা ঠিক করে। বলিল, "তুমি কোথাও তোমার বিয়ে ঠিক করেছ না কি?"

নবগোপালের প্রশ্নের মধ্যে আত্মরক্ষার একটা দিক দেখিতে পাইয়া মৃদুস্বরে শক্তি বলিল, "করেছি।"

"করেছ? কোথায় করেছ?"

"কলকাতায়।"

ব্যস্ত হইয়া নবগোপাল বলিল, "আহা-হা, তা বলছি নে। কার সঙ্গে করেছ, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া শক্তি বলিল, "তাঁকে আপনি চিনবেন না।"

"পাস-করা পাত্তোর?"

"পাস-করা।"

"ক-টা পাস?"

"চারটে।"

"বাবা!"

ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিয়া নবগোপাল বলিল, "পাত্তোর দেখতে কেমন? ভাল?"

"ভাল।"

"বড়মানুষ?"

"জমিদার।"

"কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে?"

"একরকম পাকাপাকিই।"

"সত্যি বলছ? আচ্ছা, গা ছুঁয়ে দিব্যি কর।" বলিয়া শক্তির হাতের দিকে নবগোপাল নিজের হাত বাড়াইয়া দিল।

হাত সরাইয়া লইয়া শক্তি বলিল, "আমি দিব্যি করি নে।"

প্রতিযোগিতায় জয়লাভের কোনো সম্ভাবনা নাই দেখিয়া নবগোপালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। যে দিকটা সে পরীক্ষা করিতে যায়, সেই দিকটাই অপরাজেয়। বিদ্যার দিকটা যেন একেবারে অথই সাগর! একটা পাসের গভীরতা যাহাকে ডুবাইয়া মারে, চারটা পাস তো তাহার পক্ষে বিভীষিকা! তাহার পর, অর্থের দিকটাই কি সামান্য? যে জমি-জমার গৌরবে তাহারা পাঁচজনের কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়া বেড়ায়, এক-একটা জমিদারি তেমন কত-শত জমিজমা গিলিয়া খায় তাহার ধারণাই সে করিতে পারে না। তাহার পিতা মাসে মাসে তিন কম তিন কুড়ি টাকা 'পেনসোন' পাইয়াও যে জমিদার-বাড়িকে সসম্ভ্রমে 'বাবুদের বাড়ি' বলিয়া উল্লেখ করে, সেই জমিদারি কি সহজ কথা!

নবগোপালের নীরব নিস্তেজ ভাব দেখিয়া মনে মনে সাহস পাইয়া শক্তি বলিল, "সব কথা শুনলেন তো এখন বলুন দেখি, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে?"

তালুর সহিত জিহ্বার যোগে অননুমোদনসূচক এক প্রকার শব্দ বাহির করিয়া নবগোপাল বলিল, "রামচন্দোর! তাই কখনো হয়! বিয়ের কথা পাকাপাকি হওয়া এক রকম তো বিয়ে হওয়াই। কি বল?"

মৃদুস্বরে শক্তি বলিল, "তাই তো।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিষণ্ণস্বরে নবগোপাল বলিল, "মনটা কিন্তু খারাপ হয়ে গেল শক্তিরাণী! সব যেন কেমন উদাস উদাস লাগছে।"

নবগোপালের অন্তরের বেদনার পরিচয় পাইয়া শক্তি মনে মনে একটু ব্যথিত হইয়া বলিল, "এর জন্তে আর তুঃখ কি ? আপনার কত ভাল বউ হবে।"

অপ্রত্যয়ের মৃদু হাসি হাসিয়া নবগোপাল বলিল, "দূর ! তাই কি কখনো হয় ! বললে হয়তো পেত্যয় যাবে না শক্তি, তোমার মত সোন্দোর মেয়ে, সাতক্ষীরে তো সাতক্ষীরে, সমস্ত খুলনে জেলায় আর একটা আছে কি-না সন্দেহ। তবে হ্যাঁ, ছিল বটে একটা মেয়ে রাউলপিণ্ডিতে —কিন্তু তোমার মতন কি-না,— আচ্ছা, একবার চেয়ে দেখ তো আমার দিকে।"

সমবেদনায় এবং কৃতজ্ঞতায় শক্তির মন দ্রবীভূত হইয়াছিল, নবগোপালের অনুরোধ পালন করিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল।

শক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "রামচন্দোর ! তোমার চোখ তুটোর বাহার কি চমৎকার ! তার চোখ তুটো একটু কুৎকুতে।" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তবে একটা কথা তোমাকে বলি, কাউকে যেন ব'লো না। তোমার সঙ্গে বিয়ের কথায় লোভও হ'ত, ভয়ও করত। বেশি লেখাপড়া জানা সুন্দরী মেয়েরা সোয়ামীকে তুচ্ছোতাচ্ছিল্যো করে। 'কলির মেয়ে কমলকুমারী' তাই করত। বইখানা তুমি প'ড়ে দেখলে না,—ভাল বই, অনেক শিক্ষে হ'ত।"

সন্ধির মৈত্র অবস্থাকে উপস্থিত কোনো প্রকারে ক্ষুণ্ণ করিতে শক্তির ইচ্ছা হইল না ; বলিল, "আচ্ছা দিন, প'ড়ে দেখব।"

সোৎসাহে বইখানা পুঁটলির ভিতর হইতে বাহির করিয়া নবগোপাল একটা পাতা খুলিয়া শক্তির সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "এই ছবিখানা দেখ। কমলকুমারীর সোয়ামী কমলকুমারীর জুতোর ফিতে বেঁধে দিচ্ছে।

কমলকুমারী মেয়ে-ইস্কুলে পড়াতে যাবে। আচ্ছা, বিয়ে হ'লে তুমি বোধ হয় এ রকম আচ্‌রণ করবে না, না ?"

মাথা নাড়িয়া শক্তি জানাইল, কমলকুমারীর মত অবৈধ আচরণ সে করিত না।

নবগোপাল বলিল, "তা আমি জানি। তুমি ইংরিজি পড়েছ, কিন্তু লোক তো খারাপ নও। ভাল লোক।"

নবগোপালের দিকে একবার সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া শক্তি বলিল, "আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে নবগোপালদাদা।" তাহার পর অনুরোধের কথাটা উপস্থিত বন্ধ রাখিয়া বলিল, "এবার থেকে আমি আপনাকে নবগোপালদাদা ব'লে ডাকব। কেমন ?"

একটু ক্ষুব্ধভাবে নবগোপাল বলিল, "সে গুড়ে যখন বালি, তখন কি আর করবে, দাদা ব'লেই ডেকো। কিন্তু দেখ, বাবু ব'লে ডেকো না। একটু আগে যখন বাবু ব'লে ডেকেছিলে, বেজায় খারাপ লেগেছিল। তুমি কি ব্যাটাছেলে যে, আমাকে বাবু ব'লে ডাকবে ?"

এ যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে কোনো প্রকার তর্ক না তুলিয়া শক্তি বলিল, "দেখুন, আপনার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, আমার যে বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে, তা কাউকে বলবেন না।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবগোপাল বলিল, "সব্বনাশ! সে কথা কখনো বলে ? তোমার ঐ যে ভাবতারা জেঠি—মনে ক'রো না খুব সুবিধের লোক। ভয়ানক দজ্জাল মেয়েমানুষ। জানতে পারলে তোমাদের কিছু না জানিয়ে ভেতরে ভেতরে সব ঠিক ক'রে একদিন জোর ক'রে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিইয়ে দেবে। আমি যে সব জানি, অজয় চাটুজ্জের সঙ্গে ওর যড়। হঠাৎ একদিন দেখবে, সকালবেলা তোমার গায়ে-হলুদ হয়ে গেল—সন্ধ্যেবেলায় বিয়ে। এই নির্বান্ধব ভুঁয়ে তোমরা দুজনে কি করবে বল ?"

নবগোপালের কথা শুনিয়া শক্তি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। বলিল, "এখন তো আর সে রকম কিছু করতে পারবে না ?"

সদর্পে নবগোপাল বলিল, "ক্ষেপেছ ? আমি রাজি না হ'লে কার সাধ্যি বিয়ে দেয় ! আমি কি অজয় চাটুজ্জের খাতক, না, প্রজা ?" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

"কিন্তু অন্য পাত্রের সঙ্গে যদি চেষ্টা করে ?"

"আমাকে জানিয়ো, এমন ভাংচি দিয়ে দোব যে, বিয়ে করা তো দূরের কথা, এ তল্লাটে কেউ তোমাকে ছোঁবেও না। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাব।"

বর্ষা-বাদলের দিন,—পথে সন্ধ্যা হইয়া গেলে অন্ধকারে পথ চলিতে কষ্ট হইবে বলিয়া নবগোপাল উঠিতে চাহিল।

শক্তি বলিল, "কখন্ বেরিয়েছেন, একটু জল খেয়ে যান নবগোপাল-দাদা।"

নবগোপাল আপত্তি করিল, কিন্তু শক্তি কিছুতেই শুনিল না। বারান্দায় আসন পাতিয়া জল দিয়া খাবার আনিতে গেল।

নবগোপাল বলিল, "আবার ঠাঁই করছ কেন, হাতেই একটু কিছু দাও না।"

শক্তি সে কথা শুনিল না, একটা কাঁসার রেকাবে চারখানা পরোটা এবং গোটাকয়েক নারিকেল-নাড়ু আনিয়া আসনের সম্মুখে স্থাপন করিল।

আসনে বসিয়া নবগোপাল আহার করিতেছে, এবং শক্তি নিকটে বসিয়া একখানা পাখা লইয়া মাছি তাড়াইতেছে, এমন সময়ে অঙ্গনে প্রবেশ করিল গিরিবালা। ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া একটু দাঁড়াইল। তাহার পর শক্তির আকৃতি ও আচরণ হইতে এ কথা বুঝিল যে, ব্যাপারটার মধ্যে বিস্ময়ের কারণ যত বেশিই থাকুক না কেন,

চিন্তার কারণ নাই। নিকটে আসিয়া [illegible] মিলাইয়া বলিল, "এই যে নবগোপাল! কতক্ষণ এসেছ বাবা?"

নবগোপাল হাসিয়া বলিল, "তা অনেকক্ষণ। এই দেখ মাসিমা, শক্তি কিছুতেই ছাড়লে না,—এত্ত খাবার খাইয়ে দিলে।"

স্মিতমুখে গিরিবালা বলিল, "সে তো ভালই করেছে। তুমি ঘরের ছেলে, একটু খাবার খাবে না?"

শক্তি বলিল, "জেঠাইমার শরীর খারাপ শুনে তাঁকে ঘুম থেকে না তুলেই নবগোপালদাদা বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় ওঁকে কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দিতে কি পারি?"

গিরিবালা বলিল, "তাই কখনো হয়! আচ্ছা, তোমরা ব'সো, কাপড়টা বদলে আমি আসছি।"

গিরিবালা প্রস্থান করিলে নবগোপাল মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সব কথা গিরিমাসিকে বলব নাকি শক্তি?"

শক্তি বলিল, "অত কথা বলতে গেলে আপনার দেরি হয়ে যাবে। পরে আমি সুবিধেমত সব বলব অখন।"

নারিকেল-নাড়ু খাইতে খাইতে নবগোপাল বলিল, "এমন সুন্দর নারকল-নাড়ু করেছ, কিন্তু খেতে তেমন মিষ্টি লাগছে না।"

সকৌতূহলে শক্তি বলিল, "কেন?"

নবগোপাল বলিল, "মনটা কেমন উদাস উদাস লাগছে! আজ যদি এমন না হয়ে অন্যরকম হ'ত, তা হ'লে কত মিষ্টি লাগত এই নারকল-নাড়ু বল দিখিনি?"

শক্তি দেখিল, নবগোপালের দুই চক্ষু চকচক করিতেছে। ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে নবগোপালও দেখিত, শক্তির চক্ষু দুটিও চকচকে হইয়া উঠিয়াছে। পরাজিত আত্মসমর্পিত শত্রুর প্রতি মানুষের এমনিই তো সমবেদনা হয়। এ ক্ষেত্রে আবার শত্রু হইয়াছে মিত্র।

গিরিবালা আসিলে নবগোপাল আহার শেষ করিয়া অল্পক্ষণ কথা-বার্তার পর প্রস্থান করিল।

ঔৎসুক্যসহকারে গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিল, "নবগোপালকে খাবার খাওয়াচ্ছিস, দাদা ব'লে ডাকছিস। ব্যাপার কি রে শক্তি?"

শক্তি হাসিয়া বলিল, "সে অনেক কথা মা, পরে সব তোমাকে বলব।"

"ও-বইখানা কি বই?"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "কলির মেয়ে কমলকুমারী।"

"কে দিয়েছে? নবো?"

"হ্যাঁ। কিন্তু এবার থেকে আর নবো নয় মা। তুমি বলবে নব-গোপাল, আর আমি বলব নবগোপালদাদা।" বলিয়া শক্তি হাসিতে লাগিল।

গিরিবালা বলিল, "কি জানি বাবু, তোদের কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝতে পারি নে। আমি চললুম একটু শুতে, শরীরটা তেমন ভাল বোধ হচ্ছে না।"

"কেন মা, জ্বর আসছে না কি?

"না, জ্বর নয়,—মাথাটা একটু ঘুরছে।"

"যেখেনে-সেখেনে কষ্ট ক'রে শুয়ো না। চল, আমি তোমার বিছানা ক'রে দিইগে।" বলিয়া শক্তি তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

৭

সন্ধ্যার পর গিরিবালার কম্প দিয়া জ্বর আসিল, এবং মাঝে মাঝে বুকের সেই পুরাতন অসুখটা দেখা দিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও তাহার নিদ্রা হইল না। শক্তিও যন্ত্রণাকাতর জননীর শিয়রে

বসিয়া নিরবচ্ছিন্ন জাগিয়া রাত্রি কাটাইল। প্রত্যুষের দিকে, সম্ভবত যন্ত্রণার উপশম হইয়া, গিরিবালা একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

পাড়ার এক কৃষক-রমণীর গৃহে উপস্থিত হইয়া শক্তি ডাকিল, "হরির মা, ও হরির মা, বাড়ি আছ?"

গৃহাভ্যন্তর হইতে উত্তর আসিল, "আছি। কে? শক্তিদিদিমণি না কি?"

শক্তি বলিল, "হ্যাঁ। একবার বেরিয়ে এস, বড় দরকার।"

দ্বার খুলিয়া হরির মা বাহিরে আসিয়া শক্তির অনিদ্রা-মলিন উৎকণ্ঠিত মূর্তি দেখিয়া উদ্বিগ্নস্বরে বলিল, "কি দিদিমণি? ছোটমা ভাল আছেন তো?"

মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "না, মার বড় অসুখ। তুমি এখনি এক-বার কবরেজ মশাইকে ডেকে দিতে পারবে হরির মা?"

হরির মা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তা আর পারব না দিদিমণি? এক্ষুনি দিচ্ছি। আমরা তোমাদের দাস-দাসী, তোমাদের আশ্রয়ে আছি,—যা হুকুম করবে তাই করব। কিন্তু কি অসুখ দিদিমণি? জ্বর?"

"জ্বর তো বটেই, তার ওপর বুকের অসুখ।"

"আচ্ছা, এখনি আমি ডেকে আনছি।"—বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হরির মা বলিল, "হ্যাঁ দিদিমণি, কাল রাতে একেবারে ঘুমোও নি বুঝি?"

শক্তি কিছু বলিল না, শুধু তাহার ওষ্ঠাধারে ক্ষীণ হাস্যরেখা স্ফুরিত হইল।

হরির মা বলিল, "দেখ দেখি, অমন চাঁদপানা মুখে একেবারে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে! আমাকে কেন ডাকলে না দিদিমণি? আমি ছোটমার সেবা করতাম।"

শক্তি বলিল, "তুমি সারাদিন খেটেখুটে আবার রাত্রি জাগবে কেমন ক'রে হরির মা?"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হরির মা বলিল, "ওমা, শোন একবার দিদিমণির কথা! দিনে খাটি ব'লে দরকার পড়লে তোমাদের সেবায় রাত্তির জাগব না? তোমার মা তো দেবতা-মানুষ দিদিমণি, পুণ্যি থাকলে সেবা করতে পাব। আজ যদি দরকার হয় নিশ্চয় ডেকো।"

শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির প্রাণখোলা কথার কৃতজ্ঞতায় শক্তির দুই চক্ষু ভিজিয়া আসিয়াছিল। জননীর সম্বন্ধে কোন প্রশংসা শুনিলে তাহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠে। "আচ্ছা, দরকার হ'লে তোমাকে ডাকব হরির মা।"—বলিয়া সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

কবিরাজ যখন আসিল তখন গিরিবালার নিদ্রা ভাঙিয়াছে। কবিরাজ আসিয়াছে শুনিয়া গিরিবালা অসন্তুষ্ট হইল। অপ্রসন্ন নেত্রে শক্তির প্রতি চাহিয়া বলিল, "এই রকম ক'রে অনর্থক টাকাগুলো নষ্ট করলে সংসার কেমন ক'রে চলবে বল্ দেখি?"

গিরিবালার শয্যা গুছাইয়া দিতে দিতে মুখ না তুলিয়াই শক্তি বলিল, "অনর্থক কেন মা? এমন ক'রে তুমি অসুখে প'ড়ে থাকলেই বা সংসার কেমন ক'রে চলবে বল?"

বিরক্তিভরে গিরিবালা গজগজ করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে শক্তির সহিত কবিরাজ প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ হস্ত শক্তির দিকে প্রসারিত করিয়া বলিল, "আমার ভিজিটটে মা-লক্ষ্মী?"

কবিরাজের অর্থগৃধ্নুতা এবং চক্ষুলজ্জাহীনতা দেখিয়া শক্তি বিরক্তি বোধ করিল। কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া আলমারি খুলিয়া কৌটা হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া কবিরাজের হস্তে দিল। টাকাটা লইয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া কবিরাজ উভয় দিক পরীক্ষা করিল, নখ দিয়া রেখাঙ্কিত দিকটার রেখাগুলা অনুভব করিয়া দেখিল, তাহার পর মেঝের

উপর টাকাটা ফেলিয়া শব্দ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "তোমাদের মতন ঘরে ভিজিট পরে নিতেও কোনো ক্ষতি নেই মা,—কিন্তু সেই যে পীতম্বর সার বাড়িতে বড় ঠকানটা ঠ'কে শপথ করেছি, তারপর থেকে ভিজিট আদায় না ক'রে নাড়ি ছুঁই নে। নাড়ি দেখতে দেখতে পীতম্বর সার শাশুড়ী দুবার খাবি খেয়ে চোখ বুজল,—বাস্, আর ভিজিট দেবে না। বলে কি-না, দানই যখন হ'ল না তখন দক্ষিণে আবার কি! মরা গরু কি দুধ দেয়? শোনো একবার কথা! মরল তো শাশুড়ী, তবে পীতম্বর সা দুধ দেবে না কেন? খাবার নিয়ে যেতে যেতে চিলে ছোঁ মারলে ময়রা পয়সা ছেড়ে দেয় না-কি? সেই দিন সেইখানে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, এর পর থেকে আগে কড়ি তারপর নাড়ি।"—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কবিরাজের কাহিনী এবং কৈফিয়ৎ শুনিয়া শক্তির মনের মধ্যে বিরক্তি বাড়িয়াই গেল। নীরবে গম্ভীরমুখে সে মাতার শয্যাপার্শ্বে কবিরাজের বসিবার জন্য একটা কাঠের টুল স্থাপন করিল।

টুলের উপর বসিয়া গিরিবালার নাড়িতে হাত দিয়া কবিরাজের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল মনোযোগসহকারে নাড়ি পরীক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ক-দিন জ্বর হয়েছে?"

শক্তি বলিল, "কাল সন্ধ্যে থেকে।"

"এক রাত্রেই নাড়ির অবস্থা এ রকম?"—বলিয়া রোগ সম্বন্ধে কতকগুলা প্রশ্ন করিয়া বাহিরে আসিয়া কবিরাজ শক্তিকে বলিল, "তোমার মার ব্যাধি কঠিন। প্রাণের আশঙ্কা আছে।"

শুনিয়া সন্ত্রাসে শক্তির হাত-পা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। বাঁ হাত দিয়া দেওয়াল ধরিয়া কম্পিত দেহকে খাড়া রাখিয়া ভীতিপাংশু মুখে সে কবিরাজের মুখের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; তাহার পর বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আপনি ভাল ক'রে চিকিৎসা করুন কবরেজ মশায়,—

যা খরচ লাগে আমরা দেব। মাকে ভাল ক'রে দিতেই হবে।" শক্তির দুই চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া একরাশ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

কবিরাজ বলিল, "চেষ্টা তো প্রাণপণে করব,—তারপর তোমার মার অদৃষ্ট আর কবিরাজের হাতযশ।"

শুনিয়া উপরে বিধাতাপুরুষের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। গিরিবালার আরোগ্যলাভ ব্যাপারে তাঁহার মহিমার এতটুকু অংশ নাই!

প্রস্থানোদ্যত হইয়া কবিরাজ বলিল, "উপস্থিত ওষুধে সাড়ে তিন টাকা পড়বে। সব দামি ওষুধ। দামটা একটু গিগগির পাঠিয়ে দিয়ো মা-লক্ষ্মী, ওষুধ তৈরি করতে সময় লাগবে।"

কবিরাজের কথা হইতে শক্তি বুঝিল, যতক্ষণ কবিরাজের হাতে ঔষধের দাম না পৌছাইতেছে ততক্ষণ ঔষধ তৈরি করা আরম্ভ হইবে না। সে বলিল, "ওষুধের দামটা আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি কবরেজ মশায়, আপনি গিয়েই ওষুধ করতে আরম্ভ ক'রে দিন। একটু পরে আমি কাউকে ওষুধ আনতে পাঠিয়ে দেব।"

কয়েক পদ ফিরিয়া আসিয়া কবিরাজ বলিল, "আচ্ছা, তাই ভাল। আধঘণ্টাটাক পরে লোক পাঠিয়ো।"

শক্তি চারটা টাকা আনিয়া কবিরাজের হাতে দিয়া বলিল, "আপনার কাছে আট আনা পয়সা হবে কি?"

হাসিয়া কবিরাজ বলিল, "তোমাদের বাড়িই তো প্রথম এসেছি মা, পয়সা সঙ্গে নেই। আচ্ছা, ওষুধের অনুপান তোমরা সংগ্রহ করবে, না, আমিই পাঠিয়ে দোব? একটু গোলমেলে অনুপান আছে কিন্তু।"

অনুপান সংগ্রহ করিতে গেলে ঔষধ খাওয়াইতে বিলম্ব হইয়া যাইবে; তা ছাড়া, সব অনুপান ঠিকমত জোগাড় করিতে পারিবে কি-না, এই সব মনে করিয়া শক্তি বলিল, "অনুপান আপনিই পাঠিয়ে দেবেন।"

কবিরাজ বলিল, "তা হ'লে ঠিকই হয়েছে,—ও আট আনা অনুপানের চার্জে কাটান যাবে। কি বল ?"

সুবিধা পাইলেই কবিরাজ ভিজিট, চার্জ প্রভৃতি সযত্নে সংগ্রহ করা কয়েকটি ইংরেজী কথা ব্যবহার করে। সে মনে করে, এই কথাগুলি ব্যবহার করিলে অশিক্ষিত গ্রামবাসীর মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক করা যায়।

শক্তি দেখিল, অনুপানের ছল করিয়া যে আট আনার পয়সা কবিরাজ গলাধঃকরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা আর কোনো প্রকারেই সম্ভব হইবে না। বলিল, "আচ্ছা, তাই করবেন।"

টাকাগুলা পূর্ববৎ পরীক্ষা করিয়া লইয়া 'দুর্গা শ্রীহরি' বলিয়া ট্যাকে গুঁজিতে গুঁজিতে প্রসন্ন চিত্তে কবিরাজ প্রস্থান করিল।

ঘরের ভিতর শক্তি প্রবেশ করিতেই গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিল, "কবিরাজ কি বললে রে শক্তি ? বললে, অসুখ শক্ত, আমি বাঁচব না, না ?"

যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া শক্তি বলিল, "তা কেন মা ? ভাল ক'রে চিকিৎসা হ'লে তুমি শিগগির ভাল হয়ে উঠবে। উনি ভাল ওষুধ দেবেন বলেছেন।"

শক্তি যে প্রশ্নের যথোচিত উত্তর এড়াইয়া গেল তাহা উপলব্ধি করিয়া গিরিবালা বুঝিল, তাহার অসুখ কঠিন। ভবিষ্যতের কঠোর দুশ্চিন্তায় তাহার মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না; কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা অতর্কিতে দুই চক্ষুর পাশ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

দেখিতে পাইয়া শক্তি তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছাইয়া দিয়া আর্তকণ্ঠে কহিল, "মা, তুমি কাঁদছ ?"

কন্যার মস্তকে সস্নেহে হাত রাখিয়া গিরিবালা বলিল, "কাঁদছি নে, ভাবছি। নিজের জন্যে ভাবছি নে শক্তি, তোর জন্যেই ভাবছি। মরণ

তো আছেই একদিন, সে জন্যে ভাবি নে। আমি না থাকলে তোর কি দুরবস্থা হবে, সে ভাবনায় আমার বেঁচেও সুখ নেই।"

দুই বাহু দিয়া জননীকে জড়াইয়া ধরিয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে শক্তি বলিল, "না মা, তুমি ও-সব কথা ব'লো না। ও-সব কথা তুমি ভেবো না মা। তুমি দেখো, আমি নিশ্চয় তোমাকে ভাল ক'রে তুলব। তা যদি না পারি, তা হ'লে—"

তাহা হইলে কি হইবে তাহা ভাবিতে এবং বলিতে না পারিয়া শক্তি নিঃশব্দে গিরিবালাকে আরও একটু দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু গিরিবালা সেই কথা ভাবিয়াই বলিল, "হ্যাঁ রে শক্তি, অশোককে যে চিঠি দিয়েছিলি সে আজ ক'দিন হ'ল?"

একটু ভাবিয়া শক্তি বলিল, "দিন দশ-বারো হবে।"

"সে চিঠি ঠিক গেছল তো? সে একটা তার উত্তুর পর্যন্ত দেবে না, এ কি সম্ভব? ডাক-বাক্সয় কে চিঠি ফেলেছিল?"

শক্তি বলিল, "তা তো বলতে পারি নে মা, মোক্ষদাকে দিয়েছিলাম, সে কাকে দিয়েছিল তা জানি নে।"

মনে মনে একটু কি ভাবিয়া গিরিবালা বলিল, "অশোককে আর একখানা চিঠি দে শক্তি। যদি পারে তো একবার যেন এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে।"

শক্তি বলিল, "আরও দু-চার দিন দেখে তারপর দিলেই হবে মা। এ পাড়াগাঁ থেকে চিঠি যেতে-আসতেই তো পাঁচ-সাত দিন লাগে। তারপর, চিঠি পেয়েই অশোকদাদা যে উত্তুর দেবেন, তারই বা কি ঠিক আছে!"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া গিরিবালা বলিল, "আচ্ছা, তাই না-হয় দু-চার দিন পরেই দিস।" মনে মনে বলিল, "কিন্তু বেশি বিলম্ব সইবে কি-না তা বলতে পারি নে।"

এ চিঠি অবশ্য সেই চিঠি, যাহা ভবতারার হাতে পড়িয়া যথাস্থানে পৌঁছাইতে পারে নাই।

শক্তি বলিল, "মা, চুপ ক'রে শুয়ে থাক, উঠো না। হরির মাকে ওষুধ আনতে পাঠিয়েই আমি আসছি।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

৮

শুক্রবারে রামগোপাল চাটুজ্জে আসিয়া শক্তিকে দেখিয়া বিবাহের কথা পাকা করিবার কথা ছিল, বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরে নবগোপাল আসিয়া উপস্থিত হইল। নবগোপালকে দেখিয়া ভবতারা বলিল, "কি রে নবো, তুই আজ এলি, চাটুজ্জে মশাই কাল আসছেন তো ?"

নবগোপাল মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আসবেন না। তোমার চাটুজ্জে মশায় পেছিয়েছেন।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভবতারা বলিল, "পেছিয়েছেন ? কেন, পেছোবার এতে কি আছে তাঁর ?"

নবগোপাল মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "কি যে বল মাসিমা, ওই খিরিষ্টান মেয়ে নিয়ে আমাদের মত গেরোস্তো মানুষের ঘর করা কি চলে ?"

নবগোপালের কথায় ভবতারা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, "খিরিষ্টান কি রকম ? বামুনের মেয়ে, আচার-নিয়ম মেনে চলে, আমার দেওরঝি, সে হ'ল খিরিষ্টান ?

নবগোপালের বেশ মনে আছে, কতদিন শক্তি ও তাহার মাতার আচরণকে ভবতারা 'খিরিষ্টানি চাল' বলিয়া তীব্র নিন্দা করিয়াছে। সে আশা করিয়াছিল, শক্তির বিয়য়ে সেই আপত্তি তুলিলে ভবতারা হয়তো বিশেষ কিছু প্রতিবাদের পথ খুঁজিয়া পাইবে না,—কিন্তু এখন ভবতারাকে একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিতে শুনিয়া সে বুঝিল যে, ইহা স্বার্থের

সেই শ্রেণীর বাণী যাহা প্রয়োজন হইলে, উত্তরকে দক্ষিণ বলিতেও দ্বিধা বোধ করে না। ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে সে বলিল, "খিরিষ্টান বলছি ব'লে কি সত্যিই খিরিষ্টান ? তা নয়। তবে ও-মেয়ে আমাদের বাড়ি গিয়ে যখন ইংরিজিতে গ্যাডম্যাড করবে তখন, আমার কথা ছেড়ে দাও, তোমার চাটুজ্জে মশায়ই ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না-কি ? এক সঙ্গে ঘর করছি, তোমার চাটুজ্জে মশায়ের বিদ্যে জানতে আমার তো বাকি নেই। ঠিক দিয়ে আর সই মেরে চাকরি ক'রে এসেছেন, ইংরিজিতে একখানা চিঠি এলে চক্ষু চড়কগাছ হয়।"

অন্য সময় হইলে পিতৃ-শ্রদ্ধার এমন চমৎকার নমুনা দেখিয়া ভবতারা নিশ্চয়ই পুলকিত হইত, কিন্তু এখন তাহার মানসিক অবস্থা তিক্ত হইয়া রহিয়াছে ; বিরক্তিভরে বলিল, "বাজে বকিস নে নবো। ও আমাদের বাড়িতে ইংরিজিতে কত গ্যাটম্যাট করে শুনি ? যখন বই পড়ে তখনো ঘাড়টি গুঁজে মনে-মনে পড়ে,—ইংরিজি পড়ছে, না, বাংলা পড়ছে তা বোঝাই যায় না, তা বলে কি-না—গ্যাটম্যাট করবে !"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নবগোপাল বলিল, "তুমি জান না মাসিমা, দুষ্টু ঘোড়া আস্তাবলে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু গাড়িতে জুতলেই লাথ ছোঁড়ে। ও তোমার ভয়ে এখানে চুপ ক'রে আছে, আমাদের বাড়ি গিয়ে ভিন্ন মূর্তি ধরবে।"

ঠিক সময় বুঝিয়া গিরিবালার কঠিন অসুখ হইয়া শক্তির বিবাহ-চক্রান্তে একটা অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় ভবতারার মনটা এমনই বিগড়াইয়া ছিল, তাহার উপর নবগোপালদের অনিচ্ছা ও আপত্তির কথা শুনিয়া সে আর মনের স্থৈর্য রাখিতে পারিল না ; অপ্রসন্ন মুখের মধ্যে একটা কঠিন ভাব আনিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "কেউ কারো কিছু ক'রে দিতে পারে না রে নবো, সবই অদেষ্টে করে। নইলে তোর পক্ষে তো রাজকন্যে আর অর্ধেক রাজত্বই হচ্ছিল, তোদের হঠাৎ এমন দুর্মতিই বা হবে কেন ?

স্বয়ং মহাদেবই পারেন নি, মোহরের থলির কাছাকাছি এসে শখ ক'রে কানা হয়ে এড়িয়ে চ'লে গেল,—তা আমি তো কোন্ ছার!”

কাহিনীটা নবগোপালের জানা ছিল না, তাই আংশিক উল্লেখে ঠিক মর্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। বলিল, “কানা-খোঁড়ার কথা জানি নে মাসিমা, কিন্তু ও যা বলেছ—লাক কথার এক কথা। অদেষ্টে না থাকলে কিছুতেই হবার জো নেই।”

নবগোপালের সহিত কোনো বিষয়েই মতের ঐক্য বরদাস্ত করিবার মত তখন ভবতারার মনের অবস্থা নহে,—ঝঙ্কার দিয়া বলিল, “অদেষ্টো আবার কি! আমি চতুদ্দিক আট-ঘাট বেঁধে সমস্ত ঠিক করলাম, তোরা ইচ্ছে ক'রে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবি, তার অদেষ্টো!”

নবগোপালের একবার ইচ্ছে হইল বলে—লক্ষ্মী যদি স্বয়ম্বরা হইয়া পূর্বাহ্লেই আপনার নারায়ণ আপনি নির্বাচিত করিয়া রাখেন তো তাহার পক্ষে অদৃষ্টই শুধু নয়, দুরদৃষ্ট। কিন্তু শক্তির নিকট তাহার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়া সে কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। যে দুঃখ তীক্ষ্ণ কাঁটার মত এখনো তাহার মনের মধ্যে বিঁধিয়া আছে, তাহাকে এমন অবলীলার সহিত অস্বীকার করিবার অভিনয়ের দুঃখে তাহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

গজর গজর ভবতারা বলিতে লাগিল, “হ'ল না, ভালই হয়েছে। ওর মা তো ধুসছে—মরণ-বাঁচন যা হয় একটা কিছু হয়ে যাক, তারপর রূপে-গুণে অমন মেয়ের আবার ভাবনা! কত পাস-করা ছেলে লুপে নিয়ে যেতে চাইবে। মার হাতে টাকাটাই কি কম?—এক-একটা গয়না ভারি কত—”

গিরিবালার গহনার ওজনের পরিমাণের বিষয়ে নবগোপালের মনে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য ছিল না। জমিদারিই যখন দখলে আসিল না, তখন জমিদারির অন্তর্গত জমি-জমার সংবাদ জানিয়া লাভ কি? ভবতারাকে

গিরিবালার গহনার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিতে না দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "গিরিমাসির মরণ-বাঁচন কি বলছ মাসিমা ? অসুখ না-কি তাঁর ?"

"রাত কাটে তো দিন কাটে না এমনি অবস্থা, তা বলে কিনা—অসুখ নাকি তাঁর !"

"কি অসুখ হয়েছে ?"

"সে তুই ইচ্ছে হয় কবরেজকে জিজ্ঞেস করিস, আমি অত বিত্তান্ত জানি নে। আমি শুধু জানি, সে মরতে বসেছে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবগোপাল বলিল, "দেখ দেখি মাসিমা, এই বিপদের বাড়িতে বাবাকে তুমি আনাচ্ছিলে বিয়ের কথা পাকা করবার জন্যে ! কি বিছছিরি দেখতে হ'ত বল তো ?"

ভবতারা বলিল, "সে আমার দেওরঝি, আমি বুঝতুম। মেয়ের বিয়ের আবার বিপদ-অবিপদ ! মা মারা যাবার এক মাসের মধ্যে তেরোটা মাসিক আর সপিণ্ডীকরণ ক'রে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে,—আর এ তো এখনো নড়ছে চড়ছে।"

আর কোনো কথা না বলিয়া নবগোপাল উঠিয়া পড়িল। তাহার অশিক্ষিত অমার্জিত মনের কোনোখানে এমন একটা বিরোধ দেখা দিয়াছিল, যাহাতে ভবতারার সহিত আর কথোপকথন চালাইতে ইচ্ছা হইল না।

গিরিবালার কক্ষে উপস্থিত হইয়া নবগোপাল যাহা দেখিল তাহাতে বুঝিল, সত্যই মরণ-বাঁচনের সমস্যা। দুইটা বালিসের উপর মাথা রাখিয়া গিরিবালা অর্ধশায়িত অবস্থায় চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে ; দেহ শীর্ণ ; চক্ষু বসিয়া গিয়াছে ; চোখের কোলে ঘন কালির ছাপ ; প্রত্যেকটি নিশ্বাস চেষ্টার দ্বারা পরিশ্রম করিয়া লইতেছে এবং ফেলিতেছে, তাহার সংখ্যা শুধু বক্ষের উত্থান-পতন দেখিয়াই গোনা যায় না, পিছন ফিরিয়া থাকিলেও এক-একটি পৃথক পৃথক ভাবে শোনা যায় ; সমস্ত মুখমণ্ডলে

পরিপূর্ণ অবসাদের এমন একটা মলিন বিবর্ণতা যে, দেখিলেই আশঙ্কা হয় জীবন-সূর্য বুঝি অস্তাচলেরই দিকে দ্রুত ঢলিয়া পড়িতেছে। ত্রস্ত উদ্বিগ্নমুখে মাথার শিয়রে বসিয়া শক্তি ধীরে ধীরে হাওয়া করিতেছিল।

শয্যার নিকট গিয়া নবগোপাল বলিল, "এই সেদিন দেখে গেলাম ভাল আছেন, এরই মধ্যে এত অসুখ?"

শক্তি বলিল, "আপনি যেদিন এসেছিলেন সেই দিন থেকেই অসুখ। আজ পাঁচ দিন।"

গিরিবালা চোখ বুজিয়া ছিল, কথার শব্দে চাহিয়া দেখিল। নিশ্বাসটা একটু সামলাইয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "নবগোপাল এসেছ?"

তাড়াতাড়ি আরও নিকটে গিয়া নবগোপাল শক্তির হাত হইতে পাখা টানিয়া লইয়া হাওয়া করিতে করিতে বলিল, "কথা ক'য়ো না মাসিমা, তোমার কষ্ট হবে।"

গিরিবালার মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা দিল; কিন্তু সে হাসি দেখিলে মনে আশার সঞ্চার হয় না, সে হাসির মধ্যে অস্তগামী সূর্যের আভা। নড়িয়া চড়িয়া একটু পাশ ফিরিয়া শুইয়া শ্রান্তকণ্ঠে গিরিবালা বলিল, "কষ্টের পালা শেষ হয়ে আসছে বাবা, এবার কষ্টের অবসানই হবে। কিন্তু দুঃখ র'য়ে গেল, যাবার আগে অশোকের সঙ্গে একবার দেখা হ'ল না! হ'লে বোধ হয় মেয়েটার গতি ক'রে যেতে পারতাম।"

শক্তির দিকে চাহিয়া নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "অশোক কে?" তাহার পর সহসা কি মনে পড়িয়া এবং কি মনে করিয়া কণ্ঠস্বর ঈষৎ চাপিয়া লইয়া বলিল, "সেই পাস-করা পাত্তোর নাকি?"

গিরিবালার সম্মুখে সহসা নবগোপালের এই প্রশ্নে, এবং সে প্রশ্নের সমাধান অভিপ্রায়ে তাহার পরবর্তী মন্তব্যে শক্তির মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

উত্তর দিয়া নিরস্ত না করিলে পাছে নবগোপাল প্রশ্নের পুনরুক্তি

করিয়া বসে, এই আশঙ্কায় মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল, হ্যাঁ, সে-ই বটে।

ইঙ্গিতের মর্ম উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়ে নবগোপালের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। পূর্ববৎ চাপা গলায় কিন্তু কিছু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তবে যে সেদিন বললে, বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে আছে?"

যে উদ্দেশ্যে কণ্ঠস্বর চাপা করা তাহা শুধু এবারই ব্যর্থ হয় নাই, পূর্ববারও হইয়াছিল; অর্থাৎ গিরিবালা নবগোপালের সমস্ত কথাই শুনিতে পাইয়াছিল, অধিকন্তু এ কথাও বুঝিয়াছিল যে, নবগোপালের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে পূর্বদিন শক্তি তাহাকে নিশ্চয়ই জানাইয়া থাকিবে যে, অশোকের সহিত তাহার বিবাহের কথা পাকা-পাকি হইয়া গিয়াছে। বিপন্না কন্যাকে তাহার বিমূঢ় অবস্থা হইতে উদ্ধারের জন্য সে বলিল, "বিয়ের কথা পাকাপাকিই হয়ে আছে বাবা, তবে আর একবার ভাল ক'রে মোকাবিলা ক'রে নিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম।"

গিরিবালার কথা শুনিয়া নবগোপালের মুখমণ্ডল নিরুদ্বেগ হইয়া গেল; বলিল, "আর মোকাবিলা কেন মাসিমা, এই আষাঢ় মাসেই পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে একেবারে বিয়ে দিয়ে দাও।" তাহার পর কণ্ঠস্বর পুনরায় চাপিয়া লইয়া শক্তির দিকে চাহিয়া বলিল, "মাসিমার এত অসুখ হ'লে কি হয়? কান খুব! সমস্ত কথা শুনতে পেয়েছে।"

বলা বাহুল্য, এ কথাও গিরিবালার শ্রুতিশক্তিকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইল না। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো কথা না বলিয়া নবগোপালের প্রকাশ্য কথাটুকুর উত্তরে বলিল, "এত শিগগির বিয়ে হয়ে উঠবে না বাবা, অশোকের বাপ বেঁচে আছেন, তিনি তাঁর সুবিধে মত দিন স্থির করবেন।"

"তবে পাত্তোরের ঠিকানা দাও, আমি তাকে ধ'রে নিয়ে আসি।"

গিরিবালা বলিল, "অত কষ্ট ক'রে তোমার কাজ নেই নবগোপাল, সে আমাদের চিঠি পেলেই আসবে। তুমি যদি আমাদের চিঠিটা ডাক-বাক্সে ফেলে দাও তা হ'লে খুব উপকার হয়। এর আগে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু সে বোধ হয় ডাকে পড়তে পারে নি ব'লেই উত্তর আসে নি।"

তিলে-শিবানীপুর হইতে ক্রোশখানেক দূরে একটা গ্রামে সপ্তাহে তিন দিন হাট বসে, সেখানে চিঠির বাক্স আছে।

উৎসাহভরে নবগোপাল বলিল, "কই, চিঠি দাও। ডাকবাক্সে নয়, আমি একেবারে থলসেথালীর ডাকঘরে ছেড়ে দেব।"

"সে যে অনেকখানি পথ বাবা।"

"হোক না অনেকখানি পথ, তোমার বোনপোর পায়েও চাকা লাগানো আছে।"—বলিয়া নবগোপাল হাসিতে লাগিল। তাহার পর সহসা হাসি বন্ধ করিয়া শক্তির দিকে চাহিয়া চাপা গলায় বলিল, "আজ ভবতারামাসিকে জানিয়ে দিলাম যে, তোমার সঙ্গে বিয়েতে আমাদের মত নেই। ওরে বাবা, চ'টে একেবারে লাল! বলে—তোদের অদেষ্টে নেই তাই অমন লক্ষ্মী পিরতিমে হাতে পেয়ে পায়ে ঠেললি।" তাহার পর ক্রমবর্ধমান কণ্ঠস্বরে বলিতে লাগিল, "গিরিমাসিকে সব কথা বলব শক্তি? অ্যাঁ, বল না, বলব?"

অভিনয়ের সরলতায় এবং কৌতুকাবহতায় গিরিবালা এবং শক্তি উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। গিরিবালা বলিল, "বলবার দরকার নেই নবগোপাল, আমি সমস্ত বুঝতে পেরেছি। তুমি অতি সৎ ছেলে, আশীর্বাদ করি, তুমি সব রকমে সুখী হও।" তাহার পর শক্তিকে বলিল, "শক্তি, ঠিকানা লিখে চিঠিখানা নবগোপালকে এনে দে।"

নবগোপাল বলিল, "পাত্তোরের কি নাম বললে? অশোক?"

"হ্যাঁ, অশোকনাথ বাঁড়ুজ্জে।"

"থাকে কোথায় ?"

"কলকাতায়।"

মনে মনে কি হিসাব করিয়া শক্তির দিকে চাহিয়া নবগোপাল বলিল, "তা হ'লে লিখে দাও, রোববার সন্ধ্যেবেলা যেন সাতক্ষীরেয় এসে পৌছোয়। আমি সাতক্ষীরেতে হাজির থেকে তাকে শিবানীপুরে পৌছে দিয়ে দূর থেকে স'রে পড়ব।"

গিরিবালার চক্ষু কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "এ তুমি পারবে নবগোপাল ?"

কতকটা দর্পের সহিত নবগোপাল বলিল, "খু-উ-ব।"

গিরিবালা বলিল, "তবে তাই লিখে দে শক্তি, তা হ'লে তার আসতে কোনো অসুবিধে হবে না।" তারপর নিম্নকণ্ঠে কতকটা আপনার মনে মনে বলিল, "রবিবার ?—তা হোক, সে পর্যন্ত কোনো রকমে টিঁকে থাকতেই হবে।"

নবগোপাল বলিল, "তুমি চিঠি লিখে ঠিক ক'রে রাখ শক্তি, আমি ভবতারামাসির সঙ্গে কথা ক'য়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি।"—বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নবগোপাল প্রস্থান করিলে গিরিবালা বলিল, "কয়লার মধ্যে হীরে লুকিয়ে থাকে শুনেছি,—নবগোপালের মধ্যেও তাই দেখতে পাচ্ছি শক্তি।"

শক্তি বলিল, "সে হয়তো আমিও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তুমি অনেক কথা কয়েছ মা,—হাঁপাচ্ছ। আর কথা ক'য়ো না, স্থির হয়ে শুয়ে থাক।"—বলিয়া অশোককে লেখা চিঠিখানা বাহির করিয়া প্রয়োজনীয় কথাটুকু লিখিতে বসিল।

কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে একটি পরিচ্ছন্ন গৃহ ভাড়া করিয়া অশোক আইন অধ্যয়ন করে। তাহার পিতা যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাজিতপুর পরগনার চার আনার মালিক। মামলা-মকদ্দমা এবং উত্তরাধিকার অস্ত্রের আঘাতে অপর বারো আনা অংশ খণ্ড খণ্ড হইয়া প্রায় লয় পাইয়াছে। দৈবক্রমে যাদবচন্দ্রের চার আনা অংশ উপর্যুপরি কয় পুরুষ অবিভক্ত চলিয়া আসায় বাৎসরিক তহশিল এখনো বাইশ হাজার টাকার নীচে নামে নাই। অশোকনাথও পিতার একমাত্র পুত্র; সুতরাং পরবর্তী পুরুষেও চার আনা অংশের চার আনা থাকিবারই সম্ভাবনা আছে। সম্ভাবনা এই জন্য বলিলাম যে, ভাগবাঁটরাই সম্পত্তির একমাত্র শত্রু নহে।

যৌবনকালে যাদবচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়। তখন অশোকের বয়স মাত্র চার বৎসর, এবং দুই কন্যার বয়স সাত এবং দুই। পত্নীর মৃত্যুর পর যাদবচন্দ্রের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় এবং শুভানুধ্যায়ীরা পুনরায় বিবাহ করিয়া লক্ষ্মীহীন গৃহে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাদবচন্দ্রকে কিছুদিন উপরোধ অনুরোধ করিয়াছিল। যাদবচন্দ্র কিন্তু সে সদুপদেশের প্রতি কিঞ্চিদপি আস্থা না দেখাইয়া একান্ত আগ্রহের সহিত মাতৃহীন পুত্র-কন্যাদের লালন-পালন ও শিক্ষাদানের প্রতি মনোনিবেশ করে। অগত্যা মিতভাষী গম্ভীর-প্রকৃতি যাদবচন্দ্রকে অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা বারম্বার উত্যক্ত করিতে সাহস না পাইয়া শুভানুধ্যায়ীর দল হাল ছাড়িয়া দেয়। সে আজ প্রায় বিশ বৎসরের কথা।

গ্রামের হাই স্কুল হইতে অশোক প্রবেশিকা পাস করিলে যাদবচন্দ্র তাহাকে লইয়া কলিকাতায় বাড়ি ভাড়া করিয়া তিন বৎসর তথায় বাস করে। মহলে সেট্‌ল্‌মেণ্টের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। একজন অবিশ্বাসী আমলার যোগসাজসে সাড়ে সাত পাই অংশের ধূর্ত

স্বত্বাধিকারী কিছু কিছু সুবিধা করিয়া লইতেছিল সংবাদ পাইয়া যাদবচন্দ্র অশোকের তত্ত্বাবধানের ভার একজন প্রবীণ গোমস্তার উপর দিয়া ব্যস্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। তখন অশোক প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়িতেছে। তাহার পর, আরও তিন বৎসর উক্ত গোমস্তার তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় থাকিয়া অঙ্কশাস্ত্রে এম. এ. পাস করিয়া সে কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া দেশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। যাদবচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, অশোক আইন পরীক্ষা পাস করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করে। অশোকের কিন্তু সে দিকে একেবারেই প্রবৃত্তি ছিল না; পরন্তু অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি এমনই প্রবল আশক্তি ছিল যে, সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এম. এ. পাস করিবার পর তাহার নিকট চিরবিদায় না লইয়া সে সর্বদা কলিকাতা এবং লণ্ডন হইতে অঙ্কশাস্ত্রের বিষয়ে নূতন নূতন কঠিন কঠিন পুস্তক আনাইয়া তন্মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া থাকিত। গণিতশাস্ত্রের পরাবিদ্যার প্রতি পুত্রের এই অত্যুগ্র আকর্ষণ দেখিয়া যাদবচন্দ্র সন্তুষ্ট হইল না; সে বুঝিল, যে বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শুভঙ্করীর সাধারণ বিদ্যাই শুভঙ্কর, তাহার পক্ষে ইহা মশা মারিতে কামান দাগার মত শুধু নিষ্প্রয়োজনই হইবে না, ক্ষতিজনকও হইতে পারে। সুতরাং ইহা হইতে পুত্রের মনকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে সে অশোকের নিকট দুইটি প্রস্তাব উত্থাপিত করিল,—প্রথম, বিষয়-সম্পত্তি বুঝিয়া লওয়া, এবং দ্বিতীয়, বিবাহ করা। কারণ দেখাইল,—প্রধানত যে দুইটি বিষয়ের উপর মানুষের সুখদুঃখ নির্ভর করে, পিতার পরিণত বয়সের বুদ্ধি-বিবেচনার সহায়তায় সেই ঐশ্বর্যলক্ষ্মীকে আয়ত্ত করিতে এবং গৃহলক্ষ্মীকে লাভ করিতে বিলম্ব করা উচিত নহে, যে-হেতু মানুষের অনিশ্চিত আয়ু পঞ্চাশের কাছাকাছি হইতে এক দিকে বিশেষভাবে নিশ্চিত হইয়াই আসে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটির বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন একটু জটিলতার সংযোগ

ছিল যে, কেবলমাত্র পিতার পরিণত বয়সের বুদ্ধি-বিবেচনাই তাহার সমস্যা মোচন করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং দ্বিতীয় প্রস্তাব হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য পিতার প্রথম প্রস্তাবটিকে উপেক্ষা করা অশোক সমীচীন মনে করিল না; ঐকান্তিক মনোযোগের সহিত সে বিষয়-সম্পত্তি দেখিতে লাগিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই জমা-ওয়াসিল, রেকর্ড, খতিয়ান, সেহা প্রভৃতির মর্ম বুঝিয়া লইল; সুযোগমত নায়েব ও গোমস্তাকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত মহল পরিদর্শন করিয়া আসিল; খাস জমির উৎপন্ন ফসল, মজুদ মাল ও বিক্রয়বাটা মোকাবিলা করিল; এবং বিচারের সহিত বদান্যতা যুক্ত করিয়া প্রজাদের জমিজমা সংক্রান্ত অভিযোগ-অনুযোগ-উপরোধ-অনুরোধের নিষ্পত্তি আরম্ভ করিল।

যাদবচন্দ্র দেখিল, পুত্রের গণিতশাস্ত্রের পরাবিদ্যা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। অশিথিল নিয়মাবলীর সাধনায় সুনির্ণীত বুদ্ধি বিষয়বুদ্ধিকে ব্যাহত না করিয়া বিশদই করিয়াছে। তখন সে তাহার প্রথম প্রস্তাবটির বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া স্পষ্টতরভাবে পুনর্বার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপিত করিল। একদিন অশোককে একান্তে ডাকাইয়া বলিল, "মনে করছি, মাঘ মাসে তোমার বিয়ে দোব। নিরঞ্জনপুরের জমিদার ভুবনমোহন চক্রবর্তী তোমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে উৎসুক। মেয়েটি পরমা সুন্দরী,—দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি সেখানে কথা দিয়েছি।"

শুনিয়া অশোক বিপদ গনিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "মনে করছিলাম ওকালতিটা প'ড়ে ফেলি।"

যাদবচন্দ্র বলিল, "বেশ তো, বিয়ে ক'রেও তো ওকালতি পড়তে পার।"

উত্তরে কিছু না বলিয়া অশোক নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

আরও দুই-একটা কথা বলিয়াও যাদবচন্দ্র অশোকের নিকট হইতে

কোনো উত্তর পাইল না। এই সুনিবিড় মৌনকে কি[illegible] সম্মতির লক্ষণ বলিয়া তাহার মনে হইল না; বলিল, "আচ্ছা, [illegible] যাও, পরে ভেবে দেখা যাবে।"

একজন মধ্যস্থের মারফৎ কয়েকদিন পরে পিতা-পুত্রের মধ্যে যে কথাবার্তা হইল, তাহার ফলে যাদবচন্দ্র কলিকাতায় একজন কর্মচারী পাঠাইয়া সিমলা অঞ্চলে একটি বাসা স্থির করিল; তৎপরে একটি শুভদিন দেখিয়া আইন পড়িবার জন্য অশোককে তথায় পাঠাইয়া দিল। এবার সঙ্গে গেল সংসারের একজন পাচক ব্রাহ্মণ এবং পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য বিনোদ। বিবাহ বিষয়ে পুত্রের আপত্তিতে মনে মনে ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইলেও ওকালতি পড়া হইবে বলিয়া যাদবচন্দ্র মোটের উপর সন্তুষ্টই হইয়াছিল,—বিশেষত ভুবন চক্রবর্তী বলিয়া পাঠানোয় যে, অশোকনাথের আইন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে তাহার কোনো আপত্তি হইবে না।

প্রথমবারকার কলিকাতা যাপনের সময়ে অশোকের বাসা ছিল শক্তিদের বাড়ির ঠিক পাশেই। উভয় গৃহের গৃহস্বামীর মধ্যে কোনো পরিচয়ই ছিল না। হঠাৎ একদিন দুই বাড়ির চাকরদের মধ্যে সামান্য একটা কারণে বচসা হইতে হইতে মারামারি এবং রক্তপাত হইয়া যায়। ব্যাপারটার এইখানেই সমাপ্তি না হইয়া অশোকের তত্ত্বাবধারক যদু গোমস্তার কল্যাণে এক নম্বর ফৌজদারিতে গিয়া উপনীত হয়। সে-সব কথার বিস্তারিত উল্লেখের কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই বিরোধের সূত্র অবলম্বন করিয়াই অচিরে দুইটি গৃহ সুনিবিড় সৌহার্দ্যে আবদ্ধ হয়,—এবং সেই সৌহার্দ্য যে একদিন নিবিড়তর আত্মীয়তায় পরিণত হইবে, এইরূপ একটা অকথিত কথা উভয় পক্ষেরই মনে মনে ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। তাই বৎসর দুই পরে হরিপদর মৃত্যুর পর কলিকাতা ত্যাগ করিবার সময়ে অশোকের হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিরিবালা যখন

বলিয়াছিল, "বাবা অশোক, অভাগিনী শক্তিকে ভুলো না,—তোমার পায়ে স্থান দিয়ো। নইলে সে ম'রে যাবে।" তখন অশোক তৎকালীন উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল।

সে ঘটনার পর চার বৎসর অতীত হইয়াছে।

প্রথমে উভয় পক্ষের মধ্যে নিয়মিত চিঠিপত্র চলিত; কিন্তু কালক্ষয়ের সহিত, প্রধানত অশোকের দিক হইতে উৎসাহের ক্ষয়শীলতার জন্য, তাহা অনেক কমিয়া আসিয়াছে, এবং অশোকের মনের মধ্যে তাহার প্রতিশ্রুতি ক্রমশ বেগ হারাইয়া হারাইয়া উপস্থিত এইরূপ একটা ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছে,—শক্তিকে বিবাহ করিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিব, কিন্তু যদি তাহা কোনোরূপে সম্ভব না হয় তাহা হইলে, একান্তই যদি কখনো করি, তাহার বিবাহের পূর্বে কখনই নিজে বিবাহ করিব না। সারবস্তুতে-দরিদ্র অনুর্বর ভূমিতে একটি লতা রোপণ করিলে যে অবস্থা লতার হয়, সহৃদয় কিন্তু দুর্বলপ্রকৃতি অশোকের মনের মধ্যে তাহার প্রতিশ্রুতির অনেকটা সেই অবস্থা হইয়াছে।

যাদবচন্দ্র যখন ভুবন চক্রবর্তীর কন্যার সহিত তাহার বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিল, তখন শক্তিদের কথা খুলিয়া বলিতে একবার অশোকের ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সাহসে কুলায় নাই। প্রধানত এই ভয়ই হইয়াছিল যে, সে কথা তখন তুলিলে হয়তো চিরকালেরই জন্য তাহার সমাধিলাভ ঘটিবে। একটা সুযোগের প্রত্যাশায় সে অপেক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু সে সুযোগ যে কোন্ ঘটনার মধ্যে কোন্ মূর্তি ধরিয়া কবে উপস্থিত হইবে তাহার কোনো ধারণাই তাহার ছিল না।

সেদিন শনিবার। বৈকালে অশোক মাঠে খেলা দেখিতে গিয়াছিল। মাঠ হইতে যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। হাত মুখ ধুইয়া টেবিলের সম্মুখে বসিয়া সে ডাকিল, "বিনোদ!"

অন্তরাল হইতে বিনোদ বলিল, "দাদাবাবু?"

"চা দিয়ে যা।"

অশোক আসিবামাত্র বিনোদ চায়ের জল চড়াইয়া দিয়াছিল, অনতি-বিলম্বে চা ও খাবার লইয়া সে উপস্থিত হইল। টেবিলের উপর পেয়ালা-ডিশগুলা স্থাপন করিয়া একটা বইয়ের তলা হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া অশোকের হাতে দিয়া বলিল, "একটা চিঠি আছে দাদাবাবু।"

হাতের লেখা দেখিয়াই অশোক বুঝিল, শক্তির চিঠি। বলিল, "কখন্ এল ?"

বিনোদ বলিল, "আপনি বেরিয়ে যাবার আধ ঘণ্টাটাক পরে। কোথাকার চিঠি দাদাবাবু ? বাড়ির ?"

"না, বাড়ির নয়।"

চলিয়া যাইতে যাইতে বিনোদ নিজ মনেই বলিতে লাগিল, "বাড়ির চিঠি তো সবে কাল এসেছে, এর মধ্যে আবার আসবে কেন ? আমার জিজ্ঞেস করাই ভুল।"

চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দেখিয়া অশোকের মন প্রথমটা দুঃখে এবং সমবেদনায় বিচলিত হইয়া উঠিল ; তাহার পরই কিন্তু দ্রুতগতিতে একটা বিরক্তি আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতে লাগিল। এ কি উৎপীড়ন ! এ কি অত্যাচার ! এই জল-বৃষ্টি-কাদার মধ্য দিয়া মনুষ্যের অগম্য সেই স্থানে যাইতে হইবে ? এত বড় দায়িত্ব সে কোথায় লইয়াছিল যে, এত কঠিন কর্তব্য তাহাকে করিতেই হইবে ! সহসা মনে পড়িয়া গেল সে দিনের কথা, যে দিন শক্তিকে বিবাহ করিবে বলিয়া সে গিরিবালাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু সে কি একান্তই নিজের ইচ্ছায় ? অমন করিয়া হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া যে-কথা আদায় করা যায়, তাহার মূল্য কতটুকু ? কান্নাকাটির পরিবর্তে ছোরাছুরি দেখাইয়াও তো ও-কথা আদায় করা যাইতে পারিত। তবে ?

আর একবার পাঠ করিয়া অশোক চিঠিখানা টেবিলের উপর স্থাপন করিল। চিঠি পড়িলে কিন্তু যাইতে ইচ্ছা করে। সামান্য কথা, সরল ভাষা,—কিন্তু কি যে তাহার আকর্ষণ!

দুই হাতে দুই কপাল টিপিয়া ধরিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অশোক চিঠিখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

পেয়ালার মধ্যে চা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইতে লাগিল।

১০

রবিবারের সন্ধ্যা। বাস হইতে অবতরণ করিয়া অশোক নবগোপালের প্রত্যাশায় ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় নিকষ-কৃষ্ণ একটি যুবক (বলা বাহুল্য নবগোপাল) তাহার সম্মুখীন হইয়া পকেট হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া অস্পষ্ট আলোকে চোখের অতি নিকটে ধরিয়া প্রশ্ন করিল, "অশোক বাড়ুজ্জে তো?"

মাথা নাড়িয়া স্বীকৃতিসূচক কণ্ঠে অশোক বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, অশোক বাঁড়ুজ্জে।"

সেইভাবেই কাগজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "বাপের নাম?"

প্রশ্নকারীর ভঙ্গিমা দেখিয়া অশোকের মুখে মৃদু হাস্য স্ফুরিত হইল; বলিল, "শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

কাগজখানা পকেটের ভিতর রাখিয়া অশোকের প্রতি নিশ্চিন্ততার প্রসন্ন দৃষ্টি ফেলিয়া নবগোপাল বলিল, "ঠিক ধরেছি। অথচ তোমার আগে আর কাউকে শুধোয় নি, পয়লা নম্বর তোমাকেই শুধিয়েছি। আচ্ছা, কি ক'রে ধরলাম বল দেখি?"

নবগোপালের এই অতিঘনিষ্ঠতাশোভন অসঙ্কোচ কথোপকথনের ভঙ্গী দেখিয়া এবং অবলীলার সহিত 'তুমি' সম্বোধন শুনিয়া অশোক ঈষৎ বিস্মিত

হইল। কিন্তু সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করিয়া বলিল, "বোধ হয় অনুমানে।"

সমস্যা সমাধানে অশোকের অপটুত্ব দেখিয়া নবগোপালের মনে পুলকের সঞ্চার হইল। মৃদুস্মিত মুখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "অনুমানে নয়,—আন্দাজে।"

শুনিয়া অশোক হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "বুঝতে পারি নি নবগোপাল-বাবু, আমি ভেবেছিলাম অনুমানে।"

অশোকের কথা লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে নবগোপালের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। বলিল, "এই খেয়েছে! বলে—নবগোপালবাবু! তুমিও আমাকে চিনেছ না-কি তা হ'লে?"

অশোক বলিল, "চিনেছি। কিন্তু আমি চিনেছি আন্দাজে নয়, অনুমানে।"

"তা হবে।"—বলিয়া নবগোপাল ফস্ করিয়া এক ঝলক আলগা হাসি হাসিয়া লইল। সকলের অস্ত্রই তো সত্য-সত্যই এক না হইতেও পারে।

ক্ষণকাল হইতে আকাশের অবস্থা বিষণ্ণ হইয়াছিল। এখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ঊর্ধ্বে চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া অপ্রসন্ন কণ্ঠে নবগোপাল বলিল, "নাঃ, আজ দেখছি অদিষ্টে ভোগান্তি আছে।" তাহার পর অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এখন কি করবে অশোকবাবু, বল? এই বিষ্টি-বাদলায় দুয্যুগে এখনি শিবানীপুর যাবে, না, আজকের রাতটা সাতক্ষীরেয় কাটিয়ে শেষরাত্রে রওনা দেবে?"

আকাশের মলিন অবস্থা দেখিয়া এবং আসন্ন রাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকারের বিভীষিকা কল্পনা করিয়া অশোকের মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একবার ভাবিল, শিবানীপুর গিয়া আর কাজ নাই, সাতক্ষীরা হইতেই

কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের বাস ছিল না; তদ্ভিন্ন এতখানি পথ আসিয়া সামান্তর জন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইলে ব্যাপারটা দেখিতে-শুনিতে কিছু লজ্জাজনক হইবে ভাবিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্বক বলিল, "না, এখানে আর বিলম্ব ক'রে কাজ নেই, আজই শিবানীপুর যাওয়া যাক।"

নবগোপাল বলিল, "তা চল, কিন্তু একটু কষ্ট হবে ভায়া। আগে-ভাগেই কিন্তু সে কথা তোমাকে জানিয়ে রাখলাম।"

"কেন, কতক্ষণ সময় লাগবে যেতে?"

"তা ধর, তিন কোশ পাকা সড়কে গরুর গাড়িতে যেতে কোন্-না দু ঘণ্টা পৌনে দু ঘণ্টা লাগবে; তারপর এক কোশ কাঁচা রাস্তা এই জল-কাদায় পা টিপে টিপে যেতেও ঘণ্টা দেড়েকের কম লাগবে না। তা হ'লেই শিবানীপুর পৌছতে রাত্রি সাড়ে বারোটা একটা হ'ল না?"

মনে মনে দ্রুতবেগে হিসাব করিয়া লইয়া অশোক দেখিল, কোনো মতেই তাহা হইল না, নবগোপালের ফর্দমত সাড়ে বারোটা একটার ঘণ্টা দুয়েক পূর্বেই পৌছানো যায়। কিন্তু সে কথা লইয়া তর্ক করিয়া কোনো লাভ নাই, যেহেতু যথার্থ গুরুতর আপত্তি অন্য দিকে দেখা দিয়াছে। বলিল, "কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়ি যাবে না?"

অশোকের কথা শুনিয়া নবগোপাল পুনরায় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "যাবে না কেন, গরুর পিঠে গাড়ি চড়ালে যাবে। এ কি তোমার কলকাতার বিডিন ইস্‌টিরিট রে ভাই, যে, পা ফেললাম কি দুমদাম ক'রে চ'লে গেলাম? এমন ভীষোণ কাদা যে, জুতো হাতে ক'রে পা টেনে তুলে তুলে চলতে হয়।"

কাঁচা রাস্তার বিবরণ শুনিয়া অশোকের পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। রাগ প্রকাশটা ঠিক কোন্ দিক দিয়া করিবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া মুখ বিকৃত করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "এই যে বললেন, পা টিপে টিপে চলতে হয়?"

নবগোপাল বলিল, "তা তো নিশ্চয়ই হয়। যেখানে পেছোল সেখানে পা টিপে টিপে যেতে হয়, আর যেখানে কাদা সেখানে পা টেনে তুলে তুলে চলতে হয়। কিন্তু তাই কি আমি চেষ্টা করতে কসুর করেছি রে দাদা! তুমি জমিদারের ছেলে, চারটে পাস দিয়েছ, দু দিন পরে জামাই হ'তে চলেছ, তোমাকে কি সাধ ক'রে কাদার ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারি! পালকির জন্যে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু দু-দুটো পালকির একটাও পেলাম না। এই তল্লাটের মধ্যে একেবারে তিন-চারটে বিয়ে লেগেছে, দুটো পালকিই কন্‌ট্র্যাক্টো হয়ে গেছে।"

চিন্তিত মুখে অশোক বলিল, "তা হ'লে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "না, তা নেই। কিন্তু আমি বলি কি অশোকবাবু, এই বর্ষা-বাদলে আজ শিবানীপুরে গিয়ে কাজ নেই। শুধু তো কাদা আর পেছলই নয়, আরও ভয় আছে।"

"আবার কি ভয় আছে?"

"কি নেই বল? সাপ আছে, ব্যাঙ আছে, কুকুর আছে, শেয়াল আছে। ন' মাসে ছ' মাসে ঠেঙাড়েও যে থাকে না এমন নয়। তা ছাড়া, আর যা আছে তা এই রেতের মুখে—"

নবগোপালকে বাধা দিয়া অশোক বলিল, "থাক্, থাক্, আপনাকে বেশি ফিরিস্তি দিতে হবে না, যা দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। দয়া ক'রে রাতটা বাসে শুয়ে কাটানোর ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন?"

সবিস্ময়ে নবগোপাল বলিল, "বাসে শুয়ে কি হবে?"

"কাল সকালে আমি কলকাতায় ফিরে যাব।"

অশোকের কথা শুনিয়া নবগোপাল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "শহরের লোক, পাড়াগাঁ দেখে একেবারে চক্ষু চড়কগাছ! কিছু ভয় নেই রে ভাই, কাল সকালে দিনের আলো দেখে খুব ভরসা পাবে।

এখন রাতটা কোথায় কাটাবে বল? মদনের দোকানে, না, তালুই মশায়ের বাড়ি?"

তালুই মশায়ের গৃহে যথোচিত আদর-আপ্যায়নের বিষয়ে নবগোপালের মন বোধ হয় সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ ছিল না; বলিল, "তালুই মশাই বললাম ব'লে কিন্তু আমার আপন তালুই মশাই মনে ক'রো না,—দূর-সম্পর্কের।"

দূর-সম্পর্কের তো দূরের কথা, আপন তালুই মহাশয়ের গৃহ হইলেও অশোক লুব্ধ হইত না। বলিল, "মদনের দোকানে চা পাওয়া যাবে?"

উচ্ছ্বাসের সহিত নবগোপাল বলিল, "শুধু চা নয়, যা চাইবে তা-ই পাবে। বল না কেন, আজ রেতে পাঁটার মাংস দিয়ে পোলোয়া খাব, মদনা তাই খাইয়ে দেবে। তবে হ্যাঁ, পয়সার খেলা, পয়সা খরচ করা চাই। ফেল কড়ি, মাখ তেল।"

ক্ষুৎ-পিপাসায় এবং সুদীর্ঘ পথ বাস আরোহণের ক্লান্তিতে অশোকের দেহ অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল; বলিল, "মাংস-পোলাওয়ের কথা পরে হবে, আপাতত এক পেয়ালা চা পেলে বেঁচে যাই। মদনের দোকানেই চলুন।"

অদূরে গরুর গাড়ির চালক এই কথার মীমাংসার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। অশোকের কথা শুনিয়া আগাইয়া আসিয়া নবগোপালকে বলিল, "তা হ'লে মাল ক'টা চক্কোত্তির দোকানেই পৌঁছে দিই বাবু?"

নবগোপাল বলিল, "তাই দে। কিন্তু কাল একেবারে ভোরের মুখে রওনা দেব পাঁচু। শেষ-রাত্রে তুই আমাদের তুলে দিবি।"

"তা দেব।"—বলিয়া অশোকের সুটকেস্, বেডিং ও ফল এবং সন্দেশের একটা ঝোড়া মাথায় তুলিয়া লইয়া টিফিন-কেরিয়ার এবং জলের ফ্ল্যাস্ক্‌টা হাতে ঝুলাইয়া পাঁচু মদনের দোকানের দিকে অগ্রসর হইল।

বৃষ্টিটা মধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, আবার ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। অশোকের সহিত ছাতা ছিল না, একটা মূল্যবান রেন্‌কোট

কাঁধে ঝোলানো ছিল, সেইটা পরিয়া লইল। নবগোপাল তাড়াতাড়ি নিজের ছাতা খুলিয়া অশোকের মাথার উপর ধরিল।

হাত দিয়া ছাতাটা সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া অশোক বলিল, "আমার দরকার নেই নবগোপালবাবু, আপনি নিজে ভাল ক'রে মাথায় দিন।"

সে কথা না শুনিয়া ঈষৎ উচ্ছ্বাসের সহিত নবগোপাল বলিল, "নাই-বা থাকল দরকার; দু দিন বাদে তো বোনাই হবে, আগেভাগেই না-হয় একটু খাতির করলাম।"

'বোনাই হবে' কথাটা ইতিপূর্বে আর একবার অশোকের কানে গিয়াছিল, কিন্তু তখন সে বিষয়ে তেমন মনোযোগ দেয় নাই। পুনর্বার নবগোপালকে সেই কথা বলিতে শুনিয়া সে বিস্মিত এবং বিরক্ত দুই-ই হইল; বলিল, "'বোনাই হবে বোনাই হবে' কি তখন থেকে বলছেন নবগোপালবাবু? কার বোনাই কে হবে?"

অশোকের কথা শুনিয়া নবগোপাল এক মুহূর্ত নির্বাক হইয়া রহিল, তাহার পর স্মিতমুখে অশোকের প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার দেহে একটা ছোটখাট কনুইয়ের গুঁতা মারিয়া বলিল, "ন্যাকা! যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না!"

রসিকতার এই গ্রাম্য ভঙ্গিমায় যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া অশোক বলিল, "না, নিশ্চয় বুঝতে পারছি নে।"

অশোকের কণ্ঠস্বরের রুক্ষতায় নবগোপাল প্রথমে একটু ভ[illegible]াইয়া গেল, তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে করিয়া সংশয়ে এবং উৎকণ্ঠায় তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "বুঝতে পারছ না কি-রকম? তবে কি তোমার সঙ্গে শক্তির বিয়ের কথা পাকা হয়ে নেই?

"আমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে, এ আপনাকে কে বললে?"

"কেন, সে নিজে আমাকে বলেছে।"

"সে নিজে আপনাকে বলেছে? সে আপনাকে এ সব কথা বলে কেন?"

এবার নবগোপাল সত্য সত্যই বিরক্ত হইল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আরে, তুমি তো ভারি ফেসাদ করলে দেখছি! এ কথা সে আমাকে বললে ব'লেই তো সম্বন্ধ ভেঙে দিলাম। নইলে তো এই শেরাবন মাসের তেসরা তারিখে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যেত।"

নবগোপালের কৈফিয়ৎ শুনিয়া অশোক সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সঙ্গে শক্তির বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল?"

ভ্রূকুঞ্চিত চক্ষে অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দর্পোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে নবগোপাল বলিল, "তবে?"

"আর, আমার সঙ্গে শক্তির বিয়ের কথা শুনে আপনি সেই সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন?"

"তবে?"

তাহার পর হঠাৎ কণ্ঠস্বরের বেগ অনেকটা ঢিলা করিয়া দিয়া নবগোপাল বলিল, "ভেঙে না দিয়ে কি করি বল? সে তোমাকে মনে মনে সোয়ামী ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছে, আর আমি তাকে জোর ক'রে বিয়ে করলে ধম্মে সইবে কি? তুমিই বল না কেন আশোকবাবু, ধম্মে সইবে?"

অদূরে দাঁড়াইয়া গাড়োয়ান অপেক্ষা করিতেছিল, বিলম্ব দেখিয়া বলিল, "আমি এগিয়ে গিয়ে চক্কোত্তীর দোকানে মালগুলো থুই না কেন বাবু?"

"চল, আমরাও যাচ্ছি।"—বলিয়া অশোক অগ্রসর হইল।

নবগোপালের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য শক্তিকে কতকটা কৌশলই অবলম্বন করিতে হইয়াছিল বুঝিতে পারিয়া আশোকের মন

হইতে বিরক্তি অনেকটা অপসৃত হইয়া গিয়াছিল। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময়ে সে বলিল, "আপনি কিন্তু বেশ ভাল লোক নবগোপাল-বাবু।"

শুনিয়া নবগোপাল পরম আপ্যায়িত হইয়া বলিল, "এরই মধ্যে কি ক'রে বুঝলে?"

অশোক বলিল, "তা বুঝেছি। দু-চারটে কথাবার্তা হ'লেই লোক ভাল কি মন্দ বোঝা যায়। সত্যিই আপনি ভাল লোক।"

মৃদুস্বরে নবগোপাল বলিল, "শক্তিও তাই বলে।"

অশোক বলিল, "ঠিক-ই বলে।"

১১

মদনের দোকান আসিয়া পড়িয়াছিল।

বারান্দার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নবগোপাল উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল, "ও মদন! মদনমোহন! চক্কোত্তী কোথায় গো?"

কোনো জিনিসের সন্ধানে মদন দোকান-ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, কাজের মধ্যে নবগোপালের নিরবসর ডাকের পীড়নে বিব্রত হইয়া উঠিয়া বলিল, "বাস রে! যেন ঘোড়ায় চ'ড়ে সমন ধরাতে এসেছে! বাপের নামটাই শুধু ডাকতে বাকি!"

কিন্তু বাহিরে আসিয়া নবগোপালের সঙ্গীর কান্তিমান অভিজাত আকৃতি এবং সম্ভ্রান্ত বেশভূষা দেখিয়া একেবারে কেঁচো হইয়া গেল। বহুকাল যাবৎ ব্যবসা করিয়া করিয়া বাজে মাল এবং কাজের মাল নির্ণয়ের একটা ক্ষমতা তাহার জন্মিয়াছে। অশোককে দেখিয়াই বুঝিল, ভাল করিয়া পিষিতে পারিলে এ সরিষা হইতে সুবিধামত কিছু তৈল নিশ্চয়ই নির্গত হইবে। নত হইয়া মদন করজোড়ে নিঃশব্দে নমস্কার

করিল ; তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে পুত্রকে ডাক দিয়া বলিল, "ওরে ভূতো, বাবুদের বসবার জন্য দুটো মোড়া বার ক'রে দে।"

নবগোপাল বলিল, "শুধু মোড়া নয় মদন, তক্তপোশেরও ব্যবস্থা করতে হবে। আজ রেতে আমরা দুজনে তোমার দোকানে শোব।"

বিনয়নম্র কণ্ঠে মদন বলিল, "যে আজ্ঞে বাবু, এ তো আনন্দের কথা। এ ঘর-দোর সবই আপনাদের, আমি শুধু আগলে ব'সে আছি। তা, উপস্থিত চা ইচ্ছে করছেন তো ?"

উচ্ছ্বাসের সহিত নবগোপাল বলিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। খুব তোফা ক'রে চা বানাও মদন।"

মদন বলিল, "বুঝেছি বাবু, চৌদ্দ আনা পাউণ্ড চলবে না, পাঁচ সিকে পাউণ্ড ফেলতে হবে। চায়ের সঙ্গে খাবার কি দোব বাবু ?"

অশোকের দিকে নবগোপাল দৃষ্টিপাত করিল,—"কি খাবে বল অশোকবাবু ? কেক্, না বিস্কুট, না দিশি ?" তারপর মদনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "খান চেরেক ডিমের মামলেট ভেজে দিতে পারবে মদন—মামলেট ?"

মদন বলিল, "কেন পারব না বাবু ? হুকুম করলেই ভেজে দোব।"

অশোক বলিল, "ও-সব কিছুই দিতে হবে না নবগোপালবাবু, আমার সঙ্গে অমলেটও খান কতক আছে।"

পথেই অশোক তাহার টিফিন-কেরিয়ার খাদ্যহীন করে নাই অবগত হইয়া নবগোপাল আনন্দিত হইল। টিফিন-কেরিয়ারের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তোমার টিফিন-বাক্সোয় আছে না-কি ?"

"হ্যা।"

তৎক্ষণাৎ আগ্রহসহকারে টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া ফেলিয়া খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য দেখিয়া নবগোপালের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, "এ যে মেলাই খাবার রয়েছে রে ভায়া !" তাহার পর নাড়িয়া চাড়িয়া উল্টাইয়া

পাল্টাইয়া খাবারগুলা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল, "পাঁচ-ছ'খানা মামলেট তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কই আমলেট তো দেখছি নে ?" একটা মাংসের কাটলেট তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "একে তোমরা আমলেট বল না-কি ? আমরা তো একে কাটলিস্ বলি।"

নবগোপালের কথা শুনিয়া স্মিতমুখে অশোক বলিল, "ভুল হয়ে গেছে নবগোপালবাবু, আমলেট আর কাটলেট আনতে ভুল ক'রে মামলেট্ আর কাটলিস্ এনেছি। কিন্তু এ দিয়েও চা-খাওয়া এক রকম চলতে পারবে।"

সবেগে মাথা নাড়া দিয়া নবগোপাল বলিল, "এ রকম নয় রে ভাই, যে রকম খোসবাই ছাড়ছে—আমাদের তো তোফা চলবে, কিন্তু মদন চক্কোত্তীর সন্ধ্যেবেলার লাভের গুড়ে বালি ! দু পেয়ালা চায়ে আর কত লাভ করবে বল ? খান চেরেক মামলেট ভাজলে তবু বেচারার গোটা আষ্টেক পয়সা পোষাত।"

সহানুভূতির তাড়নায় মদন চক্রবর্তীর মুখ নিষ্প্রভ হইয়া উঠিয়াছে লক্ষ্য করিয়া অশোক বলিল, "খাবার-টাবার যা দেবে তার চার্জ আলাদা ক'রো, আপাতত আমাদের দুজনের রাত্রিবাস করবার বাবদে এইটে রাখ।"—বলিয়া মনিব্যাগ হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া মদনকে দিতে উদ্যত হইল।

সহসা ক্ষিপ্রবেগে নবগোপাল দুই হাত দিয়া অশোকের টাকা-সুদ্ধ হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "আরে, কর কি ? কত দিচ্ছ ওকে ?"

বিস্মিত হইয়া অশোক বলিল, "দু টাকা।"

অশোকের হাত হইতে টাকা দুইটা বাহির করিয়া লইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নবগোপাল বলিল, "টাকা তোমাকে কামড়াচ্ছে না-কি ? জনা প্রতি দু আনা ক'রে শোওয়া,—মোট চার আনা। তাও কাল যাবার সময়ে ফেলে দিয়ে যেয়ো।"

অপ্রত্যাশিত লাভের পথে বাধা উপস্থিত দেখিয়া মদন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সজোরে নবগোপালের মুষ্টি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ছাড়ু বলছি ঠাকুর। আমার হকের পয়সায় আটক দিয়ো না।" বয়স তাহার পঞ্চাশের কিছু ঊর্ধ্বেই হইবে, কিন্তু সক্ষম বলিষ্ঠ দেহে যৌবনের শক্তি।

নবগোপাল বলিল, "হকের পয়সা কি রকম? রাত্রিবাসের রেট আমি জানি নে না-কি?

মদনের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "আরে, রেখে দাও তোমার রাত্রিবাসের রেট! ভাল হবে না কিন্তু, ছেড়ে দাও বলছি।"—বলিয়া সহসা প্রবলবেগে এমন একটা হ্যাঁচকা টান মারিল যে, নবগোপালের মুষ্টিচ্যুত হইয়া টাকা দুইটা ঝন্‌ঝন করিয়া সিমেণ্ট-বাঁধানো মেঝের উপর পড়িয়া গেল। দ্রুতবেগে মদন সে দুইটা কুড়াইয়া লইয়া ট্যাঁকের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।

নবগোপাল বলিল, "এই বুঝি তোমার হকের পয়সা চক্কোত্তী? এ তো জুলুম-জবরদস্তির পয়সা।"—বলিয়া অশোকের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া এমন অদ্ভুত একটা হাসি হাসিল যে, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটার রঙ বদলাইয়া গেল। মনে হইল, এতক্ষণ ধরিয়া যাহা কিছু বকাবকি ও কাড়াকাড়ি হইয়াছিল, নবগোপাল যেন বুঝাইতে চাহে, অভিনয় ভিন্ন তাহা আর কিছুই নহে।

মদন বহুরূপী প্রকৃতির মানুষ। নানা লোকের সহিত বিচিত্রভাবে কারবার করিয়া করিয়া প্রয়োজনমত রূপ পরিবর্তনের আশ্চর্য ক্ষমতা তাহার পুষ্টিলাভ করিয়াছে। মুহূর্তের মধ্যে নবগোপালের হাসির সহিত সন্ধি করিয়া লইয়া ফ্যাক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তা বাবু, আপনাদের মত রাজালোকের ওপর জুলুম-জবরদস্তি করব না তো কি গরিব-গুরবোর ওপর করব? আপনাদের কাছ থেকেই তো আমরা আবদার ক'রে কেড়ে-কুড়ে নেব।"

সামান্য গোটা দুই টাকার জন্য নবগোপালকে মদনের সহিত ওরূপ বচসা করিতে দেখিয়া অশোক মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মদনের আচরণের অনাবৃত লজ্জাহীনতা দেখিয়া ঘৃণায় তাহার গা ঘিনঘিন করিয়া উঠিল। 'রাজালোক' কথাটা যদিই-বা কোনো প্রকারে পরিপাক করা যায়, 'আবদার' কথাটা গলাধঃকরণ করাও কঠিন। আবদারই তো বটে! হাত ধরিয়া টান মারিয়া ছিনাইয়া লওয়া যদি আবদার না হইবে তাহা হইলে দ্বিতীয় কোন্ বস্তু আর হইবে! স্বার্থের কীলকের উপর বসিয়া এত দ্রুতবেগে পাক খাইতে ইতিপূর্বে আর কোনো ব্যক্তিকে দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়িল না।

ইতিমধ্যে ভুতো দুইখানা মোড়া রাখিয়া গিয়াছে। একখানা অশোকের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, "বাবুমশায়, ততক্ষণ ব'সে একটু বিশ্রাম করুন।"

মোড়ায় উপবেশন করিয়া অশোক বলিল, "বিশ্রাম তো করছি, কিন্তু চায়ের কত দেরি মদন?"

"দেরি নেই বাবু, জল্ চাপানো হয়েছে, এতক্ষণে বোধ হয় হয়ে এল।"—বলিয়া মদন ভিতরের দিকে মুখ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিল, "জলটা যদি হয়ে গিয়ে থাকে তো বাইরের টেবিলের উপর দিয়ে যাও।"

উত্তরে বাড়ির ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠের যে কয়েকটি কথা ভাসিয়া আসিল তাহা সদুত্তরও নহে এবং শ্রীযুক্ত মদনের প্রতি শ্রদ্ধাব্যঞ্জকও নহে। পাছে বাহির হইতে আর অধিক কথোপকথন চালাইলে অধিকতর মানহানির সম্ভাবনা প্রবল হয়, সেই আশঙ্কায় কাল-বিলম্ব না করিয়া মদন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া চাপা মৃদুস্বরে যে কথা বলিল তাহা শোনা গেল, কিন্তু বুঝা গেল না।

উত্তরে কিন্তু অপর পক্ষের মুখে যে ভাষা উদ্রিক্ত হইল তাহা যথেষ্ট

স্পষ্ট এবং কঠোর। যথা,—"ওরে মুখপোড়া, পারব না দিয়ে আসতে। গরম ক'রে দিয়েছি এই ঢের! কেনা বাঁদী না-কি যে, দিবারাত্তির খেটে খেটে ম'রে যাব?"

এবার কিন্তু মদন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। চাপা অথচ শ্রুতিগম্য কণ্ঠে বলিল, "আবাগের বেটি, চেঁচাস নে। বাইরে দুজন ভদ্রলোক আছে।"

মদনের তিরস্কারে অপর পক্ষ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ভদ্রলোকের উপস্থিতির জন্য কিছুমাত্র অবহিত না হইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "বাপ তুলে গাল দিলে ভাল হবে না বলছি। ফের ও-কথা বললে এই কেটলি-ভরা গরম জল গায়ে ছুঁড়ে দোব।"

দেহের পক্ষে এই অতীব অশুভ প্রস্তাব শুনিয়া বাহিরে অশোকের পর্যন্ত চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আত্মরক্ষারত মদনের পশ্চাতে গরম জলের আক্রমণ যদি বাহিরের ঘর পর্যন্ত ধাবিত হয়, তাহা হইলে বিপন্ন শুধু মদনই একা হইবে না। কিন্তু সেরূপ বিপদের কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না। তৎপরিবর্তে ক্ষণকাল পরেই রৌপ্যমুদ্রার মৃদু শিঞ্জন শুনা গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মদনের অস্পষ্ট গুঞ্জন।

১২

পর-মুহূর্তেই বাহিরের ঘরে মদন প্রবেশ করিল, এবং তাহার পশ্চাতে প্রবেশ করিল দীর্ঘ-অবগুণ্ঠনবতী একটি স্ত্রীলোক—কৃশ, খর্বকায়,—দক্ষিণ হস্তে ধূমায়িত গরম জলের কেটলি। ঘরের এক প্রান্তে একটা উঁচু টেবিলের উপর জলের কেটলি রাখিয়া সে চা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল।

স্ত্রীলোকটির সম্বন্ধে নবগোপালের মনে কৌতূহলের উদ্রেক হইয়াছিল; মদনকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ মেয়েটি কে মদন? ঠিক বুঝতে পারছি নে তো!"

ঈষৎ স্মিত মুখে বিনীত কণ্ঠে মদন বলিল, "আজ্ঞে, এটি আমাদের ভূতোর মা।"

"ভূতোর মা?" সবিস্ময়ে নবগোপাল বলিল, "ছেলেমানুষ দেখে আমি ভেবেছিলাম ভূতোর বউ।"

জিভ কাটিয়া মাথা নাড়িয়া মদন বলিল, "আজ্ঞে না, ভূতোর মা-ই বটে। মাথায় খাটো, আর ঘোমটা দিয়ে আছে ব'লে ভুল হচ্ছে। মুখ দেখলে বুঝতে পারতেন বয়স হয়েছে।"

নিজের বিষয়ে মদনের মুখে এইরূপ ব্যাখ্যান শুনিয়া ভূতোর মা অবগুণ্ঠনের মধ্যে ফঁ্যাস্ করিয়া উঠিল। বাক্য তাহার ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু তাৎপর্য দুর্বোধ্য নহে।

ভূতোর মার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অনুচ্চস্বরে মদন বলিল, "তা হ'লে তুমিই চা করছ তো?"

ভূতোর মা কথা কহিয়া উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার অর্থব্যঞ্জক নীরবতা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, সে-ই চা প্রস্তুত করিবে।

প্রসন্নমুখে অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মদন বলিল, "তা হ'লে বাবুমশায়রা ভাল চা-ই আজ পাবেন। ও চা করে ভাল।"

চলা ফেরা এবং কাজকর্মের অন্যমনস্কতায় ভূতোর মার অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে খানিকটা অপসৃত হইয়া গিয়াছিল। অ্যাসিটেলিনের উজ্জ্বল আলোকে সহসা এক সময়ে তাহার মুখের কিয়দংশ দেখিতে পাইয়া অশোক বুঝিল, মদন কিছুমাত্র অত্যুক্তি করে নাই,—তাম্রাভ বর্ণের ক্ষুদ্র একটুখানি মুখের মধ্যে ঝুনা নারিকেলের মত এমন একটা রুক্ষ পাকা ভাব যে, ভূতোর মা-র তো কথাই নাই, ভূতোর ঠাকুরমা বলিলেও অবিশ্বাস করিবার তেমন কিছু থাকে না। সেই অতি-পরিপক্ক মুখের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ দুইটি চক্ষু, আর চিলের চঞ্চুর মত অত্যন্ত খাড়া এক নাসিকা।

স্বল্পোন্মোচিত অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া নবগোপালের সহিত হঠাৎ

চোখাচোখি হইয়া যাওয়ায় ভূতোর মা চকিতে অশোককে দেখিয়া লইয়া বিস্মিত হইয়া অবগুণ্ঠন উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল। তাহার পর মদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে বলিল, "আচ্ছা, তোমার আক্কেলটা কি রকম বল দেখি ?"

শঙ্কিত হইয়া মদন বলিল, "কেন, কি হয়েছে ?"

অশোক ও নবগোপালের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া ভূতোর মা বলিল, "দুজনেই তো ছেলেমানুষ, আমার ভূতোর চেয়ে ছোট বই বড় নয়, আর তুমি যে বললে—বাইরে দুজন ভদ্রলোক এসেছে ?"

এ কথা মদনের বিলক্ষণ জানা ছিল যে, ভূতোর মার প্রশ্ন যতই অবৈধ হোক না কেন, তাহার প্রতিবাদে ন্যায়সঙ্গত উত্তর দেওয়ার মত অমার্জনীয় অপরাধ আর নাই। সুতরাং প্রশ্নের আসল দিকটা এড়াইয়া গিয়া, অর্থাৎ ছেলেমানুষের পক্ষেও যে ভদ্রলোক হইবার বিষয়ে অনতিক্রমণীয় বাধা নাই, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা না করিয়া বলিল, "না, ছেলেমানুষ তো বটেই।"

"তবে যে ভদ্দরলোক ব'লে ওদের সামনে তুমি আমাকে ঘোমটা দিইয়ে আনলে ? ছেলেমানুষদের সামনে ঘোমটা দিয়ে আসতে আমার লজ্জা করে না ?"

মদন ঘোমটা দেওয়াইয়া আনে নাই, পরন্তু ভূতোর মা নিজেই ঘোমটা দিয়া আসিয়াছিল, সে কথা বলিলে অবশ্য সত্য কথা বলা হইত। কিন্তু সময়বিশেষে ভূতোর মার কাছে সত্য কথা বলায় বিপদ আছে, সেই বিবেচনায় মদন চুপ করিয়া রহিল। আর ভূতোর মার মত লজ্জাশীলা স্ত্রীলোকের পক্ষে ঘোমটা দিয়া আসা যে সত্যই লজ্জার কথা, তাহার বিরুদ্ধে মদনের কোন বক্তব্যই ছিল না।

চুপ করিয়া থাকিয়াও কিন্তু মদন রেহাই পাইল না। চায়ের পেয়ালায় চিনি মিশাইতে মিশাইতে ভূতোর মা গজগজ করিতে লাগিল,

"একটুও যদি আক্কেল থাকে! নিজে ভদ্রলোক ব'লে সব্বাইকে বলতে হবে ভদ্রলোক!"

ছেলেমানুষ এবং ভদ্রলোকের সমস্যার সূক্ষ্ম জটিলতার মধ্যে নবগোপাল বোধ হয় ঠিক প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না, তাই সে নিরুপায় হইয়া চুপ করিয়া ছিল। কিন্তু বারংবার একই কথার অকারণ আবৃত্তি দুঃসহ হইল অশোকের। সে বলিল, "মদন ভদ্রলোক তাতে আপত্তি করি নে, কিন্তু তাই ব'লে আমাদের ভদ্রলোক বলায় মদনের কি অপরাধ হ'ল তাও কিন্তু বুঝতে পারছি নে!"

পেয়ালা দুইটা টেবিলের এক প্রান্তে রাখিতে রাখিতে সহাস্যমুখে অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভূতোর মা বলিল, "তাই কি কখনো হয়ে থাকে বাবা? যে ছেলেটা আজকে পেট থেকে পড়ল, তাকেও কি তুমি ভদ্রলোক বলবে? আজ তিন দিন হ'ল মুখুজ্জেদের সেজ বউয়ের একটি ছেলে হয়েছে। কি তুমি বলবে বল?—সেজ বউয়ের খোকা হয়েছে না ব'লে ভদ্দোরলোক হয়েছে বলবে কি?"

দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থিত ভদ্রলোক শব্দের ব্যঞ্জনার এই নবতর সীমা-বন্ধনের বিরুদ্ধে ঠিক কি বলিবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া অশোক এক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "তা হয়তো বলব না, কিন্তু তাই ব'লে ভদ্রলোক মানে বুড়োলোকও নয়।"

ভূতোর মা বলিল, "কিন্তু ভদ্রলোক মানে তো ছেলেমানুষও নয় বাবা।"

এ কথার পর অশোক চুপ করিয়া গেল। এই যুক্তিহীন যুক্তির বেয়াড়া তর্কপদ্ধতির বিরুদ্ধে যুত করিয়া তর্ক করিবার সে বাগ পাইল না।

অশোকের নিরুত্তরতা লক্ষ্য করিয়া মদন মনে করিল, তাহার স্ত্রীর যুক্তির নিকট সে পরাভূত হইয়াছে। সহানুভূতিমিশ্রিত পরামর্শের অনুচ্চ

কণ্ঠে সে বলিল, "তক্কো করবেন না বাবু, ওর সঙ্গে। ভারি তার্কিক মেয়েমানুষ, তক্কো ক'রে ওর সঙ্গে পেরে উঠবেন না। পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে কি-না তাই অত তক্কো করতে পারে। ওর মেজ মামার ভায়রাভাই নবদ্বীপে কোন্ টোলে পণ্ডিতি করে।" তাহার পর কণ্ঠস্বর আরো নিচু করিয়া অশোকের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "তাই আমি তক্কো করি নে, চুপ ক'রে থাকি।"

মদনের কথা শুনিয়া অশোকের মুখে হাসি দেখা দিল। কেন যে মদন তাহার স্ত্রীর সহিত তর্ক করে না, তাহার কিছু আভাস ইতিপূর্বেই সে পাইয়াছে; মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, আমিও করব না।"

খুশি হইয়া মদন বলিল, "ক'রে কোনো লাভ নেই বাবু, ভারি আড়বুঝো মানুষ, আর অত্যন্ত বদরাগী। কিন্তু আসলে লোক খারাপ নয়, মনটা ওর ভাল। সুখের দিনে ও কারো নয়, কিন্তু বিপদের দিনে ওর মত বন্ধু আর নেই!"

ওদিকে নবগোপালের সহযোগিতায় ভূতোর মা অশোকের টিফিন-কেরিয়ার হইতে খাদ্যদ্রব্য বাহির করিয়া দুইটা প্লেটে সাজাইয়া রাখিতে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ পিছন ফিরিয়া মদনকে অশোকের সহিত নিম্নকণ্ঠে কথা কহিতে দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইল। খানিকটা আগাইয়া আসিয়া সে বলিল, "ফিস্‌ফিস ক'রে বাবুর কাছে কি আমার এত নিন্দে করছ, শুনি?"

কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া মদনের মুখ শুকাইয়া উঠিল। অশোক কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সহাস্যমুখে বলিল, "নিন্দে নয় ভূতোর মা, মদন তোমার সুখ্যাতিই করছিল।"

অশোকের কথা শুনিয়া ভূতোর মা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "তুমি আমাকে ছেলেমানুষ পেলে বাবা? সুখ্যাতি আবার কেউ চুপিচুপি করে?"

অশোক বলিল, "পাছে তুমি নিজের সুখ্যাতি শুনে লজ্জা পাও, তাই বোধ হয় চুপিচুপি করছিল।"

এ কৈফিয়ৎ ভূতোর মার মোটেই মনঃপূত হইল না। ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ও তুমি আমাকে বাজে কথা বলছ বাবা। ভূতোর বাপ ভাল রকমই জানে যে, নিজের সুখ্যাতি শুনে লজ্জা পাব, এমন বেহায়া মেয়ে আমি নই। কিন্তু এখন এ সব কথা থাক্। চা দিয়েছি, খাবে এস।"

একটা ঘটিতে জল ছিল, ভূতোর মা সেটা লইয়া অশোককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "নাও, মুখ হাত একটু ধুয়ে ফেল, শরীরটা ঠাণ্ডা হবে।"—বলিয়া বারান্দার ধারে আসিয়া অশোকের হাতে জল ঢালিয়া দিল।

টেবিলের ধারে একটা বেঞ্চ পাতা। মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া অশোক তাহার উপর উপবেশন করিল। পার্শ্বে নবগোপাল,—বাম হস্তে অর্ধ-নিঃশেষ চায়ের পেয়ালা এবং দক্ষিণ হস্তে একটা কাটলেটের সামান্য একটু ভুক্তাবশেষ। মুখমণ্ডলে পরিতৃপ্তি এবং আনন্দের অনাবৃত দীপ্তি।

"কিছু মনে ক'রো না ভায়া, আগেই আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। তোমার কাট্‌লিসের যা খোসবায়, সামলাতে পারলাম না।"

হাসিমুখে অশোক বলিল, "না, না, মনে করব কি? আরম্ভ করেছেন—এ তো সুখের কথা।"

"তা ছাড়া, তোমার জিনিস আমি আরম্ভ করব না তো তুমি আরম্ভ করবে? তুমি আরম্ভ করলেই তো খারাপ দেখাত। কি বল?"

ঘাড় নাড়িয়া অশোক বলিল, "খুব খারাপ দেখাত।"

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়াই অশোক বুঝিল, ভূতোর মার চা প্রস্তুত করিবার প্রশংসার বিষয়ে মদন অত্যুক্তি করে নাই। সুগন্ধ সুস্বাদু চা পাইয়া খুশি হইয়া সে প্রশংসার দ্বারা ভূতোর মাকে সন্তুষ্ট করিয়া আর এক পেয়ালা চাহিয়া লইয়া পান করিল।

ভূতোর মার সৌজন্যে রাত্রে আহারের ব্যবস্থাও পরিতোষজনক হইল। লুচি, তরকারি, মাছ, মাংস, ডিম, মিষ্টান্ন, খাঁটি দুধ,—কোনো কিছুরই অভাব ছিল না; কিন্তু সব কিছুকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল উভয়কে আহার করানোর মধ্যে ভূতোর মার ঐকান্তিক যত্ন। আহারান্তে অশোক এবং নবগোপাল শয়নের জন্য পাশের ঘরে উপস্থিত হইল।

অশোকের বেডিং-এর সহিত কিছু কিছু নিজেদের শয্যাদ্রব্য যোগ করিয়া ভূতোর মা একটা তক্তপোশের উপর পাশাপাশি দুইটি শয্যা বিছাইয়া অশোকের প্রশস্ত মশারি দিয়া উভয় শয্যা ঢাকিয়া দিয়াছিল। পথশ্রমক্লান্ত অশোক সুরচিত শয্যার আকর্ষণে লুব্ধ হইয়া মশারির ভিতর প্রবেশ করিল, কিন্তু নিদ্রা তাহার চক্ষে কিছুতেই নামিতে চাহে না। নূতন জায়গার স্বস্তিহীনতার একটা সূক্ষ্ম বিঘ্ন তো ছিলই; তাহার উপর ছিল নির্বাত বর্ষাদিনের ভাপসা গরম। ভূতোর মা অবশ্য গরমের কথা ভাবিয়া একটা তালপাতার পাখা দিতে ভুলে নাই; কিন্তু হাতপাখায় অনভ্যস্ত অশোক পাখা চালনা এবং নিদ্রাকর্ষণের মধ্যে সুবিধামত কোনো প্রকার যোগ-সাধন করিতে পারিতেছিল না। পাখা চালাইলে গরম যায় বটে, কিন্তু সেই ব্যায়ামের তাড়নায় নিদ্রা দূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। পাশে শুইয়া নবগোপাল কিন্তু নূতন জায়গার এবং ভাপসা গরমের উভয় বাধাকেই সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াছে। পরিপাটি আহারের কল্যাণে পরিতৃপ্ত দেহ সুগভীর নিদ্রার কবলে নিজেকে অর্পণ করিয়া সজোরে নাসিকাগর্জন করিয়া চলিয়াছিল। অশোকের নিদ্রার পক্ষে তাহাই হইয়াছিল তৃতীয়, এবং বোধ করি সর্বাপেক্ষা উৎপীড়ক, বাধা।

ইহার উপর ক্ষণকাল পরে যোগ দিল আরশুলার উৎপাত। কতকগুলা আরশুলা উড়িয়া ঝপ্‌ঝপ করিয়া মশারির গায়ে বসে, তাহাতে অবশ্য মনের মধ্যে শুধু অস্বস্তিই দেখা দেয়; কিন্তু মশারির বাহিরে তক্তপোশের

উপর খস্‌খসানি শব্দ শুনিয়া অশোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। ইহা নিশ্চয়ই আরশুলার শব্দ নহে। নবগোপালের দেহে ধীরে ধীরে নাড়া দিয়া সে ডাকিতে লাগিল, "নবগোপালবাবু! নবগোপালবাবু!"

নাড়া খাইয়া প্রথমে নবগোপালের নাক-ডাকা বন্ধ হইল, তাহার পর সচেতন হইয়া অশোকের দিকে ফিরিয়া বলিল, "কি হ'ল ভায়া? জল খাবে না-কি?"

ঈষৎ ভীতকণ্ঠে অশোক বলিল, "মশারির বাইরে কিসের খস্‌খস শব্দ হচ্ছে।"

ঠিক সেই সময়ে একটা আরশুলা উড়িয়া আসিয়া ঝপ করিয়া মশারির গায়ে বসিল। নিশ্চিন্ত হইয়া নবগোপাল বলিল, "ভয় নেই, আরশুলা।"

অশোক বলিল, "এ আরশুলা, তা জানি, কিন্তু তক্তপোশের ওপর যা খস্‌খস ক'রে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তা কখ্‌খনো আরশুলা নয়। বোধ হয় সাপ-টাপ কিছু হবে।"

অশোকের কথা শুনিয়া নবগোপাল তাড়াতাড়ি মাঝখানের দিকে খানিকটা সরিয়া আসিয়া বলিল, "রেতের বেলা ও-কথা উচ্চারণ করতে নেই, লতা বলতে হয়।" তাহার পর পা দুইটা সামান্য গুটাইয়া লইয়া বলিল "তা হ'তেও পারে। এই সব দোকান-ঘরেই তো গোখরো-লতাদের আড্ডা। হাত-পা একটু গুটিয়ে শোও ভায়া, মশারির গায়ে যেন না ঠেকে।"

বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে অশোক বলিল, "হাত-পা না-হয় গোটালাম, কিন্তু মাথা? মাথায় যদি গোখরো-লতা ছোবল মারে, তার কি করছেন বলুন? মাথাও গোটাতে হ'লে সারারাত এই রকম খাড়া হয়ে ব'সে থাকতে হয়।"

ঠিক সেই সময়ে মশারির পাশে নবগোপালের দিকে একটা জোর

খস্‌খসানি শোনা গেল। তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিয়া নবগোপাল বলিল, "মদনকে ডাকব নাকি একবার?"

মদনকে ডাকিবার প্রয়োজন হইল না। কাজকর্ম সারিয়া রান্নাঘর নিকাইয়া ভূতোর মা শুইতে যাইতেছিল, অশোক এবং নবগোপালের কথোপকথনের শব্দ শুনিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এখনো জেগে রয়েছ বাবারা? গরমে ঘুম হচ্ছে না বুঝি?"

নবগোপাল বলিল, "গরম নয় ভূতোর মা, মশারির ধারে তক্তপোশের ওপর কি খস্‌খস ক'রে চ'লে বেড়াচ্ছে—লতা-টতা কি-না কে জানে!"

হ্যারিকেনটা তেজ করিয়া লইয়া ভূতোর মা তক্তপোশের নিকট আসিতেই একটা বড় ইঁদুর তক্তপোশের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলাইয়া গেল। নিশ্চিন্ত হইয়া ভূতের মা বলিল, "একটা ইঁদুর ছিল বাবা। এ ঘরে তাঁদের বড় একটা দেখা-টেকা যায় না। তবে ও-পাশের গুদোম-ঘরে গোটা দুই আছে বটে। কিন্তু তাঁরা বাস্তু-নতা ব'লে কোনো অনিষ্ট করে না।"—বলিয়া ভূতের মা 'বাস্তু-নতা'দের উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম করিল।

অশোক বলিল, "বাস্তু-নতা কোন্ নতা? গোখরো-নতা?"

ভূতোর মা বলিল, "হ্যাঁ। বাস্তু-নতা মানেই তাই। কিন্তু তোমাদের কোনো ভয় নেই বাবা, এ ঘরে তাঁরা আসে না। নিশ্চিন্তি হ'য়ে তোমরা ঘুমোও।"

নিশ্চিন্ত বলিলেই যদি নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত, তাহা হইলে আর দুঃখ ছিল না। ইঁদুর-রূপ খাদ্য যদি এ ঘরে খাদককে নিমন্ত্রণ করিয়া টানিয়া লইয়া আসে, এবং তাহার পর মশারির মধ্যে নড়ন্ত পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে খাদ্য বলিয়া ভুল করিয়া বাস্তু-নতা যদি তাহাকে ছোবল মারিয়া বসে, তাহা হইলে যে মারাত্মক অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহার দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া অশোক চুপ করিয়া রহিল।

লণ্ঠনটা পুনরায় নিস্তেজ করিয়া রাখিয়া ভূতোর মা কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

"কিছু ভয় নেই, দুর্গা ব'লে শুয়ে পড় ভায়া।"—বলিয়া হাত-পা এবং মাথা যথাসম্ভব গুটাইয়া নবগোপাল শুইয়া পড়িল এবং অবিলম্বে ভূতোর মার উপদেশ পালন করিয়া নিশ্চিন্তভাবে নাক ডাকাইতে লাগিল।

বিরক্তিবিরূপ মন লইয়া অশোক ক্ষণকাল খাড়া হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর নবগোপালের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সে-ও যথাসম্ভব দেহ কুঁকড়াইয়া শুইয়া পড়িল। নিদ্রালুতা এবং নিদ্রাহীনতার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে এক সময়ে সে যখন ঘুমাইয়া পড়িল, তখন রাত্রি দুইটা অতিক্রম করিয়াছে।

১৪

ঘুম ভাঙিল পাঁচু গাড়োয়ানের ডাকাডাকির শব্দে।

শয্যা ত্যাগ করিয়া অশোক ও নবগোপাল যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনো সূর্যোদয় হইতে বিলম্ব আছে। পূর্বদিগন্তে অন্ধকার সবেমাত্র ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং দুই-একটা তরুশীর্ষে পাখির কাকলি এবং ডানা-ঝাপটের শব্দ শুনা যাইতেছে। সন্ধ্যা এবং রাত্রি-কালের মেঘাবরিত আকাশ কোনো এক সময়ে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল, সেই নির্মেঘ আকাশের স্নিগ্ধ প্রসন্নতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চিন্তাভার-বিমুক্ত অশোকের মনও প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

ভিতরের বারান্দার এক প্রান্তে একটা তোলা উনান জ্বালিয়া ভূতোর মা অশোকের উপদেশ অনুসারে লুচি তরকারি অমলেট প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া করিয়া টিফিন-কেরিয়ার ভরিতেছিল। অচেনা অজানা অসুখের বাড়িতে সঙ্গে টাটকা খাবার থাকিলে সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া

অশোক এই ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, শক্তি আছে সেখানে, সুতরাং খাবার অসার্থক হইবে না, সে কথাও মনে মনে ছিল।

পাঁচু গাড়োয়ানের ডাকাডাকির ফলে অশোক ও নবগোপাল জাগিয়া উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়াছে, তাহাদের কথোপকথনের শব্দ হইতে বুঝিতে পারিয়া ভূতোর মা উনান হইতে কড়াটা নামাইয়া রাখিল। তাহার পর অশোকদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "জল গাড়ু গামছা বারান্দার ওদিকে সব রাখা আছে বাবা, তোমরা তৈরি হয়ে নিলেই চায়ের জল চড়িয়ে দোব। খাবার আমার প্রায় তৈরি হয়ে এল।"

বাহিরের বারান্দায় গভীর মিষ্ট কণ্ঠে কেহ গান ধরিয়াছিল। সঙ্গীত-বিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং অনুরাগী অশোক শাস্ত্রীয় রাগিণীর উপর গায়কের বিশুদ্ধ সুষ্ঠু অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে গান করছে ভূতের মা?"

মুখ ঈষৎ বিকৃত করিয়া ভূতোর মা বলিল, "ভূতোর বাপ ছাড়া অমন ষাঁড়ের মত গলা আর কার হ'তে পারে বলো?"

ভূতোর মার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া অশোক বলিল, "মদন এমন চমৎকার গাইতে পারে! আর তুমি বলছ, ষাঁড়ের মত গলা?"

"কি জানি বাবা, আমার তো তাই মনে হয়। লোকে ওকে বলে—ওস্তাদ; সাকরেদও কতকগুলো নেই যে তা নয়। কিন্তু তারার ভীষণ রূপের ঐ এক গান শুনে শুনে আমি তো পাগল হ'য়ে যাবার মত হয়েছি। দু-হাজার গান জানে, কিন্তু আর কি কোনো গান গাইবে? আর, গাইবে ব'লে কি অল্পক্ষণ গাইবে? শেষ-রাত্রে উঠে বাইরের চাতালে ব'সে পুরো এক ঘণ্টা ঐ এক গান গাইবে। এ নিত্য।"

সকৌতূহলে অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "তারার ভীষণরূপ কি ব্যাপার তা তো বুঝতে পারলাম না ভোর মা!"

স্মিতমুখে ভুতোর মা বলিল, "একটু কান দিয়ে গানটা শুনলেই বুঝতে পারবে। তা ছাড়া, শনিবারে শনিবারে গানের বৈঠকে বাঁয়া তবলা আর তানপুরোর সঙ্গে ঐ গানটা নিয়ে ভূতোর বাপ যখন ঝাঁপাই ঝুড়তে থাকে, তখন তার নিজের ভীষণ রূপ দেখে মা-তারাও বোধ হয় ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে ওঠে!"

ভূতোর মার কথা শুনিয়া অশোকের মুখে কৌতুকের মৃদু হাসি দেখা দিল। বলিল, "শনিবারে শনিবারে গানের বৈঠক হয় তোমাদের এখানে?"

"ফি শনিবার সন্ধ্যে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। সাকরেদরা আসে, আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজন আসে।"

"দোকান-পাট কি হয় তখন?"

"সিকেয় ওঠে। আমি আর ভূতো যতটা পারি চালাই।" তাহার পর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া ভূতোর মা বলিতে লাগিল, "কিন্তু তাও বলি বাপু, ক্ষেমতাও আছে যথেষ্ট। শীত নেই গ্রীষ্মি নেই, বৃষ্টি নেই বাদল নেই, ওর গান শুনতে লোকও তো কম আসে না। গলাটা খুব দরাজ কি-না,—এ তল্লাটে অমন তো আর-কারো দেখি নে।"

বলা বাহুল্য, মদন তখনো গাহিয়া চলিয়াছিল। অশোক বলিল, "শুধু দরাজই নয় ভূতোর মা, মিষ্টিও যথেষ্ট। মনে হচ্ছে, মদনের গান তোমারও ভাল লাগে।"

মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদের কণ্ঠে ভূতোর মা বলিল, "আমার?—রামচন্দ্র! আমার কথা ব'লো না বাবা। সাত বছর বয়সে এ সংসারে ঢুকেছিলাম, আর আজ সাতচল্লিশ বছর হ'তে চলল, জ্বালায় জ্বালায় হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেছে, চামড়া তুলে দেখলে বোধ হয় কয়লাই দেখতে পাবে। আমার আবার গান-বাজনা! কিন্তু এ সব বাজে কথা এখন থাক্, শিবানীপুর যেতে হবে তোমাদের। পথ তো চারটিখানি নয়, দেরি

হয়ে গেলে গরমে কষ্ট হবে, তৈরি হ'য়ে নাও।"—বলিয়া ভূতোর মা নিজের অসমাপ্ত কাজ শেষ করিতে প্রস্থান করিল।

সঙ্গীত-কলা সম্বন্ধে নিরীহ এবং উদাসীন নবগোপাল গান-বাজনার প্রসঙ্গ উঠিতেই বোধ করি গাড়ু-গামছার দিকে আকৃষ্ট হইয়া প্রস্থান করিয়াছিল, তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অশোক বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন মদন গাহিতেছিল, 'তুমি নিখিলবিশ্বমাতা, সমর কি সাজে সুত সঙ্গে!'

অশোককে দেখিয়া মদন চুপ করিল।

বিপরীত দিকের চাতালে উপবেশন করিয়া অশোক বলিল, "থামলে কেন মদন? পুরো গানটা আমাকে শোনাও। ভারি চমৎকার তোমার গলা।"

স্মিতমুখে মদন বলিল, "এখনি আপনাদের রওনা হ'তে হবে,—দেরি হয়ে যাবে বাবু।"

"না, দেরি হবে না। আর, এমন চমৎকার গান শোনার জন্যে একটু যদি দেরিই হয়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই।"

অশোকের আগ্রহে এবং প্রশংসায় মনে মনে খুশি হইয়া মদন গান ধরিল—

"তুমি ভুবনমোহিনী তারা, কেন ভীষণ রূপ ধরি
মগন রণরঙ্গে।
তুমি নিখিলবিশ্বমাতা,
সমর কি সাজে সুত সঙ্গে!
সুজন দুর্জন কি মার সকাশে ভিন্ন?
তবে রোষ কর কি প্রসঙ্গে!
জ্ঞানহীন তব সুত রামপ্রসন্নে,
চাও গো করুণা-অপাঙ্গে।"

গান শেষ হইলে অশোক বলিল, "ভারি চমৎকার তুমি গান কর মদন। আর, তোমার এ গানটির রাগিণী আমার অতিশয় প্রিয় রাগিণী।"

মদন বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ বাবুমশায়, রাগিণীটি ভাল। এর নাম আশোয়ারী রাগিণী।"

অশোক বলিল, "হ্যাঁ, আশাবরী। কিন্তু মদন, তুমি নিত্য সকালে শুধু এই রাগিণীটিই গাও কেন? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইলে ভূতোর মা বোধ হয় একটু খুশি হয়।"

সহাস্যমুখে মদন বলিল, "ভূতোর মার কথা আর বলবেন না বাবুমশায়, রাগরাগিণীর বিষয়ে ও একেবারে পাথর। ওর কাছে আশোয়ারীই বা কি, আর কানাড়াই বা কি! ছেলেবেলায় আমাদের যেমন সব সায়েবের মুখ একরকম মনে হ'ত, ওর তেমনি সব রাগিণীর সুর একরকম মনে হয়।"

"কিন্তু সুর না বুঝুক, গানের কথা তো ও বোঝে মদন,—তুমি শুধু এই তারার গানটাই বা রোজ সকালে কেন গাও?"

মদনের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল। এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ঐ চরণ আশ্রয় ক'রেই যখন আছি বাবুমশায়, তখন সকালে উঠে আর কাকে ডাকব বলুন?"

"তারা বুঝি তোমার ইষ্টদেবতা?"

মদন এ কথার কোনো উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

স্মিতমুখে অশোক বলিল, "তা হ'লে বুঝতে পারছি, মুখে যা-ই বলুক না কেন, ভূতোর মারও এ গান ভাল লাগে।"

মদন বলিল, "তা মিছে বলেন নি বাবুমশায়, ভারি চাপা মানুষ, সব সময়ে মুখ দিয়ে মনটা ঢাকবার চেষ্টা করে। কিন্তু একটু খেয়াল ক'রে দেখলে ধরা প'ড়েও যায়। এই শনিবারের কথাই ধরুন না কেন, শনিবারে শনিবারে আমার দোকানে একটু গানের জলসা হয়—সেদিন

সকালে ঘুম ভাঙা থেকে আরম্ভ ক'রে রেতের বেলায় ঘুমোনো পর্যন্ত ঐ গানবাজনার জন্যে আমার নাকালের আর শেষ রাখবে না।—কিন্তু জলসার সময়ে একেবারে অন্য লোক। তখন লোকজনকে পান দেবে, চা দেবে, বিড়ি সিগ্রেট দেবে, এমন কি কোনো দিন বা ঘুঘনি, ফুলুরি ক'রে খাইয়েও দেবে; কিন্তু আমি কিছু বলতে চাই দিখি নি, অমনি ফ্যাঁস ক'রে উঠবে। এ কি ব্যাপার বলুন দেখি?"

অশোক বলিল, "সত্যি, মুখে আর মনে অনেক তফাত।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ,—মনটা নিতান্ত মন্দ নয়, ভালই বলা যেতে পারে,—কিন্তু মুখটা একেবারে আঁস্তাকুড়।"

"আঁস্তাকুড় নয় মদন, কাঁটাবন হয়তো বলতে পার। কিন্তু আর গল্প করলে সত্যিই দেরি হয়ে যাবে। তুমি এখানে ব'সে তোমার তারার গান গাইতে থাক, আমি শুনতে শুনতে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে নিই।"—বলিয়া অশোক প্রস্থান করিল।

১৫

জলযোগ এবং চা পান করিয়া অশোক ও নবগোপাল যখন রওনা হইতে উদ্যত হইল, তখন ঘন রক্তবর্ণে পূর্ব গগন রঞ্জিত করিয়া সূর্য উঠিতেছে। গরুর গাড়ির ছইয়ের ভিতর পাঁচু অশোকের শয্যা খুলিয়া বিছাইয়া দিয়া অপর দ্রব্য সকল গাড়ির এক পাশে সাজাইয়া লইয়াছিল।

মনিব্যাগ হইতে একখানা দশ টাকা নোট বাহির করিয়া মদনের হাতে দিয়া অশোক বলিল, "কম হবে না তো মদন?"

কিছু দূরে দাঁড়াইয়া নবগোপাল অশোককে শিবানীপুর পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে নিম্নকণ্ঠে পাঁচুকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিতেছিল, অপাঙ্গে একবার তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মদন তাড়াতাড়ি

নোটখানা ট্যাঁকে গুঁজিয়া ফেলিয়া প্রসন্ন মুখে বলিল, "কম কেন হবে বাবুমশায়, যথেষ্ট হয়েছে।"

মদনের কথা শুনিয়া কিন্তু ভূতোর মার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণনেত্রে মদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "যথেষ্ট হয়েছে কি রকম? সব টাকাটা তুমি রাখবে মনে করছ না-কি?"

মৃদু হাসিয়া মদন বলিল, "বাবুমশায় যখন দয়া ক'রে দিলেন, তখন রাখতে হবে বইকি।"

তেমনি ভ্রূকুটি করিয়া ভূতোর মা বলিল, "বাবুমশায় দিলেই যে তোমায় রাখতে হবে, এ কোন্ দিশি কথা শুনি? পাঁচ টাকা রেখে পাঁচ টাকা ফেরত দিলেও কালকের দু টাকা নিয়ে—সাত টাকাতেও তোমার যথেষ্ট লাভ থাকে না কি? আচ্ছা, কাল রেতে দুটো লোকের আর গাড়োয়ানের খাওয়া, আর আজ সকালে পথের জন্যে কিছু খাবার ক'রে দেওয়া—এর হিসেব কর তো দেখি কত হয়?"

অশোক বলিল, "সে হিসেব ক'রে কিছু যদি বেশি হয় তো সেটা তুমি ভূতোর ছেলের হাতে দিয়ো ভূতোর মা। তা হ'লে তো আর হিসেবে কোনো গোল থাকবে না?"—বলিয়া হাসিতে লাগিল।

টাকাকড়ির বিষয়েই আলোচনা চলিতেছিল, দূর হইতে তাহা অনুমানে বুঝিয়া নিকটে আসিয়া নবগোপাল অশোককে জিজ্ঞাসা করিল, "মদনকে টাকা দিলে নাকি অশোকবাবু?"

অশোক বলিল, "হ্যাঁ।"

"কত দিলে?"

একটা অপ্রীতিকর বাক্‌বিতণ্ডা এড়াইবার অভিপ্রায়ে কি ভাবে কথাটা বলিবে তাহাই হয়তো অশোক চিন্তা করিতেছিল, তাহার মধ্যে ভূতোর মা বলিয়া বসিল; "দশ টাকা।"

"কালকের দু টাকা ছাড়া?"

"হ্যাঁ, সে ছাড়া।"

এবার কিন্তু নবগোপাল আশ্চর্যরূপ তিতিক্ষা দেখাইল। অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কেবলমাত্র একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "টাকা তোমাকে কামড়াচ্ছে দেখছি অশোকবাবু।"

উত্তর দিল ভূতোর মা; বলিল, "সত্যিই কামড়াচ্ছে। এ কিন্তু ভারি অন্যায় কথা ভূতোর বাপের।"

"বিধাতা দিয়েছেন বাবুমশায়কে, আর বাবুমশায় দিচ্ছেন গরিব-গুরবোদের,—এর মধ্যে ভূতোর বাপের অন্যায় কোথায় পাচ্ছ ভূতোর মা?"—বলিয়া মদন হাসিতে লাগিল।

অশোক বলিল, "এবার যখন আসব, তখন তুমি যেমন হিসেব দেবে সেই মত আমি টাকা দোব ভূতোর মা। এবারকার হিসেব আমার ইচ্ছে মতই হ'তে দাও।"

ভূতোর মা বলিল, "ট্যাঁকে যখন ঢুকেছে, তখন তোমার ইচ্ছেমত হতে বাকি থাকবে না বাবা। কিন্তু আবার তুমি কবে আসবে তা কে জানে!"

অশোক বলিল, "উপস্থিত তো হয় আজ সন্ধ্যেবেলা, নয় কাল দুপুরে আসছি। তা ছাড়া, এখন জানা-শোনা হ'ল, কোনো-এক শনিবারে কলকাতা থেকে এসে ভাল ক'রে মদনের গান শুনতে হবে।"

ভূতোর মা বলিল, "এর জন্যে তোমার আর শনিবারে আসবার দরকার হবে না বাবা, এবার যেদিনই তুমি আসবে সেই দিনই গানের ব্যবস্থা করব। শিবানীপুর যাওয়া-আসার পথে আমাদের কিন্তু ভুলো না।"

"নিশ্চয় ভুলব না।"—বলিয়া অশোক গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল, এবং তাহার পশ্চাতে উঠিল নবগোপাল।

গ্রহণ করিবে, আশা এবং আশ্বাসের অভয়বাণীর দ্বারা সেই দুঃখশঙ্কাক্লিষ্ট পরিবেশের কতখানি গ্লানি অপসৃত করিতে সমর্থ হইবে,—কিছুই এখনো সুস্পষ্ট নহে। শুধু মাঝে মাঝে চক্ষের সম্মুখে জাগিয়া উঠে একজনের রোগবিশীর্ণ মুখ, এবং আর একজনের ভয়বিহ্বল দৃষ্টি ; এবং তাহার সহিত আশাবরী সুরের সূক্ষ্ম শ্রুতিবেদনা মিশ্রিত হইয়া একটা বিচিত্র রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে থাকে।

এইরূপ চিন্তাস্বপ্নে নিমগ্ন হইয়া মাইল চারেক পথ অতিক্রম করার পর অবশেষে অশোকেরও দুই চক্ষু প্রগাঢ় নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া আসিল। নবগোপালের অধিকারের বাইরে যে সামান্য একটু স্থান বাকি ছিল, তাহার মধ্যে সে কোনো প্রকারে শুইয়া পড়িল।

১৬

এবারও ঘুম ভাঙিল পাঁচু গাড়োয়ানের ডাকাডাকিতে। অশোক এবং নবগোপাল উভয়ে উঠিয়া বসিয়া দেখিল, দৌলতপুরের পাকা সড়ক কখন্ পশ্চাতে ফেলিয়া গাড়ি সঙ্কীর্ণ কাঁচা রাস্তায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাঁচু বলিল, "হরিপুরের মোড় এসেছে বাবু, এইখানে তো আপনি নেবে য়াবেন ?"

"হ্যাঁ।"—বলিয়া নবগোপাল একটা বড় রকম হাই তুলিয়া দক্ষিণ হস্তে তুড়ি বাজাইল, তাহার পর ছাতা লইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল।

শিবানীপুর পর্যন্ত না গিয়া নবগোপাল হরিপুরের পথে নামিয়া পদব্রজে গৃহে যাইবে, এ ব্যবস্থার কথা অশোক অবগত ছিল। তথাপি সে বলিল, "আপনাকে হরিপুরে পৌঁছে দিয়ে যাই নবগোপালবাবু, রোদ কড়া হয়েছে, আপনার কষ্ট হবে।"

"রোদ কড়া হয়েছে তো এ রয়েছে কেন ?"—বলিয়া নবগোপাল

হাসিমুখে ছাতা আগাইয়া দেখাইল। তাহার পর নিকটে আসিয়া নিম্ন-কণ্ঠে বলিল, "বৈকেল চারটে সাড়ে চারটের সময়ে আমি আসব। আমাকে দেখে যেন চেনো না, যেন প্রথম দেখলে—অপর লোকের কাছে এই রকম ভাব ক'রো। বুঝলে ?"

এ সকল পরামর্শই পূর্বে হইয়াছিল, তথাপি অশোক হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।"

"আর দেখ, ঐ ভবতারামাসি একটি খাণ্ডার মেয়েমানুষ, ওর সঙ্গে বেশি মেলামেশা, বেশি কথাবার্তা ক'রো না,—ঐ দু-চারটে আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো মামুলি কথা, বুঝলে ?"

ঘাড় নাড়িয়া অশোক সম্মতি জানাইল।

দুই-চার পা আগাইয়া গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া নবগোপাল বলিল, "আর একটা কথা অশোকবাবু। এই শেরাবোন মাসে একটা বিয়ের তারিখ ঠিক ক'রে এবারে একেবারে 'ফাইনেল' কথা দিয়ে এসো ভাই, তা হ'লে গিরিমাসি হয়তো বেঁচে উঠবে। বুঝলে ? একেবারে 'ফাইনেল' কথা।"

অশোক বলিল "দেখি।"

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া নির্বন্ধসহকারে নবগোপাল বলিল, "দেখি বললে হবে না ভায়া। সে তোমাকে একেবারে সোয়ামী ব'লে ধ'রে রেখেছে। বল, 'আচ্ছা'।"

মৃদু হাসিয়া অশোক বলিল, "কাল তো আপনাকে সব কথা বলেছি, একেবারে 'আচ্ছা' কি ক'রে বলি বলুন ?"

"পাঁচু !"

গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়া নবগোপালের সম্মুখে আসিয়া পাঁচু বলিল, "বাবু।"

"যা বলেছি মনে থাকে যেন। খবরদার কেউ যেন জানতে না পারে।"

মাথা নাড়িয়া পাঁচু বলিল, "না বাবু, কেউ জানতে পারবে না, আপ
নিশ্চিন্তি থাকুন।"

"আচ্ছা, যত্ন ক'রে বাবুকে শিবানীপুর নিয়ে যাও। তারপর আ
হোক, কাল হোক, বাবুকে সাতক্ষীরের বাসে তুলে দিয়ে তবে তোমা
ছুটি।"

"যে আজ্ঞে বাবু, তাই হবে।

"আচ্ছা, গাড়ি ছেড়ে দাও।"—বলিয়া নবগোপাল ছাতা মাথায় দি
হরিপুরের পথে নামিয়া গেল। পাঁচুও গাড়িতে উঠিয়া বলিয়া মুখে হিররে
হিররে শব্দ করিতে করিতে এবং দুই হস্তের প্ররোচনায় বলদদ্বয়কে
অতি-মাত্রায় উত্তেজিত করিতে করিতে সজোরে গাড়ি ছুটাইয়া চলিল।

প্রায় পোয়া মাইলটাক পথ ঐ বেগে আসিবার পরও পাঁচুর উৎসাহ
শিথিল হইতেছে না দেখিয়া অশোক প্রতিবাদ না করিয়া পারিল না;
বলিল, "পাঁচু, তোমার গাড়িতে স্প্রিং নেই, সে কথা একেবারে
ভুলো না।"

গাড়ির গতি কিছু মন্থর করিয়া পাঁচু বলিল, "কেন বাবু, কষ্ট হচ্ছে
না-কি?"

"তা একটু হচ্ছে বইকি।"

"আচ্ছা, তা হ'লে মিঠে চালেই চলি।"—বলিয়া গতি আরও কিছু
মন্থর করিয়া পাঁচু পূর্বের চাল অবলম্বন করিল।

গরুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া অশোক গরুর প্রশংসা করিয়া বলিল,
"তোমার গরু দুটি কিন্তু খুব চমৎকার পাঁচু, প্রায় ঘোড়ার মত
দৌড়েছিল।"

পাঁচু বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, বলদ দুটি আমার খুব তাগড়া।
আপনি নিষেধ না করলে ঐ চালে আমি শিবানীপুর পর্যন্ত আপনাকে
নিয়ে যেতাম।"

শুনিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিয়া অশোক বলিল, "পাকা সড়ক হ'লে তেমন কিছু আপত্তি ছিল না পাঁচু, কাঁচা রাস্তায় একটু কষ্ট হয়।"

এ কথায় আপত্তি করিয়া পাঁচু বলিল, "আজ্ঞে না বাবু, কাঁচা রাস্তায় যদি ধুলো কাদা আর খাল না থাকে, তা হ'লে পাকা সড়কের চেয়েও আরাম বেশি। কাল বৈকেলে বিষ্টি হয়েছিল ব'লে ধুলো নেই, আর আজ সকাল থেকে খাড়া রোদ্দুর পেয়েছে ব'লে কাদাটুকুও ম'রে গেছে। সামনে তাকিয়ে দেখুন না, মনে হচ্ছে যেন পিচ-বাঁধানো পথ।"

পাঁচর কথা শুনিয়া শঙ্কিত হইয়া পথ এবং গরুর প্রসঙ্গ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অশোক বলিল, "শিবানীপুর আর কত দূর পাঁচু ?"

বলদদ্বয়ের পুচ্ছমূলে সামান্য কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া পাঁচু বলিল, "আর বেশি দূর নেই বাবু, বড় জোর পোয়া দেড়েক পথ হবে। সামনের ঐ লোকনাথপুর গ্রাম পার হ'লেই মাঠের ওপারে শিবানীপুরের গাছপালা নজরে পড়বে।"

লোকনাথপুরে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্বেই কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটিল। লোকনাথপুরের দিক হইতে একজন পথিক আসিতেছিল, নিকটবর্তী হইলে পাঁচুকে দেখিয়া সে বলিল, "কোথাকার সওয়ারি পাঁচু ? লোকনাথপুরের ?"

গাড়ি থামাইয়া ঘাড় নাড়িয়া পাঁচু বলিল, "না, তোমাদেরই গাঁয়ের—শিবানীপুরের।"

"শিবানীপুরে কাদের বাড়ি যাচ্ছ ?"

"মুখুজ্জেদের বাড়ি।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভাবিয়া পথিক বলিল, "আহা, আজ ভোর-সকালে মুখুজ্জেদের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে গেল !"

পথিকের কথা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিয়া অশোক বলিল, "বল কি হে! কি দুর্ঘটনা ঘটল ?"

অশোকের প্রতি দৃক্‌পাত করিয়া পথিক বলিল, "আজ্ঞে, মুখুজ্জেদে ছোটগিন্নী দেহ রক্ষে করলেন।"

বিস্মিত আর্ত কণ্ঠে আশাক বলিল, "সে কি! গিরিবালা দেবী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিই। রাত তিনটে পর্যন্ত এক রকম ভালই ছিলে তারপর নাড়ি খারাপ হতে আরম্ভ হয়। পুণ্যের শরীর, চোখ বোজবা আগে পর্যন্ত কথা কয়েছেন।" তাহার পর পাঁচুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয় বলিল, "অজু চাটুজ্জে, পঞ্চানন গোঁসাই—কারো আসতে আর বাকি নেই অমন মানুষ তো হবে না, সকলেই ভক্তি করত, ভালবাসত।"

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "এখনো বাড়িতে আছেন? না—"

অশোকের অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে পথিক বলিল, "আজ্ঞে না এই কতক্ষণ হ'ল নিয়ে গেছে।" শিবানীপুরের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয় বলিল, "কই, ধুঁয়া দেখা যায় না,—এখনো বোধ হয় সৎকার আরম্ভ হয় নি।"

"তাঁর মেয়ে বাড়িতে আছেন, না, সঙ্গে গেছেন, তা জান?"

"আজ্ঞে, শক্তিদিদিমণি সঙ্গে গেছেন। যেমন মা, তেমনি মেয়ে। চোখ দিয়ে অনবরত জল ঝরছে, কিন্তু চেঁচিয়ে কান্নাকাটির কোনো উৎপাত নেই।"

আর কালাতিপাত না করিয়া অশোক বলিল, "পাঁচু, গাড়ি চ[illegible]"

গাড়ি ছাড়িয়া দিয়া পাঁচু বলিল, "ছোটগিন্নী আপনার [illegible] হতেন বাবু?"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া অশোক বলিল, "তুমি শিবানীপুরের শ্মশান জান পাঁচু?"

"জানি বইকি বাবু। জন্মাবধি এই অঞ্চলে মানুষ, আর শিবানীপুরের শ্মশান জানি নে!"

"তবে আগে আমাকে সেখানেই নিয়ে চল। যত শীঘ্র পার।"

অশোকের আদেশ শোনা মাত্র পূর্বের ন্যায় মুখ এবং হস্তের সাহায্যে বলদদ্বয়কে প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত করিতে করিতে পাঁচু গাড়ি ছুটাইয়া চলিল। লোকনাথপুর ছাড়াইয়া কিছু দূর গিয়া সদর রাস্তা হইতে মাঠের পথে নামিয়া পড়িয়া পাঁচু বলিল, "আর এসে পড়েছি বাবু। ঐ যে সামনে একটা বড় পাকুড়গাছ দেখছেন, ঐ পর্যন্ত গাড়ি যাবে। তার একটু পরেই শ্মশান।"

পাকুড়গাছতলায় গাড়ি পৌঁছিলে অশোক তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল।

পাঁচু বলিল, "এই পায়ে-হাঁটা পথ ধ'রে সোজা একটুখানি গেলে সামনেই পড়বে শ্মশান। ডাইনে বাঁয়ে কোনো দিকে যাবেন না। আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম, কিন্তু চোর-ছ্যাঁচোড়ের জায়গা, গাড়িতে জিনিসপত্র ছেড়ে যেতে সাহস হয় না বাবু।"

অশোক বলিল, "তোমার যাবার দরকার নেই পাঁচু, তুমি এইখানেই থাক।"—বলিয়া জুতা খুলিয়া গাড়িতে রাখিয়া পাঁচুর প্রদর্শিত পথ ধরিয়া নগ্নপদে সে অগ্রসর হইল।

ঘটনার আশ্চর্যতায় এবং আকস্মিকত্বে বাস্তব জগতের অসংশয়তার কঠিন চেতনা হারাইয়া অশোক যেন কোন্ স্বপ্নলোকের মধ্যে বিচরণ করিতেছিল। কাল বৈকাল পর্যন্ত যাহারা তাহার পরিচিত জগতের কেহও ছিল না,—সেই নবগোপাল, মদন চক্কোত্তী, ভূতোর মা, পাঁচু গাড়োয়ান, শিবানীপুরের পথিক,—সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নলোক রচিত করিয়াছে। কল্পনার কোনো সুদূর নিভৃত প্রদেশেও ছিল না শিবানী-পুরের এই ছায়াশীতল শষ্পাচ্ছাদিত বনপথ, যাহা আজ তাহাকে লইয়া চলিয়াছে অভাগিনী গিরিবালার চরম বিলয়ের স্থলে। কানের কাছে কেহ যেন গুঞ্জন করিয়া উঠিল মদন চক্কোত্তীর গানের একটা পদ—'তুমি নিখিলবিশ্বমাতা, সমর কি সাজে সুত সঙ্গে'। কিন্তু পরমুহূর্তে আশাবরী

রাগিণীর সেই উদাস-মধুর সুর রূপান্তরিত হইয়া গেল বর্ষাকালের কোনো বেগবতী নদীর কলধ্বনিতে। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া চোখে পড়িল কপোতাক্ষ নদের দ্রুতগতিশীল জলরেখা, এবং তাহার অল্প পরেই দৃষ্টি-গোচর হইল তটান্তবর্ত্তী শ্মশান-ভূমি। সেই শ্মশান-ভূমিও যেন একই স্বপ্নলোকের অলৌকিক রঙে রঞ্জিত। সংকার কার্যের উদ্যোগ-আয়োজনে রত পনেরো-ষোল জন ব্যক্তির মধ্যে কাহাকেও সে চেনে না; শুধু সজ্জিত চিতার উপর শায়িত গিরিবালার শবদেহ এবং একটা পাকুড়-গাছতলায় একটি তরুণী বিধবার পার্শ্বে উপবিষ্ট শক্তি তাহার পরিচিত।

নদীর উচ্চ পাড় হইতে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়া অশোক প্রথমে চিতাপার্শ্বে উপস্থিত হইল। তৎপরে ক্ষণকাল নির্বিষ্টনেত্রে গিরিবালার মৃত্যুপাংশু মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নত হইয়া যুক্তকরে বোধ করি গিরিবালার দেহবিমুক্ত আত্মার উদ্দেশ্যেই প্রণাম করিল।

অদৃষ্টপূর্ব, অপরিচিত, কান্তিমান যুবককে দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া দুই-একজন তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। সংক্ষেপে তাহাদের ঔৎসুক্য নিবৃত্ত করিয়া অশোক শক্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

অশোককে দেখিয়া পর্যন্ত শক্তি নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছিল, অশোক নিকটে আসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জিত করিয়া বলিল, "কখন্ এলে অশোকদা? বাড়ি গেছলে?"

অশোকের চক্ষু সিক্ত হইয়া আসিয়াছিল। রুমাল বাহির করিয়া চক্ষু মুছিয়া সে বলিল, "না, বাড়ি যাই নি। পথে খবর পেয়ে বরাবর এখানেই এসেছি। এত শীঘ্র এমন ব্যাপার হয়ে যাবে তা একবারও মনে করি নি শক্তি।"

এক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া শক্তি বলিল, "শেষ রাত্রে শরীর খারাপ হতে আরম্ভ হওয়া থেকে কতবার যে মা তোমার কথা বলেছেন তার

ঠিক নেই। সব শেষ হয়ে যাবার পাঁচ মিনিট আগেও তোমার নাম করেছেন। ভারি ইচ্ছে ছিল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়; কিন্তু একটুর জন্যে তা আর হ'ল না।" পুনরায় শক্তির দুই চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

অশোক এবং শক্তিকে অবাধে কথা কহিবার সুযোগ দিবার অভিপ্রায়ে বিধবা স্ত্রীলোকটি একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

অশোক বলিল, "দেখা হয়েছে শক্তি, আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার বাকি নেই। যে কথা বলবার জন্যে আমি এসেছিলাম, সে কথা এখানে এসে তাঁকে বলেছি। নিশ্চয় জেনো, আমার সে কথা তিনি শুনতে পেয়েছেন। তুমি শান্ত হও, নিশ্চিন্ত হও।"

বৈরাগ্যগভীর উদাস পরিবেশের মধ্যে উচ্চারিত এই আবেগগর্ভ বাণী সহসা এমন একটা অননুভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি করিল, যাহার মধ্যে অশোক এবং শক্তি বাক্‌শক্তি হারাইয়া ক্ষণকালের জন্য নির্বাক হইয়া রহিল। শুধু আর্দ্র চক্ষুর ব্যথিতকরুণ দৃষ্টি দিয়া ব্যক্ত হইতে লাগিল দুইটি আর্ত হৃদয়ের বেদনা এবং সমবেদনা।

মৌনভঙ্গ করিল শক্তি; বলিল, "এখানে থাকলে তোমার কষ্ট হবে অশোকদাদা, তুমি বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম কর। আমি মোহিনী-দিদিকে ব'লে দিচ্ছি, তিনি তোমাকে তাঁদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আমাদের বাড়িতে তো এ বেলা রান্না হবার উপায় নেই।"

অশোক বলিল, "সে সব কিছুর দরকার নেই শক্তি, আমি এখনি কলকাতায় ফিরে যেতে চাই, যদি না তুমি কোনো কারণে আমার এখানে থাকা একান্ত দরকার মনে কর। কিন্তু তুমি ভেবে দেখ, তোমাদের এ বিপদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে তুমি মোটের ওপর অসুবিধেয় পড়বে।"

এ কথা ভাবিয়া দেখিবার জন্য শক্তিকে বেশি বেগ পাইতে হইল না। এক দিকে অশোককে এবং অপর দিকে ভবতারাকে লইয়া তাহাকে হয়তো একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, সে দুশ্চিন্তা তাহার মনের মধ্যেও ছিল। তা ছাড়া, উপস্থিত কয়েক দিনের জন্য তাহাদের সংসারের যে অবস্থা হইল, তাহার মধ্যে অশোককে অনর্থক ধরিয়া রাখিয়া কোনো লাভ নাই। অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে সে বলিল, "শুধু আমার কথাই নয় অশোকদাদা, তোমারও কষ্ট হবে। কিন্তু তুমি নাওয়া-খাওয়া ক'রে একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর যেয়ো। মোহিনীদিদির সঙ্গে আমি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওঁরা খুব ভাল লোক; তুমি একটুও কুণ্ঠিত হ'য়ো না।"

"এর জন্যে তোমার মোহিনীদিদিকে ব্যস্ত করবার কোনো দরকার নেই। আমার সঙ্গে গাড়িতে যথেষ্ট খাবার আছে—টাটকা, আজ সকালে তৈরি করা। যা আছে তাতে, শুধু আমার নয়, পাঁচু গাড়োয়ানেরও পেট-ভরা হবে।"

"কিন্তু নাওয়ার কি করবে?"

"পাশের গ্রাম লোকনাথপুরে পথের ধারে একটা ভাল পুকুর দেখলাম, সেইখানেই নাওয়া-খাওয়া সেরে নেব।"

শুনিয়া শক্তির মুখে-চোখে ঈষৎ উদ্বেগের ছায়া দেখা দিল; বলিল, "সাঁতার জান তো অশোকদাদা?"

শক্তির আশঙ্কা দেখিয়া এত দুঃখের মধ্যেও অশোকের অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিল; বলিল, "জানি, কিন্তু ভয় নেই তোমার, সাঁতার কাটব না।" একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে একটা ঝোড়ায় কিছু ফল আর সন্দেশ আছে,—পাঁচুকে দিয়ে তোমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে যাই।"

মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "তার দরকার নেই অশোকদাদা!"

"দরকার হবে শক্তি;—যাঁর জন্যে এনেছিলাম, তাঁরই কাজে লাগবে।"

এ কথার শক্তি কোনো উত্তর দিল না,—শুধু দুই চক্ষু পুনরায় জলে ভরিয়া আসিল।

"শোন শক্তি।"

শক্তি তাহার সজল ব্যথিত নেত্রের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি অশোকের মুখের উপর স্থাপিত করিল।

"মাসিমার অভাবে তোমার যে ক্ষতি হ'ল তার পূরণ নেই, কিন্তু তবু তুমি ভয় পেয়ো না, আমি আছি। আজ তোমাকে এই কথাটা জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি যে, এখান থেকে যত শীঘ্র তোমাকে নিয়ে যেতে পারি, তার ব্যবস্থা করতে অবহেলা করব না। আচ্ছা, চললাম তা হ'লে।"

"এস।"

"কিছু টাকা রেখে যাব?—শ খানেক? এখন না-হয় তোমার মোহিনীদিদির কাছে রেখে দাও।"

ঘাড় নাড়িয়া শক্তি বলিল, "না।"

"না কেন শক্তি? এতে কিন্তু তোমার কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। তোমার আমার মধ্যে কুণ্ঠার স্থান আর নিশ্চয় নেই।"

"কুণ্ঠার কথা নয় অশোকদাদা, টাকা আমার কাছে এখনো আছে।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে থাক্। চিঠিপত্র সর্বদা দিয়ো। এই নির্বান্ধব জায়গায় তোমাকে ফেলে যেতে মনের মধ্যে ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করছি।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া হয়তো অশোককে কিছু আশ্বাস দিবারই অভিপ্রায়ে শক্তি বলিল, "একেবারে নির্বান্ধব নয়, নবগোপাল-দাদা আছেন।"

ব্যগ্রোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অশোক বলিল, "সত্যি, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। চমৎকার লোক নবগোপালবাবু। তাঁর কথাটা ভুলে যাওয়া আমার উচিত হয় নি। আচ্ছা চলি।"—বলিয়া অশোক প্রস্থান করিল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই কিন্তু সে ফিরিয়া আসিল। তাহার গতি-পথের দিকে চাহিয়া শক্তি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। নিকটে আসিয়া অশোক বলিল, "কথাটা আর একটু স্পষ্ট ক'রে দিয়ে যাই শক্তি। তোমার মাথায় সিঁদুর দেওয়াটাই শুধু বাকি রইল; তা ছাড়া, আর বড় কিছু রইল না। সেই কথা মনে রেখে যদি আমাকে এই আশ্বাসটুকু দাও যে, কোনো রকম দরকার হ'লে আমার ওপর ষোল আনা অধিকার খাটাতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবে না, তা হ'লে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি। লক্ষ্মীটি, এ কথা বলতেও কুণ্ঠিত হ'য়ো না।"

প্রণয়সুরভিত সোহাগের এই নির্বিকল্প প্রকাশের মহিমায় শক্তির মুখমণ্ডল আশ্বাসে-আনন্দে রক্তাভ হইয়া উঠিল। সলজ্জ নেত্রে অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া বলিল, "আচ্ছা।"

আর কোনো কথা না বলিয়া অশোক প্রস্থান করিল। নদীর পাড়ের উপর উঠিয়া একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল, তখনো শক্তি ঠিক একই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত শ্মশান-ভূমির উপর সে দৃষ্টি স্থাপিত করিল। চিতার উপর গিরিবালার শবদেহ তেমনি শুইয়া আছে, অদূরে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান শক্তির নিঃশব্দ নির্বাক মূর্তি, কিছু দূরে পাঁচ-সাতটা শকুনি কিসের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছে সে কথা শুধু তাহারাই জানে, কঙ্কালসার দুইটা কুকুর মুখ নীচু করিয়া শুঁকিয়া শুঁকিয়া খাদ্যবস্তুর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, সম্ভবত মুখাগ্নির জন্য কয়েক ব্যক্তি একটা মশাল প্রস্তুত করিবার কার্যে ব্যস্ত, এবং পশ্চাতের

পটভূমিকায় মহাকালের প্রতীক স্বরূপ ফেনোচ্ছ্বসিত কপোতাক্ষের সঞ্চরমাণ জলরাশি ইহলোকের নশ্বরতা প্রকাশ করিতে করিতে বহিয়া চলিয়াছে।

অশোকের মনে হইল, সে যেন অবস্থান করিতেছে বাস্তব জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন কোনো এক ছায়াচিত্রের অলীক দৃশ্যের সম্মুখে। একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে পূর্বকথিত বনপথে প্রবেশ করিল। চলিতে চলিতে কপোতাক্ষর কলরোল মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া আসিতেছিল। তাহারই মধ্যে সহসা এক সময়ে তাহার মনে হইল, কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে সেই নদীজলকল্লোল আশাবরী রাগিণীর উদাস সুরে রূপান্তরিত হইয়াছে, এবং সেই সুরের মধ্যে যেন ধ্বনিত হইতেছে মদন চক্রবর্তীর গানের পদ,—'তুমি নিখিলবিশ্বমাতা, সমর কি সাজে সুত সঙ্গে'!

১৭

দিন পনেরো পরের কথা।

সন্ধ্যা হইতে তখনো কিছু বিলম্ব ছিল। কলিকাতার বাসায় পড়িবার ঘরে বসিয়া অশোক তাহার বন্ধু প্রণবনাথের সহিত চা পান করিতে করিতে কথোপকথন করিতেছিল। বয়সে অশোক প্রণব অপেক্ষা যৎসামান্য বড় হইলেও, একই সময়ে একই কলেজে উভয়ে কলেজ-জীবন আরম্ভ করিয়াছিল। পরিচয়ের প্রথম দিবস হইতেই উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ ক্রমশ বাড়িয়া বাড়িয়া অবশেষে তাহা প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া এই পরিণতির মূলে উভয়ের রুচি এবং প্রকৃতিগত মিলই যে শুধু ছিল, তাহা নহে; বৈষম্যও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু এ সেই শ্রেণীর বৈষম্য যাহা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণকে শিথিল না করিয়া প্রবলই করে। অশোক যতটা ছিল দুর্বলপ্রকৃতি, প্রণব ততটা ছিল

দৃঢ়চরিত্র; অশোক যদি ছিল সৌন্দর্যের উপাসক তো প্রণব ছিল শক্তির; সঙ্গীতে অশোক যতটা ছিল খেয়ালের অনুরাগী, প্রণব বোধ করি ততটাই ছিল ধ্রুপদের; ইতিহাসের প্রতি যতটা অনাগ্রহ ছিল অশোকের, কাব্যের প্রতি প্রণবের ততটাই অনাগ্রহ দেখা যাইত। এই কাব্য এবং ইতিহাস, ধ্রুপদ এবং খেয়াল ইত্যাদি সংক্রান্ত মতভেদ লইয়া উভয়ের মধ্যে বিতর্কের অন্ত ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া সেই সকল বিতর্কের হাত ধরিয়া কোনোদিন বিরোধকে উপস্থিত হইতে দেখা যায় নাই।

সমাজ-দেহে বিপ্লবের শুভকারিতা কতটা আছে অথবা নাই, সেই সম্বন্ধে আজ আলোচনা চলিতেছিল।

অশোক বলিল, "রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ধাইল প্রচণ্ড ঝড় বাধাইল রণ; কে শেষে হইল জয়ী? মৃদু সমীরণ।' এ কথা বিধাতার প্রকৃতির বিষয়ে যেমন সত্যি, মানুষের সমাজের বিষয়েও তেমনি। তুমি যাকে বিপ্লব বলছ, রবীন্দ্রনাথ তাকেই ঝড় বলেছেন।"

প্রণব বলিল, "বলেছেন, কিন্তু কাব্যে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে যেটা সরস ক'রে বলেছেন, সেটা যদি বাস্তবের একটা সূত্র ব'লে জীবনে খাটাতে যাও তা হ'লে ভুল করবে। 'অমৃতং বালভাষিতং'-এর অর্থ হচ্ছে একটি এক বৎসরের শিশু যদি কাকাকে মামা ব'লে ডাকে তা হ'লে সেটা অসঙ্গত হ'লেও আমাদের মিষ্টি লাগে। তেমনি অমৃতং কাব্যভাষিতং—অর্থাৎ কাব্যে যেটা মিষ্টি লাগে, বাস্তবেও সেটা সব সময়েই সত্যি হবে, তার কোনো মানে নেই। মানব-সমাজের ইতিহাসের ধারা যদি পরীক্ষা ক'রে দেখ, তা হ'লে দেখবে, যত কিছু বড় আর দ্রুত পরিবর্তন তা বিপ্লবের দ্বারাই হয়েছে।"

পেয়ালার শেষ চা-টুকু নিঃশেষে পান করিয়া অশোক বলিল, "ইতিহাসকেও সব সময়ে বিশ্বাস ক'রো না প্রণব, ইতিহাসও সব সময়ে

সত্যি কথা বলে না। একজন খুব নামজাদা ইংরেজ লেখক ইতিহাসের বিষয়ে কি বলেছিল, শুনবে?"

"কে ইংরেজ লেখক?"

এক মুহূর্ত মনে করিবার চেষ্টা করিয়া অশোক বলিল, "নামটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না।"

প্রণব বলিল, "তবে শুনে কি হবে? নাম না বললে যা বলবে তা প্রমাণগ্রাহ্য হবে না।"

হাসিমুখে অশোক বলিল, "তা হ'লে নামটা না-হয় আপাতত অশোকনাথ বাঁড়ুজ্জেই ধরা যাক। আমি বললে চলবে তো?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া প্রণব বলিল, "না, তাও ঠিক চলবে না। তুমি হচ্ছ এ মামলার বাদী পক্ষ, তোমার উক্তি বিনা প্রমাণে কি ক'রে চলতে পারে? তবুও, কথাটা কি শুনি?"

অশোক বলিল, "ইতিহাস-উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য কি—এই প্রশ্নটি সেই ইংরেজ লেখক তুলেছিলেন; এবং নিজেই সে প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ইতিহাসে জায়গার নাম, লোকের নাম, সন তারিখ এইগুলো সব ঠিক, আর-সমস্তই ভুল,—আর উপন্যাসে নাম ধাম তারিখগুলোই কল্পিত, বাকি সমস্ত ঠিক। পুরো না হ'লেও কথাটা যে খানিকটা সত্যি, তার প্রমাণ রয়েছে লালদীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে সম্প্রতি-ভেঙে-ফেলা ব্ল্যাক্‌হোল মনুমেণ্টে।"

"তবে ভাল ক'রে আর এক পেয়ালা চা ফরমাশ কর।"—বলিয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া প্রণব সমারোহের সহিত তর্ক করিবার জন্য কোমর বাঁধিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই অভিলষিত তর্কের পথে অচিন্তিত বাধা উপস্থিত হওয়ায় তর্ক আর হইল না।

পাচক গোবিন্দ একতলা হইতে এমন অদ্ভুত একটা সংবাদ লইয়া আসিল, যাহা শুনিয়া উৎকট দুশ্চিন্তায় অশোকের ললাট কুঞ্চিত হইয়া

উঠিল। গোবিন্দর কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া পাংশু মুখে সে বলিল, "একটি বাবুর সঙ্গে একটি মেয়েছেলে এসেছেন ?"

ঘাড় নাড়িয়া গোবিন্দ বলিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"ঘোড়ার গাড়ি ক'রে ?"

"ঘোড়ার গাড়ি ক'রে।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "বাবুটি ফরসা, না, কালো ?"

"আজ্ঞে, খুব কালো।"

শুনিয়া অশোকের মুখে আর এক পোঁছ কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রণবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তুমি ব'স প্রণব, এখনি আসছি আমি।"

উৎসুক হইয়া প্রণব জিজ্ঞাসা করিল, "কে এলেন অশোক ?"

"দেখি, কে।"—বলিয়া অশোক প্রস্থান করিল। কিন্তু দেখিবার তেমন কিছু প্রয়োজন ছিল না, সদর-দরজায় উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, মনে মনে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল ঠিক তাই, বাম বগলে একটা ছোট পোঁটলা চাপিয়া এবং দক্ষিণ হস্তে একটা চামড়ার ব্যাগ ঝুলাইয়া পথে দাঁড়াইয়া নবগোপাল কোচমানের সহিত কথা কহিতেছে।

পাশের বাড়িতেই নূতন ভাড়া পাইয়া কোচমান নবগোপালের নিকট হইতে ভাড়া চুকাইয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। নবগোপাল তাহাকে উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতেছিল, "আরে বাপু, ফস্ ক'রে যেখানে-সেখানে মেয়ে সওয়ারি নামালেই হ'ল ? আগে বাবুকে দেখে বাড়ি সনাক্তো হোক, তবে তো নামাব।"

ইঙ্গিতে পিছন দিক দেখাইয়া দিয়া কোচমান বলিল, "ঐ বাবু এসেছেন।"

পিছন ফিরিয়া অশোককে দেখিয়া এক গাল হাসিয়া নবগোপাল

বলিল, "ঠিক। তা হ'লে ঠিকই এসেছি।" তাহার পর কোচমানের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক বাড়ি,—আর কোনো সন্দেহ নেই।"

সহাস্যমুখে কোচমান বলিল, "তা হ'লে বাড়ি সনাক্ত হ'ল তো বাবু ?"

নবগোপাল বলিল, "নিশ্চয় হ'ল।" তাহার পর অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কথায় বলে—কলকাতা শহর, সাবধান হয়ে কাজ করা উচিত, নয় কি ভায়া ?"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া অশোক বলিল, "ব্যাপার কি নবগোপালবাবু ?"

অশোকের প্রশ্নের ফলে নবগোপালের মুখের উৎফুল্ল ভাব নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। কণ্ঠের স্বর গভীর করিয়া সে বলিল, "ব্যাপার খুবই গুরুচরণ। আজ থেকে আট দিন পরে, শেরাবন মাসের দশুই তারিখে, অজু চাটুজ্জের এক মুখ্খু মাতাল শালার সঙ্গে শক্তির বিয়ে দেওয়ার সমস্ত ষড়যন্ত্রো একেবারে পাকা। আমি সেই ষড়যন্ত্রোর বাড়া আর এক ষড়যন্ত্রো চালিয়ে শক্তিকে একেবারে তোমার কাছে এনে হাজির করেছি। সে এক মস্ত বড় কেচ্ছা রে ভায়া।"

ভাড়ার তাগাদা ভুলিয়া কোচমান গভীর মনোযোগের সহিত নবগোপালের কথা শুনিতেছে লক্ষ্য করিয়া অশোক বলিল, "আচ্ছা, পরে সব শুনব।" তাহার পর গাড়ির পাশে শক্তির নিকট উপস্থিত হইল।

নামিবার ঈষৎ উপক্রম করিয়া অশোকের প্রতি চাহিয়া দেখিয়া শক্তি বলিল, "নাবব ?"

"আমার কাছেই আসছ তো ?"

"তা ছাড়া আর কার কাছে আসব ?"

সহসা বিনা নোটিসে পুরুষের নারীহীন বাসায় শক্তি আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় অশোকের মনের একটা দিক বেশ খানিকটা বিব্রত এবং বিরক্ত

হইয়া উঠিয়াছিল; বাহিরে সে ভাব যথাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়া সে বলিল, "তা হ'লে নাববে বইকি।"

কিন্তু তথাপি শক্তি বুঝিতে পারিল, অশোকের অভ্যর্থনার সুর সম্পূর্ণ কুণ্ঠাহীন নহে। গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত সে বলিল, "সেদিন শিবানীপুরে তুমি আমাকে যে অধিকার দিয়ে এসেছিলে, এত শীঘ্র তা ব্যবহার করতে হ'ল ব'লে সত্যিই আমি লজ্জিত।"

অকস্মাৎ অনিবার্যভাবে যে বিরক্তি অশোকের মনের আকাশে দেখা দিয়াছিল, শক্তির সঙ্কোচ এবং ক্ষোভ প্রকাশক কথা শুনিয়া, সূর্যকিরণের স্পর্শে প্রভাতকালের লঘু খণ্ড-মেঘের ন্যায়, তাহা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। সমবেদনার সদয় কণ্ঠে হাসিমুখে সে বলিল, "অধিকার ব্যবহার করবার মত অবস্থাই যদি শীঘ্র এসে থাকে, তাতে তোমার লজ্জিত হবার কারণ নেই শক্তি। চল, ভিতরে চল।"

বিনোদ আসিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে দেখিয়া অশোক নবগোপালের পোঁটলা ও ব্যাগ ভিতরে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিল, তাহার পর কোচমানকে ভাড়া দেওয়া হইলে শক্তি ও নবগোপালকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে দ্বিতলে উপস্থিত হইল।

দ্বিতলে তিনখানা ঘর এবং একটা বন্ধ বারান্দা। উত্তর দিকের ঘরটা অশোকের শয়ন-কক্ষ, মাঝখানের ঘরটা তাহার বসিবার এবং পড়িবার ঘর, এবং দক্ষিণ দিকের সর্বোৎকৃষ্ট ঘরখানা মূল্যবান আসবাব-পত্রে সজ্জিত হইয়া অশোকের পিতা যাদবচন্দ্রের জন্য প্রস্তুত থাকে, কার্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিলে সে সেই ঘরে বাস করে।

সিঁড়ি ভাঙিয়া দ্বিতলের বারান্দায় উঠিলে প্রথমেই পড়ে যাদবচন্দ্রের ঘর। প্রত্যহ সে ঘর খোলা, বন্ধ করা, ঝাড়া-পোঁছা হয়; রাত্রে তালা দেওয়া থাকে। এখন খোলাই ছিল, কিন্তু পিতার জন্য পৃথকীকৃত কক্ষে

শক্তি এবং নবগোপালকে বসানো অশোক সমীচীন মনে করিল না; নিজের শয়ন-কক্ষে সহসা তাহাদিগকে লইয়া যাইতেও কোন্ দিক হইতে কেমন একটু বাধিল। বাকি রহিল বারান্দায় প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় ঘর, অর্থাৎ তাহার পাঠকক্ষ। অগত্যা সেই ঘরের সম্মুখে আসিয়া অশোক তাহার অতিথিদ্বয়কে লইয়া দাঁড়াইল।

ভিতরে বসিয়া ছিল প্রণব। দরজার সম্মুখে অভ্যাগতগণসহ অশোককে দেখিয়া, বিশেষত তাহাদের মধ্যে একজন অপরিচিত যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া, সে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। তাহাকে বাধা দিয়া অশোক বলিল, "পালাতে হবে না, ব'স তুমি প্রণব।" তাহার পর শক্তি এবং নবগোপালকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমার বন্ধু প্রণবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।" তৎপরে প্রণবের দিকে চাহিয়া কহিল, "ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী শক্তি মুখোপাধ্যায়।"

শক্তিকে নমস্কার করিয়া, এবং বিনিময়ে তাহার নিকট হইতে প্রতি-নমস্কার পাইয়া প্রণব বলিল, "আমাকে তো তোমার বন্ধু ব'লে পরিচয় দিলে অশোক, কিন্তু ইনি তোমার কে হন—এঁর সে পরিচয় তো তুমি দিলে না?" তাহার পর শক্তিকে সম্বোধন করিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "সে আপনি যা-ই হোন না কেন, পরেই না-হয় তা হবেন, আমার কিন্তু এখন থেকেই বউদি হলেন আপনি। দেখুন, আসলের আগেই আপনার ফাউ লাভ হয়ে গেল। রাম না পেতেই লক্ষ্মণ।" বলিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু শক্তির লজ্জানত মুখের রক্তিমার মধ্যেই বেদনার ম্লান ছায়া লক্ষ্য করিয়া সহসা একটা কথা মনে পড়িয়া তাহার মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল। কৌতুক-তরল কণ্ঠস্বরকে গভীর করিয়া লইয়া সে বলিল, "আমার এ সব কথা থেকে হয়তো আপনি বুঝতে পাচ্ছেন যে, আপনাদের অনেক কথাই আমার জানা আছে। তাই, সম্প্রতি যে দুঃখ আপনি পেয়েছেন

সে কথা ভুলে থেকে অন্য কথা পাড়ার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি মিস্ মুখার্জি। আমি আপনাকে আমার অন্তরের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।"

শক্তি কোনো দিনই প্রণবকে দেখে নাই, সম্ভবত অশোকের কাছে কোনো দিন তাহার বিষয়ে কোনো কথাও শুনে নাই, কিন্তু তাহার মাতৃ-বিয়োগের কথা উপলক্ষ করিয়া এই অনাবশ্যক ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া এবং সমবেদনা প্রকাশ করা তাহাকে তাহার অন্তরের অনেকখানি পরিচয়ই দিয়া গেল। মুখে সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার সজল নেত্রের সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি দিয়া সে-কাজ সে সম্পন্ন করিল।

নবগোপালকে দেখাইয়া অশোক বলিল, "ইনি নবগোপাল চট্টোপাধ্যায়—শক্তির দাদা।"

অশোকের কথা শুনিয়া নবগোপালের ঘন-কৃষ্ণ মুখমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় সাদা সাদা দুই পাটি দন্ত বিচ্ছুরিত হইল। বলিল, "আর, তোমার কে হই, তা তো বললে না?" তাহার পর প্রণবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "সম্বন্ধী বলতে লাজ হচ্ছে।"

স্মিতমুখে প্রণব বলিল, "সে কথা বলতে ওর লজ্জা হবে কেন? বরং গর্ব হবারই তো কথা।"

এই গর্বিত হইবার কথার ষোল আনা মূলই নিজের মধ্যে আরোপ করিয়া নবগোপাল কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। শিষ্টতাসঙ্গত বিনয়ের মৃদু সঙ্কোচ মুখে ফুটাইয়া সে বলিল, "না, না, আমি আর এমন কি, যাতে আমার জন্যে গর্ব হবে?" তাহার পর এই কথার সূত্র ধরিয়া আর একটা কথা মনে পড়ায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা অশোক তোমাকে সব বলেছে বুঝি?"

"বলেছে।"

"সে কথাও?"

নবগোপালের অনেক বিবরণই অশোকের নিকট প্রণব পাইয়াছিল।

চক্ষের সম্মুখে তাহার বাস্তব অভিনয় দেখিয়া যৎপরোনাস্তি পুলকিত হইয়া স্মিত মুখে বলিল, "বোধ হয় সে কথাও।"

এই 'বোধ হয়'-এর মধ্যে যেটুকু অনিশ্চয়তা থাকিবার কথা তাহাকে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে নবগোপাল বোধ করি কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া অশোক বলিল, "এ সব কথার আগে আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে নবগোপালবাবু।" বলিয়া তাহাকে বারান্দায় লইয়া গিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে শক্তির বিয়ে হবার কথা আপনি কারো কাছে, বিশেষ ক'রে আমার চাকর-বামুনের কাছে, কখনো যেন বলবেন না।"

অশোকের কথা শুনিয়া উগ্র কৌতূহলে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবগোপাল বলিল, "কেন বল দেখি? মানে আছে বুঝি?"

"খুব কঠিন মানে আছে।"

কঠিন মানে আছে শুনিয়া নবগোপাল মনে মনে চিন্তিত হইয়া উঠিল। উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল, "তা থাক্, কিন্তু বিয়ে তোমাদের ঠিক হবে তো অশোকবাবু?"

"তাড়াতাড়ি না ক'রে একটু সবুর ক'রে থাকলে, আর, এ কথা নিয়ে যার তার সঙ্গে অনাবশ্যক চর্চা না করলে, না হবার তো কোনো কারণ দেখি নে।"

কড়ার এবং শর্তের দ্বারা অনিশ্চিত অশোকের এই আশ্বাসবাণী নবগোপালের নিকট যথেষ্ট ঋজু এবং স্পষ্ট মনে হইল না। চিন্তিত মুখে সে বলিল, "শেরাবোন মাস প'ড়ে গেছে, এখন তাড়াতাড়ি না করলে সেই অঘ্রাণ মাসের আগে তো আর নয়! তা ছাড়া যার তার সঙ্গে চর্চা ক'রেই বা কি দরকার? বল তো তোমাদের গাঁয়ে গিয়ে খোদ কর্তার সঙ্গে দেখা ক'রে একেবারে বিয়ের তারিখ ঠিক ক'রে আসি।"

প্রস্তাব শুনিয়া অশোকের চক্ষু বিস্ফারিত হইল। সভীতি কণ্ঠে

সে বলিল, "খবরদার নবগোপালবাবু, খবরদার এমন কর্ম করবেন না।"

ততোধিক বিস্ফারিত নেত্রে নবগোপাল বলিল, "কেন বল দেখি?" তাহার পর উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, "এরও মানে আছে বুঝি?"

"নিশ্চয় আছে। খুব শক্ত মানে।"

"আমাকে বলা উচিত নয়?"

একটু ইতস্তত করিয়া মাথা নাড়িয়া অশোক বলিল, "এখন হয়তো নয়।"

বিরক্তিবিরূপ মুখে নবগোপাল বলিল, "নাঃ! এমন জানলে—। কিন্তু না এনেই বা করি কি! শিবানীপুরে বাঘ, হরিপুরে কুমীর,—কোথায় রাখি তা বল?"

"কুমীর আবার কে?"

অশোকের প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত কণ্ঠে নবগোপাল বলিল, "কি আশ্চর্য! সে কথাও বলতে হবে নাকি? আমি গো, আমি,—আমি কুমীর। তোমার ইস্তিরী হবে, তাইতেই শক্তি এখানে আসায় তোমার মুখ শুকিয়ে আমসি,—আর ওই সোমোখো সুন্দরী মেয়েকে হরিপুরে নিয়ে গেলে আমার সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে বাবা কি ক'রে চিরকাল [illegible]তে ঠাঁই দেয় বল দেখি? তাই তোমার মাল তোমার ঘাটে পে[illegible] দিয়ে এখন আমি নিশ্চিন্তি। কিন্তু নিশ্চিন্তিই বা কি ক'রে বলি? তুমি তো তোমার চাকর-বামুনকে কোনো কথা বলতে নিষেধ করছ, কিন্তু তারা যদি আমাকে শক্তির কথা শুধোয় তা হ'লে কি বলব, তা বল?"

কথা মিথ্যা নহে। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "বলবেন, আপনি আমার বন্ধু, আর শক্তি আপনার দূর-সম্পর্কের বোন, কয়েক দিনের মধ্যে ইস্কুলে আর হোস্টেলে ভর্তি হবে।"

অশোকের কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে নবগোপাল বলিল, "ইস্তিরী যে হবে, তাকে বন্ধুর দূর-সম্পর্কের বোন কি ক'রে বলব গো!"

নবগোপালের কথা শুনিয়া অশোকের মুখ শুকাইল। মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "এখনো তো তা হয় নি—এখনো তো তার দেরি আছে।"

"কত দেরি আছে?"

"তা কিছুটা আছে তো।"

কথাটা স্পষ্টতর করিবার জন্য নবগোপাল আর পীড়াপীড়ি করিল না, কিন্তু মনটা তাহার চিন্তাভারগ্রস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "কাল সকালে আমি হরিপুর রওনা দেব। তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে খবর জানিয়ো ভাই।"

অশোক বলিল, "তা নিশ্চয় জানাব। কিন্তু কালই কেন যাবেন, দু-চার দিন থেকে যান না এখানে।"

সজোরে মাথা নাড়িয়া নবগোপাল, "না, তা কিছুতেই হয় না। শিবানীপুর যাচ্ছি ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। কাল সন্ধ্যের মধ্যে হরিপুরে না পৌঁছলে একটা হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে।" নবগোপাল আর কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির গ্লানি লাগিয়া রহিল।

মিনিট দশ-পনেরো পরে অশোককে একান্তে পাইয়া শক্তি বলিল, "খুব ভাবিত করেছি তোমাকে, না?"

মৃদু হাসিয়া অশোক বলিল, "ভাবিত, না, খুশি—কোন্‌টা বেশি করেছ, তা ঠিক বুঝতে পারছি নে। কিন্তু সে সব মনের ভেতরকার হিসেব-পত্র পরে করলেও চলবে, আপাতত শরীরের প্রতি একটু সুবিচার কর। মুখ দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত দিন অন্ন জোটে নি, মাথা দেখে মনে হচ্ছে স্নান হয় নি। একেবারে ষোল আনা পলাতকার অবস্থা। স্নান করবে তো?"

পথের ধূলি এবং ধকলে দেহ তো বটেই, উদ্বেগ এবং উত্তেজনায় মন

পর্যন্ত যেন চড়চড় করিতেছিল,—স্নানের প্রস্তাব মাত্রেই, শক্তি দেহ-মনে খানিকটা আরাম পাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "করব।"

"ওপরেই ঐ কোণের আড়ালে স্নান-ঘর আছে। সাবান তেল গামছা তোয়ালে সমস্তই সেখানে পাবে; কিন্তু শাড়ি তো আমার নেই শক্তি।" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "সায়াও যে নেই, সে কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য।"

অশোকের কথা শুনিয়া শক্তির মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল; বলিল, "ভয় নেই, শাড়ি সায়া আমার সঙ্গে আছে।"

"ঐ পুঁটলিতে?"

"হ্যাঁ। হরিপুর যাবার নাম ক'রে দুখানা শাড়ি, একটা সায়া, একটা জামা আর একখানা গামছা বেঁধে নিয়েছিলাম।"

"অ্যাটাসি কেসে কি আছে?"

"কিছু টাকা, আর মার আর আমার গহনা।"

"টাকা আছে কত?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া শক্তি বলিল, "হাজার দুয়েকের কিছু কম।"

অশোক বলিল, "যদিও চাকর-বামুন যথেষ্ট বিশ্বাসী, তবুও অ্যাটাসি কেসটা তুলে রাখ।"

"কোথায়?"

"তোমার আলমারির ভেতরে।"

বিস্মিত কণ্ঠে শক্তি বলিল, "আমার আলমারির ভেতরে?"

সহজ শান্ত কণ্ঠে অশোক বলিল, "হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তোমারই আলমারির ভেতরে। চাবির রিঙ আছে তোমার?"

"আছে।"

"কই, দেখি।"

পিছন হইতে অঞ্চলের প্রান্ত সম্মুখে আনিয়া শক্তি অশোকের সম্মুখে

চাবির রিঙ মেলিয়া ধরিল। অঞ্চল হইতে শক্তির রিঙটা খুলিয়া লইয়া নিজের রিঙ হইতে একটা দীর্ঘ চক্‌চকে এবং বিচিত্র গঠনের চাবি খুলিয়া শক্তির রিঙে পরাইয়া রিঙটা শক্তির হাতে ফিরাইয়া দিয়া অশোক বলিল, "এবার চল, তোমার আলমারি দেখিয়ে দিই।"

অশোকের শয়ন-কক্ষে মেহগিনি কাঠের একটা মূল্যবান সুদৃশ্য খর্ব আলমারি ছিল, যাহার মধ্যে টাকা-কড়ি এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থাকিত। শক্তিকে লইয়া সেই আলমারির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অশোক বলিল, "এই তোমার আলমারি, যার চাবি তোমাকে এখনি দিলাম। দরজা খুললে দেখবে, জিনিস-পত্র রাখবার অনেক রকম সুব্যবস্থা এর মধ্যে আছে। আমার টাকা-কড়ি এই আলমারিতে থাকে; তোমার অ্যাটাসি কেসের জিনিসপত্রও এর মধ্যে থাকবে।"

অশোকের মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া শক্তি বলিল, "তা থাকবে, কিন্তু চাবি তোমার কাছেই রাখ, নইলে তোমার অসুবিধে হবে।"

স্মিতমুখে অশোক বলিল, "কিন্তু, অসুবিধে ভোগ করবার জন্যেই তো একটু লোভ হচ্ছে শক্তি। চাবি তোমার কাছেই থাক্‌।"

"ডুপ্লিকেট্‌ চাবি নেই?"

অশোক কহিল, "এখানে নেই, বাজিতপুরে রেখে এসেছি। আমার লক্ষ্মীর পেটির চাবি তোমাকে দিলাম। এ দেওয়া যে কতখানি দেওয়া তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। এ দেওয়ায় এ বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্রের ভার তোমার উপর পড়ল,—এমন কি হাত-পা-ওয়ালা যে জিনিসটা এ বাড়িতে সর্বক্ষণ ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়ায় তার ভার পর্যন্ত।" কথাটা একটু গভীর সুরের শুনাইল, বোধ করি তাহাই মনে করিয়া, কৌতুকের ঈষৎ আমেজ লাগাইয়া কথাটাকে একটু সহজ করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে সে পুনরায় বলিল, "হাত-পা-ওয়ালা জিনিস বলতে চেয়ার-টেয়ারের মত

কাঠের কোনো জিনিস বোঝাতে চাচ্ছি নে, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। যে জিনিস বোঝাতে চাচ্ছি, তার হাত-পা-ই শুধু আছে তা নয়, হৃদয় নামে একটা ব্যাপারও আছে।"—বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কারণ, বস্তুত যে জিনিস সামান্য নহে, তাহাকে সামান্য করিবার চেষ্টাই তাহার অসামান্যত্বকে আরও রঙিন করিয়া তুলিল। তাই, যে কথা শুনিয়া মুখে হাসি দেখা দিবার কথা, তাহাই শক্তির দুই চক্ষে অশ্রু টানিয়া আনিল; এবং সেই উৎসিক্ত অশ্রু অশোকের দৃষ্টি হইতে গোপন করিবার উদ্দেশ্যেই সে যে নতনেত্রে আলমারির বৃহৎ চাবিটা লইয়া নাড়া-চাড়া আরম্ভ করিল তাহা বুঝিতে পারিয়া অশোক বলিল, "আলমারিটা খুলে কোথায় কি আছে একটু দেখে রাখ, ততক্ষণে আমি তোমার অ্যাটাসি কেসটা নিয়ে আসি।"

মিনিট পাঁচ-সাত পরে অ্যাটাসি কেস লইয়া ফিরিয়া আসিয়া অশোক দেখিল, তখনো শক্তি আলমারি খুলে নাই, চাবি হাতে লইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ইতস্তত করবার কারণ নেই শক্তি, খুলে ফেল।"

ইহার পর আর বিলম্ব না করিয়া শক্তি চাবি দিয়া দরজা খুলিল। আলমারির বাহিরটা যেমন সুদৃশ্য, ভিতরটাও তেমনি বিচিত্র। নানা-প্রকার দ্রব্যাদি রাখিবার উপযোগী নানা আকারের এবং গঠনের খোপ, খাপ, দেরাজ এবং টানায় পূর্ণ। ঠিক এরূপ ব্যবস্থার আলমারি সাধারণত দেখা যায় না,—নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্ডার দিয়া অশোক বিশেষ যত্নপূর্বক করাইয়াছে।

একটা টানা খানিকটা খুলিয়া সে বলিল, "এইটি হচ্ছে আমার ধন-ভাণ্ডার। নোট, টাকা, আধুলি, সিকি—এই সব রাখবার আলাদা আলাদা খোপ এর মধ্যে আছে।" তাহার পর দুইখানা তিন অঙ্কের ও খান তিনেক দশ টাকার নোট বাহির করিয়া মনিব্যাগে ভরিয়া লইয়া

বলিল, "এবারও নিজেই নিলাম, কিন্তু এর পর থেকে দরকার হ'লে তোমার কাছে হাত পাতব।"

অপাঙ্গে অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শক্তি বলিল, "ভারি অসুবিধে হবে কিন্তু তোমার।"

স্মিতমুখে অশোক বলিল, "বললাম তো, সেই অসুবিধের জন্যে মনটা লোভাতুর হয়ে উঠেছে। ধর, বেলা তখন চারটে; তুমি স্নানঘরে স্নান করছ; ঝরঝর ক'রে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে; আমি দরজার সমুখে গিয়ে দোরে অল্প ধাক্কা মেরে বললাম, ওগো, শুনছ? কল বন্ধ ক'রে তুমি জিজ্ঞাসা করলে, কে? আমি বললাম, তোমার খাস তালুকের প্রধান প্রজা। বুঝলাম, বন্ধ ঘরের মধ্যেও মিষ্টি হাসিতে তোমার মিষ্টি মুখখানি ভ'রে উঠেছে। বললে, কি চাই? বললাম, কিছু টাকা। বললে, আচ্ছা দাঁড়াও, যাচ্ছি। তারপর কলটা অল্প একটু ঝরঝর শব্দ ক'রেই থেমে গেল। মিনিট দুই-তিন কাপড়-চোপড়ের খস্‌খসানি; তারপর খুট ক'রে ছিটকিনি খোলার শব্দ ক'রে তুমি বেরোলে। অগোছালো ভাবে শাড়ি পরা; সাবান-মাখা সদ্যস্নাত দেহে ঠিক যেন টাটকা ননীর কোমলতা; চোখে কিন্তু ভারি মিষ্টি ধরনের তীক্ষ্ণ একটু ভ্রূকুটি; বললে, সকালবেলা অতগুলো টাকা দিলাম, এরই মধ্যে সব উড়ে গেল? আমি হেসে বললাম, সব। এবার যখন টাকা দেবে পাখাগুলো কেটে দিও, তা হ'লে উড়তে পারবে না। তুমি বললে, তাই করতে হবে দেখছি।—আচ্ছা, বল দেখি শক্তি, এর জন্যে লোভ হয় না? নিজের হাতে টাকা রেখে যখন-তখন ইচ্ছেমত টাকা নিতে পারা, এর চেয়ে খুব সুবিধের ব'লে মনে কর কি তুমি?"

কল্পনার এই দীর্ঘ এবং মধুর বর্ণনা শুনিতে শুনিতে একটা প্রগাঢ় আবেশে শক্তির মন আচ্ছন্ন হইয়াছিল। অশোকের কথা শেষ হইলে সভীতি স্মিতমুখে ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে সে বলিল, "তোমার লোভ হয়, আমার কিন্তু ভয় করে।"

বিস্মিতকণ্ঠে অশোক বলিল, "ভয় করে? কেন, কিসের ভয়?"

ভয় যাহার, তাহা শক্তির পক্ষে এমনই মর্মন্তুদ বিপদের কথা যে, সহসা সে কথা তাহার মুখ দিয়া প্রকাশ হইতে পারিল না।

উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া অশোক বলিল, "বুঝেছি কিসের তোমার ভয়। কিন্তু বাবার মত পাবার সুযোগের জন্যে আমরা যদি ধৈর্য ধ'রে কিছুকাল অপেক্ষা করি, তা হ'লে বিশেষ কিছু ভয় আছে ব'লে মনে হয় না।"

অশোকের কথা শুনিয়া শক্তির মুখে উৎকণ্ঠার ছায়াপাত হইল। চিন্তিত স্বরে বলিল, "আমার বিষয়ে বাবার কি তা হ'লে অমত আছে?"

স্মিতমুখে অশোক বলিল, "তোমার অস্তিত্বই যখন বাবার জানা নেই, তখন তোমার বিষয়ে মতামতের কোনো কথাই তো উঠতে পারে না শক্তি।"

"তবে?"

তবে! অশোক ভাবিল, তবেই তো বিপদ! এই একটি-কথার কঠিন প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে হইলে নিরঞ্জনপুরের জমিদার-দুহিতাকে আলোচনার মধ্যে আমদানি করিতে হয়। কিন্তু আপাতত সে পথ অবলম্বন না করিয়া অশোক বলিল, "তবে যা, তার চিন্তার আর সমাধানের ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

"শুধু নিশ্চিন্ত থাকব? তা ছাড়া আর কিছু করবার নেই?"

"আছে। এক বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবার আছে তোমার।"

"কি বল?"

"আমি তোমার কাছে যে-প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ, সে প্রতিশ্রুতির কথা আমার সম্মতি ভিন্ন কারো কাছে কিছুতে তুমি প্রকাশ করবে না। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পার।"

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করিয়া শক্তি বলিল, "দিলাম সে প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু কেউ যদি তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জিজ্ঞাসা করে, তা হ'লে কি বলব তাকে ?"

অশোক বলিল, "ঠিক এই কথা একটু আগে নবগোপালবাবুও আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁকে যা বলেছি তোমাকেও তাই বলছি। বলবে, তুমি আমার বন্ধু নবগোপালবাবুর দূর-সম্পর্কের বোন, কলকাতায় আমাদের বাসায় এসে উঠেছ স্কুল আর হোস্টেলে ভর্তি হবার জন্যে।"

অশোকের কথা শুনিয়া শক্তির মুখমণ্ডল মুহূর্তের জন্য মলিন হইয়া পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, "এ কথা তো সত্যি কথা নয়, কিন্তু এ কথাকে সত্যি ক'রে দিতে পার তুমি।"

"কি ক'রে ?"

"আমাকে স্কুলে আর হোস্টেলে ভর্তি ক'রে দিয়ে। তা হ'লে কিন্তু লোকের কাছে আর মিথ্যে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। যতদিন না বাবা আমাকে হোস্টেল থেকে ছাড়িয়ে আনবার মত করেন, আমি হোস্টেলে থাকি।" অশোকের দিকে সামনাসামনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে শক্তি বলিল, "এ কিন্তু চমৎকার কথা! ভারি চমৎকার কথা! দেবে আমাকে হোস্টেলে ভর্তি ক'রে ? বল না, দেবে ?"

মৃদু হাসিয়া অশোক বলিল, "এ বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন শক্তি ?"

"পাকা হয়ে এ বাড়িতে ফিরে আসবার জন্যে।"

"এবারও কাঁচা হয়ে আস নি। আচ্ছা, হোস্টেলের কথা পরে হবে, আপাতত তোমার অ্যাটাচি কেসের জিনিসগুলো আলমারিতে ঠিক ক'রে গুছিয়ে রেখে স্নান ক'রে নাও। নবগোপালবাবুকে স্নান করতে পাঠিয়ে এসেছি, এতক্ষণে বোধ হয় তাঁর স্নান হয়ে গেল। স্নান ক'রে চা খাবার খেয়ে দুজনে একটু বিশ্রাম কর। প্রণবকে নিয়ে আমি একটু

বেরুচ্ছি, কিন্তু সে জন্যে তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না, বিনোদ আর গোবিন্দ সব ব্যবস্থা করবে। বিনোদ আমাদের পুরোনো চাকর, আর গোবিন্দ বামুন।"

"ফিরতে তোমার কত দেরি হবে?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "বেশি হবে না, বড় জোর ঘণ্টা দুই।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল, এবং যাইবার পূর্বে অ্যাটাসি কেসের জিনিসগুলা আলমারিতে গুছাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া লইবার জন্য শক্তিকে আর এক দফা তাগাদা দিয়া গেল।

অশোক চলিয়া গেলে শক্তি ক্ষণকাল উন্মুক্ত আলমারির সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শিবানীপুরের ভয়াবহতা এবং ভবতারার নিগ্রহ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া সহজ হিসাবে যে পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিবার কথা, তাহার দেখা তো পাইলই না, অপরন্তু একটা অনির্ণেয় আশঙ্কা এবং উদ্বেগের চাপে সমস্ত মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বিবাহে অশোকের পিতার সম্মতিলাভের পক্ষে কি এমন অসাধারণ বাধা থাকিতে পারে, যাহাতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অশোকের উপর সমস্ত চিন্তার ভার অর্পণ করিয়া তাহাকে শুধু নিশ্চিন্ত থাকিতে হইবে, সে কথা ভাবিয়া তাহার দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। মনে হইল, এই যে অশোকের নানা প্রকারে আশ্বাস-আপ্যায়ন, এই যে অকুণ্ঠিত সোহাগ-যত্ন প্রদর্শন, এই যে আলমারির চাবি অর্পণের দ্বারা গৃহপরিধির মধ্যে তাহার মর্যাদা স্থাপন, এ সকলের গর্ভে হয়তো কোথাও এমন একটা গলদ অথবা দুর্বলতা আছে, যাহাতে এই আপাতসুদৃঢ় নিরাপত্তা যে কোনো মুহূর্তে ভাঙিয়া পড়িতে পারে। তখন পুনরায় কোথায় মিলিবে নূতন আশ্রয়? শিবানীপুর-হরিপুরের পথ তো শেষ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। আর সে পথে প্রত্যাবর্তন নাই। তখন?

"দিদিমণি!"

শক্তি ফিরিয়া দেখিল, দরজার সম্মুখে বারান্দায় এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া, অনুমানে বুঝিল বিনোদ। বলিল, "কিছু বলছ আমাকে ?"

"নবগোপালবাবুর চান হয়ে গেছে, আপনি এবার চান ক'রে নিন। সারাদিন নাওয়া-খাওয়া নেই, দেহো একেবারে ঝামরু হয়ে গেছে।"

মৃদু হাসিয়া শক্তি বলিল, "না, এমন কিছু কষ্ট হয় নি। তোমার নাম বুঝি বিনোদ ?"

শক্তির সুমিষ্ট সুন্দর কিশোরী মূর্তি দেখিয়া বিনোদ এমনই মুগ্ধ হইয়াছিল, তদুপরি শক্তির মুখে তাহার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া একেবারে গলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূমিতলে মাথা ঠেকাইয়া গড় করিয়া নম্র কণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ দিদিমণি, আপনাদের ছিরিচরণের দাস বিনোদ।"

দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া প্রশান্ত মুখে শক্তি বলিল, "কল্যাণ হোক। আচ্ছা, তুমি চল বিনোদ, আমি এই বাক্সটা আলমারিতে তুলে রেখেই আসছি।"

দুই পা আগাইয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বিনোদ বলিল, "চা খাবার খেয়ে আপনাকে একটু বিশ্রাম নিতে ব'লে গেছেন দাদাবাবু। আপনি চান করিতে গেলেই আমি এই ঘরে আপনার শয্যে ক'রে দোব।"

বিনোদের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া শক্তি বলিল, "এই ঘরে ? এ ঘরে কোথাও বিনোদ ?"

শক্তির কথায় বিনোদও বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন, ঐ পালঙ্কের ওপর।"

"আর তোমার দাদাবাবুর শয্যে কোথায় হবে ?"

"দাদাবাবুর আর নবোবাবুর শয্যে মাঝের ঘরে করতে ব'লে গেছেন।"

"মাঝের ঘরে ? মাঝের ঘরে তো খাট-পালঙ্ক কিছু নেই ব'লে মনে হচ্ছে।"

"না, তা নেই,—ভুঁয়েই হবে। খাসা চমৎকার শুকনো মেঝে, কোনো অসুবিধে হবে না।"

এ ব্যবস্থা কিন্তু শক্তির আদৌ মনঃপূত হইল না; বলিল, "তোমার দাদাবাবুর অসুবিধে হবে বিনোদ, তুমি আমার শোবার আর কোনো ব্যবস্থা কর।"

মৃদু হাসিয়া বিনোদ বলিল, "এ ছাড়া আর কি ব্যবস্থা হবে দিদিমণি? দক্ষিণের ঘর কত্তা মহারাজের জন্যে রেজাব থাকে। ও ঘর শুধু ঝাড়া-পোঁছাই হয়।"

সকৌতূহলে শক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "রেজাব কি?"

বিস্মিত কণ্ঠে বিনোদ বলিল, "রেজাব জানেন না? রেজাব, রেজাব। ইন্‌জিরি কথা, রেলগাড়ির কামরা রেজাব হয় না!—তাই।"

এইবার বুঝিতে পারিয়া শক্তি বলিল, "ও, বুঝেছি। রিজার্ভ।"

অল্প একটু হাসিয়া বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, রেজাব। তা হ'লে দক্ষিণের ঘর গেল। মাঝের ঘরে দাদাবাবু রাত বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত লেখাপড়া করেন, সে ঘরে শুলে আপনার নিদ্রের অসুবিধে হবে। তা হ'লে, এ ঘর ছাড়া আর কি ব্যবস্থা হতে পারে তা বলুন? তা ছাড়া আপনাকে ভুঁয়ে শুইয়ে দাদাবাবু কখনই পালঙ্কে শোবেন না।"

কেন শুইবেন না, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে বিনোদ কি বলে শুনিতে শক্তির একবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আগে তোমার দাদাবাবু আসুন, তারপর যা করতে হয় ক'রো।"

করজোড়ে বিনোদ বলিল, "এমন আদেশ করবেন না দিদিমণি। তাঁর হুকুম তামিল ক'রে না রাখলে তিনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। তার চেয়ে তিনি এলে যা বলবার হয় আপনি তাঁকেই বলবেন।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তাই হবে।"—বলিয়া শক্তি অ্যাটাসি কেস খুলিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া না রাখিয়া একটা বড় দেরাজের ভিতরে অ্যাটাসি

কেসটা আপাতত স্থাপন করিয়া আলমারি বন্ধ করিয়া স্নান করিতে গেল।

রাত্রি তখন সাড়ে নয়টা। দ্রুততম বেগে ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা চালাইয়া দিয়া নবগোপাল উপাদেয় চা এবং উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের সেবনে পরিতুষ্ট তাহার অনাবৃত ঘনকৃষ্ণ দেহ দুগ্ধশুভ্র শয্যার উপরে নিক্ষেপ করিয়া নাক ডাকাইয়া পথশ্রম অপনোদন করিতেছিল, এবং অদূরে অশোকের টেবিল-চেয়ারে বসিয়া শক্তি একখানা বাংলা মাসিক পত্রের উপর চোখ বুলাইতেছিল, এমন সময় ঘড়ঘড় শব্দ করিয়া একটা ঘোড়ার গাড়ি বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইহার দুই তিন মিনিট পরে উপরে আসিল অশোক, এবং তাহার পিছনে পিছনে গোটা তিন চার বাণ্ডিল লইয়া বিনোদ।

বই ছাড়িয়া শক্তি অশোকের অপেক্ষায় সিঁড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; অশোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরি হ'ল যে?"

হাসিমুখে অশোক বলিল, "এত নয়, একটু। এই জিনিসপত্তর-গুলো কিনতে সামান্য দেরি হয়ে গেল।" তাহার পর পিছন ফিরিয়া বিনোদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "শোবার ঘরে ওগুলো রেখে চট্ ক'রে একটু চায়ের জল চড়িয়ে দে বিনোদ।"

চায়ের জলের ফরমাশ শুনিয়া বিস্মিত কণ্ঠে শক্তি বলিল, "এত রাত্রে এখন আবার চা খাবে নাকি তুমি?"

সহাস্যমুখে অশোক বলিল, "ইচ্ছে করলে তুমিও এক পেয়ালা খেতে পার।"

শক্তির কথায় বিনোদ উৎসাহ এবং সাহস পাইয়াছিল; তাড়াতাড়ি জিনিসগুলা ঘরে রাখিয়া বাহির হইয়া আসিতে আসিতে বলিল, "সময় নেই অসময় নেই, যখন-তখন চা খেয়ে-খেয়েই তো শরীলের এই দশা হয়েছে।

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া অশোক বলিল, "তুই আবার শরীরের কোন্ দশা দেখলি, শুনি ?"

অশোকের কান্তিমান সুনিবদ্ধ শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিনোদ বলিল, "না, তাই বলছি, হরদম চা খেলে দেহো বিগড়োতেই বা কতক্ষণ !" তাহার পর শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "জল তা হ'লে চড়াব নাকি দিদিমণি ?"

এবার অশোক হো-হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; বলিল, "আমি চা খাব, তা জল চড়াবি কি না দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করছিস কেন ? দিদিমণি আমার গার্জেন না কি ?"

মাথা নাড়িয়া বিনোদ বলিল, "না, না, গার্জেন কেন হবে ? হিতো কথা বললেই গার্জেন হয় নাকি ?"

"আচ্ছা, হিতো কথাই যদি হয়, তা হ'লে তোর দিদিমণি যা হুকুম করেন তাই না-হয় কর্ ।"—বলিয়া অশোক কক্ষে প্রবেশ করিল ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শক্তিও ঘরে প্রবেশ করিয়া অশোকের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল । অশোক তখন একটা বড় বাণ্ডিলের বাঁধন খুলিতে ব্যস্ত ছিল, আপাতত সেটা ফেলিয়া রাখিয়া শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "বাপ রে ! বাড়িতে পা দিয়েই একেবারে ষোল-আনা শাসন নিজের হাতে নেবার উপক্রম দেখছি ! কি করলে ? চা মঞ্জুর করলে, না, নামঞ্জুর করলে ?"

অশোকের কথা শুনিয়া শক্তির অধরপ্রান্তে নিঃশব্দ ক্ষীণ হাস্য দেখা দিল; বলিল, "মঞ্জুরই করলাম । ক্লান্ত হয়ে এসে চা চাইলে, প্রথম দিনেই বাদ সাধব ?"

"বাদ সাধলে কিন্তু আরও বেশি খুশি হতাম ।"

"কেন ?"

সহাস্যমুখে অশোক বলিল, "আমার হুকুম নাকচ করবার উপযুক্ত

একজন লোকের এ বাড়িতে শুভাগমন হয়েছে অনুভব ক'রে। সত্যি বলছি শক্তি, হুকুম চালিয়ে চালিয়ে, আর হুকুম তামিল হওয়া দেখে দেখে মনটা উগ্র হয়ে শুকিয়ে উঠেছিল। আজ তোমার কর্তৃত্বে অধীন হবার একটু আমেজ পেয়েই কতকটা যেন সরস হয়ে এসেছে।"

অশোকের কথা শুনিয়া শক্তি একটু পরিহাস করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না; মুখ টিপিয়া অল্প একটু হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে আরও খানিকটা সরস করবার ব্যবস্থা করব নাকি?"

সকৌতূহলে অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে?"

"মাঝের ঘরে তোমার বিছানা করবার যে হুকুম দিয়েছ, সে হুকুম নাকচ ক'রে।"

"তবে কোন্ ঘরে আমার বিছানা করবার হুকুম দেবে?"

"কেন, এই ঘরে।"

এবার কৌতুকের নিঃশব্দ হাস্যে অশোকের মুখ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, বলিল, "তা হ'লে খানিকটা নয়, যথেষ্টই সরস হয়ে ওঠে। কিন্তু লোক-নিন্দার ভয় আছে শক্তি।"

বিস্মিত কণ্ঠে শক্তি বলিল, "কেন? লোকনিন্দার ভয় কিসে?"

তেমনি স্মিতমুখে অশোক বলিল, "তোমার আমার এক ঘরে শোবার পক্ষে শুধু প্রণয়ই যথেষ্ট নয়, তার জন্যে পরিণয়ও দরকার। সুতরাং সারা রাত তুমি পালঙ্কের ওপর, আর আমি নিচে মেঝেতে শুলেও অরসিক লোকে নিন্দা করতে ছাড়বে না। আর, সংসারে অরসিক লোকই বেশি, তা তুমি নিশ্চয়ই জান।"

অশোকের কথা শুনিয়া শক্তির মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, সে কথা আমি বলছি নে। আমি বলছি, মাটিতে তোমার শোওয়া হবে না, তুমি পালঙ্কে শোবে।"

কপট গাম্ভীর্যে মুখ ভারি করিয়া অশোক বলিল, "নিচে না শুয়ে

আমিও পালঙ্কে শুলে সরসতার অবশ্য পরাকাষ্ঠা হয়, কিন্তু তাতে লোক-নিন্দার মাত্রাও চরমে উঠবে।"

এবার শক্তি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "দেখ, বুঝে-সুঝে চালাকি ক'রো না। পালঙ্কে 'তুমিও' শোবে না, শুধু তুমি শোবে।"

"আর তুমি ?"

"আমি অন্য কোনো ঘরে—মেঝেতে।"

তেমনি গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া অশোক বলিল, "কিছুতেই না। এ বাড়ির ভবিষ্যৎ মহিমান্বিতা কর্ত্রীর শুভাগমনের প্রথম দিনে তাঁকে মেঝেতে শুইয়ে নিজে পালঙ্কে শুলে অক্ষমণীয় অপরাধ হবে।"

সলজ্জস্মিত মুখে শক্তি বলিল, "আর এ বাড়ির বর্তমান মহিমান্বিত কর্তাকে মেঝে শুইয়ে নিজে পালঙ্কে শুলে সারা রাত আমার ঘুম হবে না।"

অশোক বলিল, "এই যদি তোমার আপত্তি হয়, তা হ'লে কালই না-হয় আর একখানা খাট আনা যাবে। কিন্তু আজকের মত আমার ব্যবস্থাই বলবৎ থাক্। উপস্থিত জিনিসগুলো আলমারিতে তুলে রাখ, প্রণব আর মালতী এসে পড়লে অসুবিধে হবে।"

"আজ রাত্রে তাঁরা আসবেন নাকি ?"

"হ্যাঁ, একটু পরেই।"

"মালতী কে ?"

"প্রণবের সহোদরা বোন।"

"বয়স কত ?"

"তোমারই বয়স হবে।"

"বিয়ে হয়েছে ?"

"না, এখনো হয় নি। তোমারই মত কতকটা স্থির হয়ে আছে।"

"কতকটা ? কার কতকটা ? তার কতকটা, না, আমাদের দুজনেরই কতকটা ?"

হাসিয়া ফেলিয়া অশোক বলিল, "এখনো যখন বাবার মত আদায় করা হয় নি, তখন তোমাদের দুজনেরই কতকটা বললে হিসেবে বোধ হয় খুব ভুল করা হয় না।"

অশোকের উত্তর শুনিয়া শক্তির মুখে একটা কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিল, যাহা রাত্রির অস্পষ্ট আলোকে অশোক বুঝিতে পারিল না। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া সে বলিল, "আমাদের দুজনেরই কতকটা স্থির হয়ে আছে একই লোকের সঙ্গে নয়তো ?"

এবার অশোক উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল ; বলিল, "হয় তুমি গত জন্মে কোন ব্যারিস্টার ছিলে, নয়, কোন বড় ব্যারিস্টারের অশরীরী আত্মা তোমার মধ্যে ভর করেছে। এমন ক'রে জেরা আরম্ভ করেছ যে, বিশেষ সতর্ক হয়ে উত্তর না দিলে অকারণে বিপদে প'ড়ে যেতে পারি। কিন্তু তোমার কোনো ভয় নেই, স্বপ্নেও মালতী তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।"

"তবে সে কেন আসছে?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অশোক বলিল, "তবে মানে ? শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী হ'লেই আসতে পারত নাকি ?"

মৃদু হাসিয়া শক্তি বলিল, "আচ্ছা, 'তবে' বলাটা না হয় ভুল হয়েছে। কিন্তু কেন আসছে, বল না ?"

"আজ প্রণব আর মালতী এখানে থাবে, আর মালতী তোমার কাছে শোবে।"

বিস্ময়ে চকিত হইয়া উঠিয়া শক্তি বলিল, "আমার কাছে শোবে ? কেন, কিসের জন্যে ?"

"একা শুতে তুমি হয়তো ভয় পেতে পার।"

"কিসের ভয় ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "ধর, ভূতের ভয়।"

প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "না, না, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—কোনো কিছুরই ভয় আমার নেই।"

সহাস্যমুখে অশোক বলিল, "ভবিষ্যতে আমি তোমার বিবাহিত স্বামী, তাই ভবিষ্যতের বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত ; কিন্তু বর্তমানে আমি তো তা নই, সুতরাং বর্তমানে আমার বিষয়ে কিছু ভয় তোমার থাকতে পারে।"

কথাটা বুঝিতে পারিয়াও ইচ্ছা করিয়া উল্টাইয়া দিয়া শক্তি বলিল, "বর্তমানে তোমার বিষয়ে আমার যা ভয়, তা থেকে রক্ষা করবার সাধ্য মালতীর নেই।"

সকৌতূহলে অশোক জিজ্ঞাসা করিল "কেন ?"

মৃদু হাসিয়া শক্তি বলিল, "সে কথার আলোচনা করলে তোমার আদেশ অমান্য করা হবে। সমস্ত দুশ্চিন্তার ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছ।"

শক্তির কথা শুনিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অশোক বলিল, "ও! সেই কথা বলছ তুমি! আমি কিন্তু ঠিক সে কথা বলছিলাম না।"

শক্তি বলিল, "তুমি যা বলছিলে তা তো পরিহাস ক'রে বলছিলে। কিন্তু পরিহাস ক'রেও তোমার ও-কথা বলা উচিত নয়। তোমার ওপর যে বিশ্বাস নিয়ে এ বাড়িতে বাস করতে এসেছি, তাতে তোমার সঙ্গে এ ঘরে রাত কাটাতেও দ্বিধা করি নে। মালতীকে পাহারা লাগালে সে বিশ্বাসকে অপমানিত করা হবে।"

শক্তির কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া ব্যগ্র কণ্ঠে অশোক বলিল, "না না, শক্তি, মালতীকে পাহারা লাগাবার কোনো কথা এর মধ্যে নেই। তোমার এবং আমার জন্যে দরকার না থাকলেও অপর লোকের চোখের জন্যে কোনো একজন মালতীর দরকার, সেই কথাই তোমাকে আমি

বোঝাতে চাচ্ছিলাম। তুমি যখন বলছ তার দরকার নেই, তখন খাইয়ে-দাইয়ে মালতীকে ফেরত পাঠিয়ো।"

মনে মনে শক্তি কি ভাবিতেছিল; বলিল, "তবে যদি কালই তুমি আমাকে হোস্টেলে ভর্তি ক'রে দাও, তা হ'লে আজ রাত্রে মালতী না-হয় থাকুক। অপর লোকের চোখ তা হ'লে আর মিছিমিছি কষ্ট পায় না।"

সহাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া অশোক বলিল, "না, আর তা হয় না। কাল তোমাকে হোস্টেলে ভর্তি করলেও দশ রাত্রি তোমাকে এ বাড়িতে মালতীহীন অবস্থায় রেখে তোমার বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেখাব। কিন্তু কাল সকাল থেকে প্রণবদের পুরানো ঝির ভাইঝি সারদা কাজ করতে আসবে। মালতীর আপত্তি সারদার বিষয়ে খাটবে না, তা কিন্তু ব'লে রাখছি।"

সবিস্ময়ে শক্তি বলিল, "কেন, কিসের জন্য সারদা আসবে?"

"তোমার জন্যে।"

"আমার কি কাজ করবে সে?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "তোমার জামা-কাপড় কাচবে, চুল বেঁধে দেবে, ফাই-ফরমাশ খাটবে।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "না না, এ সব কাজের জন্যে সারদার আসবার কোনো দরকার নেই। চার বছর এ সব কাজ যদি আমি নিজে ক'রে থাকতে পারি, তা হ'লে আরও কিছুদিন নিশ্চয় পারব।" তাহার পর পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে অশোকের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমার ওপর দুশ্চিন্তার ভার ছেড়ে নিশ্চিন্ত থাকবার পালা যে-দিন শেষ হবে, সে দিন সারদাকে ডেকো, আপত্তি করব না।"

শক্তির কথা শুনিয়া অশোকের মুখ বিরস হইয়া উঠিল। ম্লান হাসি হাসিয়া সে বলিল, "এ কথাটা তোমাকে খুব বেশি আঘাত করেছে দেখছি।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া পূর্বকথিত সেই বড় বাণ্ডিলটা খুলিতে খুলিতে শক্তি বলিল, "আঘাত করেছে কি না বলতে পারি নে, কিন্তু নিশ্চিন্ত করে নি।" অশোকের দিকে চাহিয়া দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি কিছু মনে ক'রো না, দুশ্চিন্তা এমন হাল্‌কা জিনিস নয়, যার ভার অপরের উপর ছেড়ে দিয়ে সত্যি-সত্যিই নিশ্চিন্ত থাকা যায়।"

এ কথার উত্তরে কি বলিবে হয়তো অশোক তাহাই ভাবিতেছিল, এমন সময়ে বাণ্ডিলটা খুলিয়া বিস্মিত কণ্ঠে শক্তি বলিল, "এ কি! এত শাড়ি ব্লাউস সায়া—এ সব কার জন্যে?"

চিন্তা এবং দুশ্চিন্তার প্রসঙ্গ চাপা পড়ায় খুশি হইয়া অশোক বলিল, "গোবিন্দ কিংবা বিনোদের জন্যে নিশ্চয় নয়।"

"তা হ'লে আমার জন্যে?"

সহাস্যমুখে অশোক বলিল, "গোবিন্দ কিংবা বিনোদের জন্যে না হ'লে তোমার জন্যে হবেই, এর মধ্যে বিশেষ কিছু জোরালো যুক্তি নেই। কিন্তু তবুও এ ক্ষেত্রে কথাটা খেটেছে।"

ঈষৎ অপ্রসন্ন স্বরে শক্তি বলিল, "এত কাপড়-চোপড় উপস্থিত না কিনলেও চলত।"

"ঐ দুখানা শাড়ি আর দুটো সায়া অবলম্বন ক'রে?"

"দু-চার দিন তো চলত। তারপর হোস্টেলে যাবার সময়ে দরকার-মত সামান্য কিছু কিনে নিলেই হ'ত। এত বেশি, আর এত দামি জিনিসের দরকার ছিল না।" হাত দিয়া আর একটা বাণ্ডিল টিপিয়া দেখিয়া শক্তি বলিল, "এটাতে কি আছে?"

"কিছু প্রসাধন-সামগ্রী।"

"আমার জন্যে?"

"গোবিন্দর জন্যে নয়।"

"আর এটাতে?"

"শ্রীচরণেষুর সামান্য ব্যবস্থা। এক জোড়া লেডিস শূ আর এক জোড়া স্লিপার।"

"বিনোদের জন্যে বোধ হয় না ?"

শক্তির কথায় হাসিয়া উঠিয়া অশোক বলিল, "নিশ্চয় নয়। তোমার বোধশক্তির উন্নতি হচ্ছে শক্তি।"

"জুতো কিনলে, কিন্তু মাপ পেলে কোথায় ?"

"কেন, বারান্দায় ছাড়া তোমার জুতোর তলায়।"

"ছি, ছি, ব্যবহার-করা ময়লা জুতোয় হাত দিলে তুমি !"

"কিন্তু ভুলে যাচ্ছ শক্তি, তোমার ব্যবহারে ময়লা।"

এত বড় কথার উত্তরে কিছু বলিবার মত সহসা না পাইয়া শক্তি বলিল, "এ-সব কিনতে কত খরচ পড়ল শুনি ?"

"কেন, কি হবে তাতে ?"

সুমিষ্ট হাসিয়া শক্তি বলিল, "দাম দিতে হবে না ?"

"দাম তো দেওয়া হয়েছে।"

"সে তো দোকানদারকে তুমি দিয়েছ,—আমি তোমাকে দোব না ?"

"তুমি ? তুমি টাকা পাবে কোথায় ?"

"কেন, আমার অ্যাটাসি কেসে।"

"ক্ষেপেছে ! ও-টাকায় আমি একেবারে হাত দিতে দিচ্ছি নে। বিয়ের সময়ে ও-টাকা তুমি আমাকে যৌতুক দেবে। এমন পয়লা নম্বরের পাত্র বিনা পণে পাবে মনে করেছ নাকি তুমি ?"

পুনরায় সুমিষ্ট হাসিতে শক্তির মুখ ভরিয়া উঠিল ; বলিল, "বিনা পণে কোথায় ? পয়লা নম্বরের পাত্রের জন্যে তো প্রাণ পণ করছি।"

অশোক হাসিয়া বলিল, "ও-কথা ব'লে ফাঁকি দিলে চলবে না। প্রাণপণ ক'রে হয়তো প্রাণ পেতে পার, কিন্তু দেহ পেতে হ'লে পয়সা খরচ করা চাই।"

শক্তি বলিল, "প্রাণ পেলে দেহও সঙ্গে সঙ্গে আসবে।"

"কান টানলে মাথা যেমন আসে? অত সাহস ক'রো না। ভুলো না এটা বাংলা দেশ! বীণাপাণি-ব্যাঙ্কে প্রাণ জমা থাকতেও লক্ষ্মী-ব্যাঙ্কে দেহ জমা পড়ে—এমন দৃষ্টান্ত এ দেশে কম নয়। দেহ আর প্রাণের সঙ্গে এ দেশে খুব বেশি যোগ নেই।"

মনে মনে এক মুহূর্ত কি চিন্তা করিয়া শক্তি বলিল, "শক্তি-ব্যাঙ্কে যে প্রাণ জমা পড়েছে, তার দেহ সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে না তো! অবশ্য মালতী-ব্যাঙ্কের কথা মনে ক'রে এ কথা বলছি না; কিন্তু শুধু মালতী-ব্যাঙ্কেই তো নয়, মল্লিকা-ব্যাঙ্কও তো থাকতে পারে।"

স্বভাবত শক্তি রহস্যপ্রিয় এবং বাক্‌চাতুরীতে পটু, সে কথা অশোকের অবিদিত ছিল না। পিতার মৃত্যু, আর্থিক অবস্থার শোচনীয় অবনতি, শিবানীপুরের জীবন-যাত্রার দুঃখ এবং মলিনতা, মাতার কঠিন ব্যাধি এবং পরিণামে মৃত্যু—উপর্যুপরি এই সকল দুর্ঘটনার জন্য মেঘান্তরালে চন্দ্রের মত তাহার প্রকৃতির সেই অংশটা অদৃশ্য হইয়া ছিল, কিন্তু লুপ্ত হয় নাই। তাহার সান্নিধ্যের প্রভাবে পুনরায় তাহা নির্মুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া অশোক খুশিই হইল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "না মল্লিকা-ব্যাঙ্কের কথা মনে ক'রেও এ কথা বলা চলে না।"

উত্তরে শক্তি কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার সুবিধা হইল না একটা ট্রের উপর দুই পেয়ালা চা লইয়া প্রবেশ করিল বিনোদ।

দুই পেয়ালা চা দেখিয়া অশোক বলিল, "দেখেছ, এক পেয়ালা আনতে বললে ওজর আপত্তি করবে, অথচ আনবার সময়ে আনবে দু পেয়ালা! দু পেয়ালা চা খেলে দেহ কেমন ক'রে ভাল থাকে শুনি?"

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিনোদ বলিল, "দু পেয়ালা আপনার জন্যে না-কি? এক পেয়ালা তো দিদিমণির জন্যে।"

"দিদিমণি খাবেন কে তোকে বললে?"

তেমনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিনোদ বলিল, "আপনিই তো বললেন, দিদিমণি ইচ্ছে করলে এক পেয়ালা খেতে পারেন। হঠাৎ যদি ইচ্ছে করেন, তা হ'লে তৈরি না থাকলে কেমন ক'রে দিই, তা বলুন ?"

এ কথার উত্তর দিল শক্তি, বলিল, "না বিনোদ, আমি খাব না ; ও তুমি নিয়ে যাও।"

অশোক বলিল, "নিয়ে আর কোথায় যাবে ? দু পেয়ালাই আমাকে দিয়ে যা।"

বিপন্নভাবে শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিনোদ বলিল, "শোন কথা ! বলে—দু পেয়ালাই আমাকে দিয়ে যা !"

মৃদু হাসিয়া শক্তি বলিল, "না, না, এত রাত্রে দু পেয়ালা চা খেলে রাত্রে খাবার খেতে পারবে না। এক পেয়ালা তুমি নিয়ে যাও বিনোদ।"

খুশি হইয়া বিনোদ এক পেয়ালা চা রাখিয়া অপর পেয়ালা লইয়া প্রস্থান করিল।

কাপড়-জামাগুলা আলমারিতে গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে পিছন ফিরিয়াই এক সময়ে শক্তি বলিল, "শুনছ ?"

স্বল্পপীত চায়ের পেয়ালা একটা টিপয়ের উপর নামাইয়া রাখিয়া অশোক বলিল, "বল।"

"একটা সমস্যার সমাধান ক'রে দেবে ?"

শক্তির কথা শুনিয়া চকিত কণ্ঠে অশোক বলিল, "সমস্যার সমাধান ! আমি ! সর্বনাশ, ও বিষয়ে আমি একেবারে অপটু। হেঁয়ালী আমার কাছে চিরদিনই হেঁয়ালী থেকেছে।"

"এ হেঁয়ালী নয়। পরামর্শ।"

"পরামর্শ ? সুপরামর্শ দিতে পারি ব'লেও তো আমার সুনাম নেই। তবু কি কথা বল, চেষ্টা ক'রে দেখি।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শক্তি বলিল, "কি ব'লে তোমাকে ডাকব ?"

"এতদিন কি ব'লে ডাকতে ?"

"অশোকদাদা ব'লে।"

"এখন কি ওটা অচল হয়েছে ?"

"হ্যা। তোমার শিবানীপুর যাওয়ার দিন থেকে ওর দাদা অংশ অচল হয়েছে।"

"তা হ'লে দাদা অংশ বাদ দিয়ে শুধু অশোক ব'লে ডেকো।"

"না, অতটা আধুনিক হতে পারব না।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "তা হ'লেই তো সমস্যা হ'ল ! এখন, দাদার জায়গায় কোন্ কথা বসানো যায় ? স্বামী বসিয়ে অশোকস্বামী করা যায় না, কারণ এখনো সপ্তপদী হয় নি। তা নইলে রামস্বামী তৈলঙ্গস্বামীর মত অশোকস্বামী এক রকম চলতে পারত।"

সহাস্যমুখে শক্তি বলিল, "সপ্তপদীর পরও অমন চমৎকার নামটি চলবে না।"

"তাও চলবে না !" ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কপট উৎসাহের ভঙ্গীতে অশোক বলিল, "হয়েছে, এবার ঠিক হয়েছে। অশোকদাদার জায়গায় অশোকনাথই রাখা যাক। অতি-চলিত অশোকনাথ নামের মধ্যে নাথ শব্দটি নিরীহভাবে লুকিয়ে থাকবে, কেউ ধরতে পারবে না; অথচ একান্তে যখন আমাকে সম্বোধন করবে, তখন 'অশোক' শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু 'নাথ' ব'লে ডেকো।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "নাথ ব'লে ডাকাও চলবে না। নাথ শুনলেই আমার গোঁফদাড়ি-কামানো সীতার কথা মনে হয়। ভারি যাত্রা-যাত্রা গন্ধ।"

একটু ভাবিয়া অশোক বলিল, "তবে তোমাদের সনাতন ডাক ভিন্ন উপায় নেই দেখছি।"

"কি সনাতন ডাক?"

"আমাকে যখন ডাকবে তখন 'ওগো' 'হ্যাগো' ব'লে ডাকবে; আর অপর লোকের কাছে যখন আমার কথা বলবে তখন 'ও' 'সে' এই দুটি শব্দ ব্যবহার করবে।"

শক্তি বলিল, " 'ও' 'সে' অবিশ্যি খুব মিষ্টি, কিন্তু তাও সপ্তপদীর আগে চলবে না।"

হতাশভাবে অশোক বলিল, "চলবে না! তা হ'লে আমি তো তোমার পক্ষে অনির্বচনীয় হয়েছি দেখছি শক্তি।"

সুমিষ্ট হাসিয়া শক্তি বলিল, "সে তো আজ হও নি, পাঁচ বছর হয়েছ।"

প্রসন্নমুখে অশোক বলিল, "পাঁচ বছর! আচ্ছা, এই পাঁচ বছর আমাকে মনে মনে কি ব'লে ডেকেছ বল তো? স্বপ্নে আমাকে কি ব'লে সম্বোধন করেছ?"

অশোকের কথার উপর কান পাতিয়া রাখিয়া শক্তি ব্লাউসের সংখ্যা নিরূপণ করিতেছিল; বলিল, "বলছি। কিন্তু তার আগে তুমি বল, বারোটা ব্লাউসে কি হবে?"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভাবিয়া সহাস্যমুখে অশোক বলিল, "তোমার শ্রীঅঙ্গে স্থান পেয়ে তাদের ব্লাউস-জন্ম সার্থক হবে।"

এই রসগভীর অথচ কৌতুকাত্মক সোহাগবচনের উত্তর দেওয়া কঠিন, সুতরাং ব্লাউসগুলা গুছাইয়া তুলিয়া প্রসাধন-দ্রব্যের বাণ্ডিলটা খুলিয়া শক্তি বিস্মিত হইল। নানা আকারের এবং প্রকারের যে পরিমাণ সামগ্রী শিথিলবন্ধন হইয়া ছড়াইয়া পড়িল, সুনিবদ্ধ বাণ্ডিলের আয়তন হইতে তাহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বিস্ময়চকিত কণ্ঠে শক্তি বলিল,

"কি আশ্চয্য! একটা পুরো স্টেশনারি দোকান উজোড় ক'রে এনেছ দেখছি!"

প্রসন্নমুখে অশোক বলিল, "আমার তো মনে হয় চারটে আনি নি, তাই আশ্চয্য।"

জিনিসগুলা একে একে তুলিয়া দেখিতে দেখিতে অশোকের দিকে স্নিগ্ধ-তরল চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া শক্তি বলিল, "এই সামান্য প্রাণীর পিছনে এত খরচ-পত্র করেছ কেন?"

প্রগাঢ় নেত্রে শক্তির মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া অশোক বলিল, "সাধ হয় না?"

"কিসের সাধ?"

"আকাশের পাখি জোর ক'রে ধ'রে এনে কত আদরযত্ন ক'রে মানুষে পোষে,—সোনার খাঁচায় তাকে রাখে, কিংখাপ দিয়ে তার ঢাকা তৈরি করে, কত দুর্মূল্য ফলমূল তাকে খাওয়ায়। আর আমার সোনার পাখি নিজের ইচ্ছায় আমার লোহার খাঁচায় এসে ধরা দিয়েছে,—আমার সাধ হয় না?"

একটা কার্ডবোর্ডের সাদা বাক্স খুলিতে খুলিতে শক্তি বলিল, "যে পাখি নিজের ইচ্ছায় এসে ধরা দিয়েছে, কষ্ট ক'রে যে পাখিকে আকাশ থেকে ধ'রে আনতে হয় নি, সে পাখি তো সস্তা পাখি, তার জন্যে এত!" বিস্ময়ের তাড়নায় কিন্তু কথাটা শেষ হইতে পারিল না। উল্লিখিত কার্ডবোর্ডের বাক্স হইতে বাহির হইল উজ্জ্বল পালিশ করা একটা চতুষ্কোণ রূপার কৌটা, যাহার ঢাকনির উপরে প্লেন বর্লিষ্ঠ মীনার লাল অক্ষরে লিখিত—সিঁদুর। এবং সেই সিঁদুর-কৌটা খুলিয়া বাহির হইল এক অতীব কৌতুকাবহ বস্তু, অবিবাহিতা নারীর পক্ষে নিতান্ত অধিকারবিগর্হিত উপহার, এক কৌটা লাল টুকটুকে চীনা সিঁদুর। খুলিতে গিয়া খানিকটা সিঁদুর শক্তির হাতের উপর ঝরিয়া পড়িল।

সিঁদুর দেখিয়া শক্তির মুখও কতকটা সিঁদুরেরই মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল,—সম্ভব শুধু লজ্জাতেই নহে। মনে মনে এক মুহূর্ত কি চিন্তা করিয়া একবার সে সিঁদুর-কৌটাটা মাথায় ঠেকাইল, তাহার পর অশোকের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে কহিল, "কাঁঠাল কিন্তু এখনো গাছে।"

মৃদু হাসিয়া অশোক বলিল, "তেল কিন্তু নিজের জোরেই এসেছে শক্তি। কোনো বিবাহিতা স্ত্রীলোকের জন্যে জিনিসগুলো কিনছি মনে ক'রেই বোধ হয় দোকানদার আমাকে সিঁদুর-কৌটোটা দেখিয়েছিল। খালি কৌটো হ'লে সম্ভবত ফিরিয়েই দিতাম। কিন্তু কৌটোর মধ্যে এক কৌটো টুকটুকে সিঁদুর দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। মনে হ'ল, দোকানদারের হাত দিয়ে এ বিধাতারই দান। তুমি বলছ, কাঁঠাল এখনো গাছে। কিন্তু সত্যি সত্যিই ঠিক যে গাছে নেই, বল তো তার সামান্য একটু প্রমাণ দিই।"

"কি প্রমাণ দেবে?"

"তোমার মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিই।"

অশোকের প্রস্তাব শুনিয়া শক্তির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তখনি প্রস্তুত হইয়া সামনাসামনি অশোকের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শান্ত মুখে বলিল, "দাও।"

শক্তির এই নির্বিকল্প সাহস অথবা দুঃসাহসের তৎপরতা দেখিয়া অশোক কিন্তু ভয় পাইয়া গেল। মনে হইল, সীমন্তে জটিলতার রক্তবর্ণ ছাপ লইয়া ক্ষণকাল পরে শক্তি যখন প্রণব-মালতী-নবগোপাল-দলের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তখন সিন্দুর এবং অনূঢ়ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোনো পথই সে খুঁজিয়া পাইবে না। কৌতুকের ক্ষণিক ছেলে-খেলা মনে করিয়া শক্তি যে পর-মুহূর্তেই তাহার ললাট হইতে সিন্দুরের রেখা মুছিয়া ফেলিবে, অশোক নিঃসংশয়ে জানিত সে ধাতু শক্তির

একেবারেই নাই ; সুতরাং সে আশ্বাসের স্থান নাই। প্রবলব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন রাশভারি পিতার গভীর মুখ মনে পড়িয়া গেল। অন্তরের গহন কোণে সুবুদ্ধি মাথা নাড়িয়া বলিল, সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং।

দুর্বল অশোক তাহার ক্ষীণশক্তি ভাবপ্রবণতাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা, ও-কাজটা না হয় যথাকালের অপেক্ষাতেই থাক্, আজ মাঝামাঝি একটা কিছু করি। তোমার কাছে এসেও সিঁদুর অব্যবহারে কৌটোর মধ্যে প'ড়ে থাকবে, এ কিন্তু আমার ভাল লাগছে না।"

'মাঝামাঝি'র কথায় শক্তির মুখ খানিকটা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। মাঝামাঝির প্রতি কোনোদিনই তাহার শ্রদ্ধা নাই। বলিল, "কি মাঝামাঝি ?"

"তোমার কপালে একটা টিপ পরিয়ে দিই।"

"তা-ই দাও।"

সদ্যক্রীত জিনিসপত্রের মধ্য হইতে একটা মোটা পেন্‌হোল্ডার লইয়া তাহার এক প্রান্তে অশোক ভাল করিয়া সিঁদুর লাগাইয়া লইল। তাহার পর বাম হস্ত দিয়া শক্তির মাথার পিছন দিক চাপিয়া ধরিয়া সযত্নে দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে একটি নাতিবৃহৎ গোল টিপ রচিত করিল। তৎপরে দক্ষিণ হস্ত দিয়া শক্তির চিবুক একবার অল্প একটু তুলিয়া ধরিয়া প্রসন্ননেত্রে বলিল, "চমৎকার হয়েছে! মনে হচ্ছে, ঠিক যেন পূর্ব আকাশের প্রভাত-তারা।"

শুনিয়া শক্তির মুখে মৃদুহাস্য ফুটিয়া উঠিল ; বলিল, "প্রভাত-তারা ? তা হ'লে নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে বল !"

হাসিমুখে অশোক বলিল, "না, না, ভুল হয়েছে বলতে। ঠিক যেন পশ্চিম-আকাশের সন্ধ্যা-তারা।"

"সন্ধ্যা-তারা ? তা হ'লে তো মুখখানা সন্ধ্যার মত।"

শক্তিকে কথা শেষ করিতে না দিয়া অশোক বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ

গো, হ্যাঁ, মুখখানা সন্ধ্যারই মত শান্ত মধুর সরস। সন্ধ্যারই মত উদাস গভীর রহস্যময়। সন্ধ্যা কি সহজ ব্যাপার মনে কর তুমি?" শোনো শক্তি।"

জিজ্ঞাসুনেত্রে শক্তি অশোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

"শুক্লপক্ষের নবমীর সন্ধ্যা মনে পড়ে? সেই সন্ধ্যার মত আজ আমার বাড়ি রঙিন হয়ে উঠেছে। ঠিক তেমনি অস্পষ্ট সুন্দর শান্ত কেন, জান?"

এবারও শক্তি কথা না কহিয়া অশোকের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল।

অশোক বলিল, "আমার বাড়িতে চাঁদ উঠেছে ব'লে।"

মৃদু হাসিয়া শক্তি বলিল, "নবমীর ভাঙা চাঁদ?"

"হ্যাঁ গো, নবমীর ভাঙা চাঁদ,—শীঘ্রই পূর্ণিমার পুরো চাঁদ হবার অপেক্ষায়।"

এ কথার উত্তর না দিয়া শক্তি শুধু একবার মৃদুস্মিতমুখে অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

এইরূপে, প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে উত্তীর্ণ হইয়া হইয়া দুইটি প্রণয়-চকিত হৃদয়ের আবেগধারা মিলিত প্রবাহে বহিয়া চলিল—কখনো সুগভীর কথোপকথনের মৃদুকলধ্বনি তুলিয়া, কখনো বা গভীরতর নিঃশব্দতার প্রশান্ত ব্যঞ্জনায়। কথার অভিব্যক্তিকে অপার্থিব করিবার জন্য নীরবতা আসিয়া মাঝে মাঝে ছেদ দেয়, এবং নীরবতা হইতে নূতন আবেগের সূত্র ধরিয়া কথা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে।

প্রসাধনের সামগ্রী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিল; জুতার বাক্স, এবং রুমাল-গামছা-তোয়ালের বাণ্ডিল খোলাই হইল না; এবং টিপয়ের উপর ঈষদল্প এক পেয়ালা উষ্ণ চা ধীরে ধীরে শীতল হইয়া গেল। দুইটি আত্মবিস্মৃত তরুণ-তরুণী কল্পনার স্বপ্নাবেশ হইতে সূতা টানিয়া

টানিয়া আনন্দের রূপালি জাল বুনিয়া চলিল। এই আনন্দের উপলব্ধির মধ্যে উদ্বেগের মিশাল যে একেবারে ছিল না, তাহা নহে; কিন্তু সোনার মধ্যে তামার মিশাল যেমন খাঁটি সোনার রঙকে গাঢ়তর করিয়া তুলে, তেমনি আনন্দের মধ্যে এই উদ্বেগের অস্তিত্ব আনন্দের তীব্রতাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

মাঝের ঘরে মূল্যবান চাইমিং ক্লকে কোয়ার্টারের ঘণ্টা চারবার বাজিয়া গভীর স্বরে ঢঙ ঢঙ করিয়া দশটা বাজিল, উভয়ের মধ্যে কেহ তাহা খেয়াল করিল না; এবং তাহার মিনিট পাঁচেক পরে একটা মোটরকার হর্ন বাজাইতে বাজাইতে সদর-দরজায় উপস্থিত হইয়া এঞ্জিন থামাইবার যে বিকট গর্জন করিল, তাহার শব্দও উভয়ের শ্রুতিপথ অতিক্রম করিয়া গেল। চমক ভাঙিল পশ্চাতে মৃদু পদশব্দ এবং হাস্যধ্বনি শুনিয়া। চমকিত হইয়া উভয়ে ফিরিয়া দেখিল, দ্বারপ্রান্তে বারান্দায় কৌতুকোদ্দীপ্ত মুখে প্রণব এবং মালতী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

তাহাদের দেখিয়া খুশি হইয়া প্রসন্নমুখে অশোক বলিল, "এস, এস। এস মালতী, ভেতরে এস।"

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রণব বলিল, "ও-ঘরে দেখলাম, নবগোপালবাবু গভীর ঘুমের ডিমনস্ট্রেশন দিচ্ছেন,—অনেক ডাকাডাকি ক'রেও জাগাতে পারলাম না। এ ঘরে এসে দেখি, তোমরা দিচ্ছ গভীরতর অন্য কিছুর।"

স্মিতমুখে অশোক বলিল, "কেন বল দেখি?"

"কারণ, তোমাদের সচেতন করবার জন্যে বেশ-একটু জুতো ঘষবার দরকার হয়েছিল।"

প্রণবের কথা শুনিয়া অশোক হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "সে অন্য কিছু হচ্ছে—গল্প। সব চেয়ে বেশি গল্প ক'রে সব চেয়ে কম কাজ কি ক'রে করা যায়, আমরা তারই ডিমনস্ট্রেশন দিচ্ছিলাম।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া প্রণব বলিল, "না, ঠিক তা নয়। গল্পই যদি হয় সে অন্ত-কিছু, তা হ'লে সব চেয়ে কম গল্প ক'রে সব চেয়ে কম কাজ কি ক'রে করা যায়, সেই কঠিন ব্যাপারের ডিমনস্ট্রেশন দিচ্ছিলে তোমরা, যার ফলে এখনো এতগুলো জিনিস আলমারিতে স্থান না পেয়ে বাইরে প'ড়ে রয়েছে।"

মালতীর সম্মুখে প্রণবের পরিহাসের এরূপ অবাধ অভিব্যক্তি দেখিয়া অশোক চিন্তিত হইল। শক্তির এবং তাহার মধ্যে যে বিশেষ রহস্যটুকু বর্তমান, একমাত্র প্রণব ভিন্ন আর কেহই তাহা অবগত নহে। কিন্তু এই পথে প্রণবের পরিহাস আর কিছুদূর অগ্রসর হইলে মালতীর নিকট সেই অজ্ঞাত রহস্য সুস্পষ্ট না হইলেও অস্পষ্ট হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া এই প্রসঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ দিবার অভিপ্রায়ে অশোক বলিল, "তা হ'লে কয়েক মিনিট সব চেয়ে কম গল্প আর সব চেয়ে বেশি কাজ ক'রে জিনিসগুলো আলমারিতে তুলে ফেলা যাক।"

এ কথার উত্তরে দিল মালতী ; বলিল, "সে কাজের ভার আমাদের দুই বন্ধুর উপর দিয়ে আপনারা দুই বন্ধু ও-ঘরে গিয়ে নবগোপালবাবুকে জাগাবার চেষ্টা দেখুন।"

"অতি উত্তম প্রস্তাব।"—বলিয়া প্রণবকে লইয়া অশোক প্রস্থান করিল।

১৯

আহারাদি শেষ হইতে রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল। সে রাত্রে মালতী তো গৃহে ফিরিলই না, অধিকন্তু পরদিন সমস্ত দিনের জন্য শক্তিকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া লইল। শক্তি এবং অশোক এ প্রস্তাবে সামান্য আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু মালতীর প্রবল যুক্তির বিরুদ্ধে তাহাদের সে আপত্তি টিকিল না। শক্তিকে মালতী

বলিল, "আমি যদি তোমাদের বাড়ি এসে একটা রাত কাটাতে পারি, তা হ'লে তুমি আমাদের বাড়ি গিয়ে একটা দিন কাটালে বিশেষ অন্যায় হয় না। পাল্টা শোধের একটা ভদ্রতাও তো আছে!"

'নাই' বলা কঠিন, সুতরাং শক্তি সুবিধামত কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। অশোককে মালতী বলিল, "শক্তির অভাবে এতদিন যদি আপনাদের অনায়াসে চ'লে থাকে, তা হ'লে একটা বেলা সে না থাকলে কি ক্ষতি হবে, তা আমাকে বুঝিয়ে দিন।" বুঝাইতে হইলে এমন কথা প্রকাশ করিতে হয়, যাহা গোপন রাখাই সমীচীন। সুতরাং অশোককেও চুপ করিয়া যাইতে হইল।

মালতীর ইচ্ছা ছিল, অতি প্রত্যুষেই শক্তিকে লইয়া প্রস্থান করে, কিন্তু পরদিন প্রভাতে নবগোপাল হরিপুর রওনা হইবে বলিয়া, স্থির হইল, বেলা নয়টার সময়ে প্রণব গাড়ি পাঠাইবে।

সারাদিনের পথশ্রম, এবং রাত্রি দুইটা পর্যন্ত জাগিয়া মালতীর সহিত গল্প করিয়া কাটানোর নিদ্রালসতা সত্ত্বেও প্রত্যুষে শক্তিরই প্রথমে ঘুম ভাঙিল। শান্ত অনুজ্জ্বল আলোকে সমস্ত ঘর ভরিয়া গিয়াছিল, ধীরে ধীরে সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

শয্যার অপর প্রান্তে মালতী চিৎ হইয়া বাম পাশে মাথা হেলাইয়া ঘুমাইতেছে। তাহার শিথিলসুন্দর দেহ দেখিয়া শক্তির মনে হইল, যেন একটি শুভ্র মালতীমালা অলস আবেশে শয্যার উপর এলোমেলো ভাবে পড়িয়া আছে। তাহাকে না জাগাইয়া ধীরে ধীরে পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া দ্বার খুলিয়া সে বারান্দায় বাহির হইয়া গেল।

বারান্দার অপর-প্রান্তে বিনোদের সহিত অশোক কথা কহিতেছিল, শক্তিকে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শরীর ভাল আছে তো শক্তি?"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "আছে।"

"ঘুম হয়েছিল ?"

"হয়েছিল।"

"মালতী উঠেছে ?"

"না, ঘুমচ্ছে।"

"আচ্ছা, আপাতত গোটা পনেরো টাকা বিনোদকে এনে দাও।"

"আমার টাকা থেকে ?"

কৌতুকোচ্ছ্বসিতকণ্ঠে অশোক বলিল, "হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, আমার টাকা থেকে।"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "তা দিচ্ছি। কিন্তু মালতীদের বাড়ি যাবার সময়ে চাবিটা চেয়ে নিতে ভুলো না।"

"কেন ?"

"চাবি না থাকলে তোমার অসুবিধে হবে।"

মাথা নাড়িয়া অশোক বলিল, "কিছুতে না, চাবি তোমার কাছে থাকবে। অসুবিধে হচ্ছে ভেবে যদি মালতীকে তাড়া দিয়ে আধ ঘণ্টাও আগে ফিরে আস, সেইটেই হবে চাবি না থাকার লাভ।" তাহার পর কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া লইয়া ঈষৎ কাতরভাবে কহিল, "আজকের দিনটা মালতী কিন্তু একেবারে মাটি ক'রে দিলে !"

কিছু না বলিয়া শক্তি একটু হাসিল, কিন্তু সে হাসির অসংশয়িত অর্থ—'শুধু তোমারই ক'রে দেয় নি।' অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, "নবগোপালদা উঠেছেন ?"

হাসিমুখে অশোক বলিল, "কোনো রকমে। অনেক ঠেলাঠুলি ক'রে আধ ঘণ্টাটাক আগে তাঁকে তুলেছি। গোসলখানায় স্নান করতে গেছেন। মালতী উঠলে তোমরা মুখ-হাত ধুয়ে নাও। তারপর চায়ের জল চড়াতে ব'লে দিয়ো।"

টাকা আনিতে শক্তি কক্ষে ফিরিয়া গেল।

বেলা সাড়ে আটটার সময়ে নবগোপাল একতলায় খাইবার ঘরে ভাত খাইতে বসিয়াছিল। চায়ের সহিত যথেষ্ট খাবার খাইয়াছিল বলিয়া প্রথমে সে ক্ষুধাহীনতার আপত্তি তুলিয়াছিল। কিন্তু পাতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া খাদ্যবস্তুর উৎকৃষ্টতা দেখিয়া জঠরের কোনো গুপ্ত প্রদেশ হইতে একরাশ ক্ষুধা, ছিদ্রপথ দিয়া জলস্রোতের ন্যায়, হু-হু করিয়া বাহির হইয়া আসিল। গব্যঘৃত, আলুভাতে, মুগের ডাল, রুইমাছ ভাজা, কইমাছের ঝাল, হাঁসের ডিমের বড়া এবং আনারসের অম্বল দিয়া উৎকৃষ্ট কাটারিভোগ চালের তপ্ত অন্নের চৌদ্দ-আনা অংশ দেখিতে দেখিতে উড়িয়া গেল, তাহার পর আহারপর্বের চরম অবস্থায় দধি সন্দেশ এবং আম্ররসের সংযোগে যখন একটা সাতিশয় মুখরোচক পদার্থ উৎপন্ন হইল তখন আর কিছু অন্ন না লইয়া কিছুতেই চলিল না।

অশোক এবং শক্তি নিকটে বসিয়া গল্প করিতেছিল। নি[illegible]ভাবে একটা আমের আঁটি চুষিতে চুষিতে নবগোপাল বলিল, "আজব শহ[illegible] এই কলির রাজ্য কলকাতা! শেরাবোন মাসেও আম খাওয়া চলেছে!"

শক্তি বলিল, "আর একটা আম দিতে বলব নবগোপালদা?"

মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "না রে ভাই, না। আর [illegible]টা আম খেলে পেট ফেটে যাবে। তাই কি সহজ আম! যেন এক একটা পেঁপে!" তাহার পর কণ্ঠস্বর একটু নিচু করিয়া শক্তির দিকে [illegible]াত করিয়া বলিল, "এই সংসার যখন তোমার নিজের সংসার হবে, তখন কিন্তু খেতে বললে পেট ফাটাতেও পেছপা হব না।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

অশোক বলিল, "কিন্তু এ সংসার শক্তির সংসার হতে বাকি নেই নবগোপালবাবু। এ সংসার এখনও শক্তিরই সংসার।"

কুঞ্চিত চক্ষে সহাস্যমুখে নবগোপাল বলিল, "ও-সব ভাঁওতায় আমি ভুলি নে রে ভাই! ধাঁ ক'রে বিয়ে ক'রে ফেলে কেচ্ছা খতম কর,—তা হ'লে বলব—য়োঁ···হ্—"

কথা শেষ না করিয়া নবগোপাল হোঁ...হ্ করিয়া থামিয়া যাওয়ায় বিস্মিত হইয়া অশোক বলিল, "কি হ'ল নবগোপালবাবু?"

কোনো কথা না বলিয়া নবগোপাল পুনরায় আর একবার হোঁহ্ করিয়া দ্বারের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল। সেই সঙ্কেতের অনুসরণে অশোক এবং শক্তি পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, গোবিন্দ ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

নবগোপাল বলিল, "কি বলছ ঠাকুর?"

"আর কিছু কি চাই বাবু?"

মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "না, না, কিছু না,—জল পর্যন্ত না। এখন আমরা একটু প্রাইভেটে থাকতে চাই—তোমরা কেউ এখানে এসো না। কিছু মনে ক'রো না ঠাকুর, এর মানে আছে। বুঝলে?—মানে আছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু নিশ্চয় আছে; আমরা কেউ আসব না।"—বলিয়া গোবিন্দ প্রস্থান করিল।

যে 'মানে আছে'র রহস্য লইয়া গত কাল হইতে সে বিব্রত হইয়া আছে, গোবিন্দর উপর তাহা প্রয়োগ করিতে পারিয়া নবগোপাল খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

নবগোপালের ভঙ্গী দেখিয়া ও কথা শুনিয়া অশোক এবং শক্তির অতিশয় হাসি পাইয়াছিল। কোনোরূপে হাসি রোধ করিয়া অশোক বলিল, "'মানে আছে'র কি মানে, তা যেন গোবিন্দদের কাছে তাই ব'লে বলবেন না নবগোপালবাবু।"

মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "ক্ষেপেছ! তাই কখনো বলি?"

তাহার পর কণ্ঠস্বর সহসা গাঢ় করিয়া লইয়া বলিল, "শোনো ভায়া, বেশি দিন ঝুলিয়ে রেখে মেয়েটাকে অযথা কষ্ট দিয়ো না, এই শেরাবোন মাসেই বিয়ের ব্যবস্থা কর; আর দেখ, বিয়ে স্থির হ'লেই আমাকে

খবর দিয়ো। আমার ঠিকানা—নবগোপাল চাটুজ্জে, গ্রাম হরিপুর, পোস্ট গলসেপালি, জেলা খুলনা।”

অশোক বলিল, “এ ঠিকানা আমার জানাই আছে।”

“তোমার চিঠি পেলেই আমি এসে শক্তিকে নিয়ে যাব।”

“কোথায় নিয়ে যাবেন?”

“কেন, হরিপুরে।”

“সেই কুমীরের দেশে?”

অশোকের কথা শুনিয়া নবগোপাল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; বলিল, “মনে আছে? ভোল নি দেখছি!”

“কুমীরকে কি সহজে ভোলা যায়?”

“না গো, না। কুমীর তখন আর কুমীর থাকবে না, একেবারে কচ্ছপ হয়ে যাবে।”

“তা না হয় যাবে, কিন্তু হরিপুরে নিয়ে যাবেন কেন?”

অশোকের প্রশ্ন শুনিয়া নবগোপালের মুখ বিস্ময়ে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; বলিল, “কেন মানে? তা হ’লে তোমার এই কলকেতার বাসা থেকে শক্তির বিয়ে হবে না-কি?”

নবগোপালের কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে অশোক বলিল, “না, না, তা কেন হবে! হরিপুর থেকেই হবে। হরিপুরে গিয়ে আমরা শক্তিকে বাজিৎপুরে নিয়ে আসব।”

উৎসাহিত হইয়া নবগোপাল বলিল, “সাতক্ষীরে থেকে মদন চক্কোত্তী আর তার বউকে একেবারে কন্ট্র্যাক্টো ক’রে হরিপুরে নিয়ে যাব। মদনের বউ চা আর খাবার তৈরি করবে, আর মদন তোমাকে গান শোনাবে। মদনের গান তো তোমার খুব ভাল লাগে?”

প্রসন্নমুখে অশোক বলিল, “খুব ভাল লাগে। মদন থাকলে বিয়েবাড়ি জ’মে যাবে নবগোপালবাবু। কনে সম্প্রদান করবে কে? আপনি?”

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নবগোপাল বলিল, "আমি? কেন, সগোত্তোর ভবতারা মাসি থাকতে আমি করতে যাব কেন?"

"তিনি তো বিরুদ্ধ দলের লোক, তিনি হরিপুরে কেন আসবেন?"

নবগোপালের মুখে বীরত্বের একটা কঠোর ভাব ফুটিয়া উঠিল ; বলিল, "তিনি না আসেন, তাঁর ঘাড় আসবে। বেশি চালাকি করলে পাঁজাকোলা ক'রে গরুর গাড়িতে ফেলে চালিয়ে নিয়ে আসব। তবে হ্যাঁ,—শিবানীপুর থেকে বিয়ে হবার উপায় নেই ঐ শয়তান অজু চাটুজ্জে থাকতে। শোলোকে যে লেখে—চট্টো হারামজাদা, সে কি মিথ্যে লেখে? পয়লা নম্বরের হারামজাদা ঐ অজু চাটুজ্জে।"

সহাস্যমুখে অশোক বলিল, "এ কথা কিন্তু আপনার মুখে সাজে না নবগোপালবাবু।"

"কেন?"

"আপনি নিজেও তো চাটুজ্জে।"

আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নবগোপাল বলিল, "হলামই বা চাটুজ্জে, তাই ব'লে হক কথা বলতে ভয় পাব না-কি?"

"কিন্তু ঐ শ্লোকের কথা যে ঠিক নয়, ভুল,—তা আপনার মত চাটুজ্জেরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে।"

অশোকের কথার অর্থোপলব্ধির জন্য এক মুহূর্ত চুপ করিয়া ভাবিয়া শক্তির দিকে চাহিয়া হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "শোনো কথা বোনাইয়ের! যাবার সময়ে খুশি ক'রে বিদেয় করতে চায়।"

মৃদুস্মিত মুখে শক্তি বলিল, "আপনার বোনেরও কিন্তু ঐ এক কথা দাদা।"

"বোনেরও ঐ এক কথা? তবে আর কি বলব বল?"—বলিয়া প্রসন্নমুখে নবগোপাল ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অশোকের আদেশ অনুযায়ী বিনোদ একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া

আনিয়াছে। সঙ্গে লইয়া গিয়া অশোক নবগোপালকে ইটিণ্ডাঘাটের বাসে তুলিয়া দিয়া আসিবে।

দোতলা হইতে একতলার বারান্দায় নামিয়া আসিয়া নবগোপাল অশোককে বলিল, "তুমি গাড়িতে গিয়ে ব'সো ভায়া, শক্তির সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

"প্রাইভেটে?"

স্মিতমুখে নবগোপাল বলিল, "হ্যাঁ, প্রাইভেটে।"

"মানে আছে বুঝি?"

এবার নবগোপাল সজোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "নিশ্চয় আছে।" তাহার পর কণ্ঠস্বর বেশ খানিকটা নিচু করিয়া লইয়া বলিল, "তোমার মানে থাকতে পারে, আর আমার পারে না?"

"নিশ্চয় পারে।"—বলিয়া হাসিমুখে অশোক গৃহের বাহিরে প্রস্থান করিল।

কিছুপূর্বে গোবিন্দর উপর 'মানে আছে'র অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া নবগোপাল যে পরিমাণে পরিতুষ্ট হইয়াছিল, তাহার অনেক বেশি হইল অশোকের উপর প্রয়োগ করিয়া।

একটু একান্তে শক্তিকে লইয়া গিয়া সে বলিল, "চিঠি-পত্তোর দিয়ো।"

ঘাড় নাড়িয়া শক্তি বলিল, "দোব।"

"সাবধানে থেকো।"

পুনরায় শক্তি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, থাকিবে।

"আর দেখ, যাতে এই শেরাবোন মাসের মধ্যে বিয়েটা হয়ে যায়, সেজন্য অশোকের উপর সব্বোদা চাপ রেখো। সোমোখো ছেলে-মেয়ে বিয়ে না ক'রে বেশিদিন এক সঙ্গে থাকতে নেই।"

নবগোপালের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া নতনেত্রে শক্তি বলিল,

"তিন চার দিনের মধ্যে আমি স্কুলে ভর্তি হয়ে মেয়েদের হোস্টেলে চ'লে যাব নবগোপালদাদা।"

শক্তির কথা শুনিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবগোপাল বলিল, "বল কি! হোটেলে চ'লে যাবে? তা হ'লে অশোক যে আমাকে হোটেলের কথা বলেছিল, তা দেখছি এস্তোক বাক্যি নয়,—সত্যি। কিন্তু, বিয়ের সময়ে আসবে কি ক'রে শক্তি?—ছাড়বে তো ওরা?"

আরক্তমুখে শক্তি বলিল, "তা ছাড়বে।"

"সে হোটেল তো শুধু মেয়েদের হোটেল? পুরুষের নেত্তুড় নেই তো সেখানে?"

"একেবারে নেই।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া নবগোপাল বলিল, "তা হ'লে না-হয় হোটেলেই যেয়ো,—তবু সে মন্দের ভাল হবে। আর দেখ, যে রকমই হোক না কেন, কোন-কিছু অসুবিধে হ'লেই আমাকে জানাবে।"

"নিশ্চয় জানাব।"

ক্ষণকাল নিঃশব্দ থাকিয়া, কতকটা যেন নিজেকেই সম্বোধন করিয়া মৃদুকণ্ঠে নবগোপাল বলিল, "যা-ই হোক না কেন, এ কথা নিশ্চয়, শেষ পর্যন্ত আমি আছিই।"

এই স্বগতোক্তিকে শক্তি কিন্তু উপেক্ষা না করিয়া ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "তা আমি জানি নবগোপালদাদা।"

কোনো একটা কথা সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইবার চেষ্টায় নবগোপালের মনের মধ্যে আলোড়িত হইতেছিল। এ পর্যন্ত যতটুকু বলিয়াছে তাহা যথেষ্ট নহে মনে করিয়া, বোধ করি শক্তিকে পরিপূর্ণ আশ্বাস দিবার অভিপ্রায়েই, সে বলিল, "আরও একটা কথা তোমার জেনে রাখা দরকার।"

আগ্রহসহকারে শক্তি বলিল, "কি বলুন ?"

"শিবানীপুর থেকে কাল গরুর গাড়িতে আসতে আসতে আমার যে সম্বন্ধের কথা তোমাকে বলেছিলাম, হরিপুরে গিয়েই সেটা ভেঙে দেওয়াব।"

বিস্মিত হইয়া শক্তি বলিল, "কেন বলুন তো ? আপনি তো বলছিলেন, শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে বিয়ে হবার কথা একরকম পাকা হয়েই আছে।"

নবগোপাল বলিল, "তা তো আছেই। হ'লে একরকম মন্দও হ'ত না,—মেয়েও নিতান্ত নিন্দের নয়, দেওয়া-থোওয়াও ভালই করত।"

"তবে ?"

"অশোক যদি তোমাকে শেরাবোন মাসে বিয়ে করত, তা হ'লে তো নিশ্চিন্ত হয়েই করা যেত। কিন্তু সে যে রকম কথা বলে, তাতে শেরাবোন মাসে তো নয়ই, তারপর কবে কতদিনে যে করবে তার কোনো ঠিকানা নেই।"

"কিন্তু তার জন্যে আপনার বিয়ে কেন বন্ধ থাকবে ? আপনি শ্রাবণ মাসে নিশ্চয় বিয়ে করবেন।"

শক্তির কথা শুনিয়া নবগোপালের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল; বলিল, "দূর! তাই কখনো কেউ করে! তারপর যদি ইয়ে হ'ল, তখন ? লোকে কথায় বলে 'জন্ম মিত্যু বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে'—কিছু বলা যায় কি ? যতক্ষণ দু হাত এক না হচ্ছে কিছুই বলা যায় না। এই যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হ'ল কি শেষ পর্যন্ত ? আমি নিজেই চেষ্টা ক'রে ভেঙে দিলাম, অথচ অমন সোন্দর পাত্তিরী।" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তা ছাড়া এত তাড়াই বা কিসের ? হয়ে যাক না আগে তোমাদের,—তারপর দেখেশুনে নিশ্চিন্ত হয়ে যা হয়

একটা করলেই হবে। পাত্তোর যদি বেঁচে থাকে, পাত্তিরীর অভাব হবে না।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "এ কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগছে না।"

বিস্মিত কণ্ঠে নবগোপাল বলিল, "একটুও ভাল লাগছে না মানে? ধর,—ভগবান না করুন, তেমনই যদি কিছু হয়, তখন?"

"তখন আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আপনাকে চিঠি লিখব।"

শক্তির কথায় খুশি হইয়া নবগোপাল বলিল, "তা হ'লে আমার কথাই তো দাঁড়াল শক্তি। সেই জন্যই তো আমি বলছিলাম, তোমাকে নিয়ে যাবার পথ খোলসা রাখা উচিত। কিন্তু সে যাই হোক, তোমার কোনো ভয় নেই, আমি মন খুলে আশীর্বাদ করছি, সে দুঃখু তোমাকে যেন পেতে না হয়।"

"কোন্ দুঃখু?"

হাসিয়া নবগোপাল বলিল, "কি আশ্চোয্যো! তা-ও খুলে বলতে হবে না-কি? হরিপুরের চাটুজ্জে-বাড়ির বড় বউ হওয়ার দুঃখু।"

নবগোপাল হাসিমুখে এ কথা বলিল, কিন্তু শুনিয়া শক্তির দুই চক্ষু সিক্ত হইয়া আসিল। ইহার প্রতিবাদ না করিয়া সে থাকিতে পারিল না; আর্তকণ্ঠে বলিল, "সে তখন যা হবার হবে, কিন্তু দুঃখুর কথা ব'লে আমাকে অপরাধী করবেন না দাদা।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া নবগোপাল বলিল, "আচ্ছা, চলি এখন,—দেরি হয়ে গেল।"

নত হইয়া শক্তি নবগোপালের পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শক্তির মাথায় দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া নবগোপাল বলিল, "যা বললাম মনে রেখো ভাই। সাবধানে থেকো, চিঠিপত্তোর দিয়ো, আর শীগগির যাতে বিয়ে হয়, তার জন্যে অশোকের ওপর চাপ রেখে যেয়ো।"

"দাদা!"

"কি বল?"

নবগোপালের হস্তে শক্তি গোটা দশেক রূপার টাকা প্রদান করিল। বিস্মিত হইয়া নবগোপাল বলিল, "কি হবে এ টাকায়?"

"মেসোমশায় মাসিমা আর ছেলেমেয়েদের জন্যে ইনি এক হাঁড়ি মিষ্টি আপনার গাড়িতে দিয়েছেন। কুটুম্বিতায় আপনিই বা হার মানবেন কেন! দুটো ক'রে টাকা এ বাড়ির চাকর-বামুনের হাতে দেবেন।"

"আর বাকি টাকা?"

"বাকি টাকা আপনার পথ-খরচ।"

"হুস্!" শব্দের দ্বারা শক্তির প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া নবগোপাল শক্তির হাতে টাকা ফিরাইয়া দিল।

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে শক্তি বলিল, "এ কিন্তু অন্য কারো টাকা নয়, আপনার বোনের টাকা।"

হাসিমুখে নবগোপাল বলিল, "টাকা আমার সঙ্গে গোটা কুড়িক আছে শক্তি; বোনের টাকার দরকার হবে না।" তাহার পর বিনোদ এবং গোবিন্দকে ডাকিয়া তাহাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও জোর করিয়া তাহাদিগকে দুই টাকা করিয়া বকশিশ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

নবগোপালের সহিত কথাবার্তার পর একটা অস্পষ্ট অস্বস্তির তাড়নায় শক্তির মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে হইল, সরল নিষ্কলুষচিত্ত নবগোপালের উদ্বেগ এবং হিতৈষণা শুধু অলীক এবং অবাস্তব কল্পনা হইতেই হয়তো জন্মগ্রহণ করে নাই,—নির্মম অদৃষ্টের অশুভ সত্যের হয়তো বা একটা ইঙ্গিত ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। তাই, মালতীদের বাড়ি যাইবার জন্য যে সামান্য-একটু স্পৃহা তাহার মনের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল, এখন আর তাহার বিন্দুবিসর্গও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মনের ভারকেন্দ্র হইতে বিশ্বাসের যে আসন অল্প একটু সরিয়া গিয়াছে, মনে হইল,

নবগোপালকে বাসে তুলিয়া দিয়া ল ক্লাস সারিয়া অশোক বাড়ি ফিরিলে তাহার সহিত কথোপকথনের প্রভাবে হয়তো তাহা পুনরায় যথাস্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে। সেই জন্য, মালতীদের বাড়ি না গিয়া অশোকের জন্য অপেক্ষা করা অনেক বেশি স্পৃহণীয় বলিয়া তাহার মনে হইল।

কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরে পরিচিত হর্নের শব্দ শুনিয়া মালতী যখন বলিল, "চল।" তখন আর কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া শক্তিও বলিল, "চল।" তাহার শ্রান্ত মনে যাওয়া না-যাওয়া লইয়া বাদানুবাদ করিবার মত যথেষ্ট ধৈর্যের অভাব ছিল; বিশেষত, বাদানুবাদ দ্বারা অবুঝ এবং অনমনীয় মালতীর নিকট হইতে ফললাভের যখন বিশেষ কোন প্রত্যাশা ছিল না।

মালতী বলিল, "চটপট তৈরি হয়ে নাও শক্তি।"

শক্তি বলিল, "চটপটের দরকার নেই, তৈরিই আছি।"

"কাপড়টা বদলে নাও।"

পরিচ্ছদের দিকে নতনেত্রে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া শক্তি বলিল, "কেন, এই তো বেশ আছি।"

"যাতে তুমি থাক তাতেই বেশ থাক; কিন্তু আরো একটু বেশ চাচ্ছি।" বলিয়া কতকটা জোর করিয়া শক্তিকে অশোকের শয়ন-কক্ষে টানিয়া লইয়া গিয়া আলমারি খুলাইল; তাহার পর একটা সুশ্রী ঢাকাই শাড়ি এবং তাহার সহিত মানানসহ একটা ব্লাউজ বাহির করিয়া বলিল, "নাও, প'রে ফেল।"

শক্তি বস্ত্র পরিবর্তন করিলে ঘাড় বাঁকাইয়া সপ্রশংস নেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মালতী বলিল, "দেখ দেখি, কি সুন্দর দেখাচ্ছে! এবার এস, তোমার মুখে একটু পাউডার মাখিয়ে দিই।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "না, না, পাউডার মাখাবার দরকার নেই।"

"পাউডার দিয়ে তোমার গায়ের রঙ বাড়াবার দরকার নেই তা জানি, কিন্তু মুখের তেলটা তো মারতে হবে।" বলিয়া মালতী একটা পাউডারের কৌটা খুলিয়া তুলিতে ঘন করিয়া পাউডার লাগাইয়া লইয়া শক্তির মুখে চোখে ভাল করিয়া মাথাইয়া দিল।

চোখ বুজিয়া কুঞ্চিত মুখে শক্তি বলিল, "একেবারে অন্ধ ক'রে দিলে ভাই।"

মালতী বলিল, "অন্ধ হয়ে কিন্তু কোঁচকানো চোখ-মুখের কি চমৎকার শোভা হয়েছে একবার যদি দেখতে!"

মালতীর কথা শুনিয়া শক্তির কুঞ্চিত মুখের উপর চাপা হাসির একটা মৃদু আমেজ ফুটিয়া উঠিল। মুদিতনেত্রে সে বলিল, "একটা হাত-আরশি দাও না দেখি।"

এই অসাধনীয় প্রস্তাবের তরল কৌতুকাবহতায় তরুণীদ্বয়ের, বিশেষত মালতীর, কলহাস্যে কক্ষ চকিত হইয়া উঠিল।

একটা নরম বস্ত্র দিয়া শক্তির কপালের পাউডার মুছিতে মুছিতে মালতী বলিল, "একটা কথার উত্তর দেবে শক্তি? কিন্তু সত্যি উত্তর দিয়ো। জান তো, চোখ বুজে মিথ্যে কথা বলতে নেই।"

মৃদু হাসিয়া শক্তি বলিল, "চোখ বুজেই তো মিথ্যে কথা বলার সুবিধে, চক্ষুলজ্জার বালাই থাকে না।"

মালতী বলিল, "কি আশ্চর্য! অন্ধকারে চুরি করতে সুবিধে ব'লে অন্ধকারে চুরি করবেই না-কি তুমি? না, চোখ বুজে মিথ্যে কথা বলতে নেই।" বলিয়া মালতীর দুই চক্ষে আর এক-এক থুবি পাউডার লাগাইয়া দিল।

চক্ষু কুঞ্চিততর করিয়া শক্তি বলিল, "রক্ষে কর ভাই। আর বেশি অন্ধ করতে হবে না—কি তোমার কথা বল।"

"অশোকবাবু তোমার মাসতুতো ভাইয়ের বন্ধু?"

শক্তি বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়।"

"তার বেশি কিছু নন তো?"

"না, বন্ধুর বেশি নন।"

"তোমার মাসতুতো ভাইয়ের কথা বলছি নে, তোমার কথা বলছি।"

"ও! আমার কথা বলছ?" এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া শক্তি বলিল, "আর আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, অশোকদাদা তোমার দাদার বন্ধু তো? তা হ'লে কি বলবে?"

মৃদু হাসিয়া মালতী বলিল, "বলব, হ্যাঁ।"

"তারপর যদি জিজ্ঞাসা করি, তার বেশি কিছু নন তো? তা হ'লে কি বলবে? সত্যি কথা ব'লো। মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে চুরি করতে নেই, আর পাউডার দিয়ে মিথ্যে বলতে নেই!" বলিয়া শক্তি হাসিয়া উঠিল।

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া মালতী বলিল, "তা হ'লে বলব, আমার কথার তুমি উত্তর দিলে না।"

শক্তি বলিল, "তা হ'লে আমিও বলব, আমার কথারও তুমি উত্তর দিলে না।"

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মালতী বলিল, "তা হ'লে ভালই হ'ল। তোমার উত্তর না-দেওয়ায় আর আমার উত্তর না-দেওয়ায় কাটকুট হ'য়ে দাঁড়াল যে, অশোকবাবু তোমার মাসতুতো ভাইয়ের বন্ধুর বেশি আর-কিছু নন।"

নিমীলিত চক্ষে শক্তি বলিল, "এতে খুশি হ'লে মালতী?"

শক্তির চিবুকের উপরকার পাউডার ঘষা শেষ করিতে করিতে মালতী বলিল, "নিশ্চয় হলাম।"

"সুবিধে হ'ল তোমার?"

"হ'ল বইকি।"

"পথ বোধ হয় নিষ্কণ্টক হ'ল ?"

"খুব নিষ্কণ্টক হ'ল। মস্ত-বড় বাবলা কাঁটা পথ থেকে স'রে গেল।"

শক্তির একবার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করে—বাবলা কাঁটা বলিতে মালতী কি বুঝাইতে চাহে, কিন্তু সে কথা আপাতত না জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, "কিসের পথ ?"

শক্তির দুই চক্ষের পাউডার ঝাড়িয়া-মুছিয়া দিয়া মালতী বলিল, "বা রে! পথের কথা তুমিই তো তুললে,—তুমি বল কিসের পথ ?"

মালতীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া শক্তি বলিল, "সৌভাগ্যের ?"

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া মালতী বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সৌভাগ্যের নিশ্চয়ই। সৌভাগ্যের তাতে আর কি সন্দেহ আছে !"

"কার সৌভাগ্যের ?"

"আমাদের।"

"তোমাদের। তোমাদের মধ্যে প্রথম কে ? তুমি ?"

মাঝের ঘরে ঘড়িতে ঢঙ ঢঙ করিয়া দশটা বাজিল।

ব্যস্ত হইয়া মালতী বলিল, "আমি, না আর কেউ, বাড়ি গিয়ে সে-সব কথার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। দশটা বেজে গেল, আর দেরি করা নয়—দাদার অফিস যাবার সময় হ'ল। আমরা গিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে দাদা অফিস যাবেন।"

"কোন্ অফিসে যান তোমার দাদা ?"

"চৌধুরী-সেনের অ্যাটর্নির অফিসে। দাদা সে অফিসে 'আর্টিকেল্ড' কি-না।"

বাকি প্রসাধনটুকু তাড়াতাড়ি সমাপ্ত করিয়া মালতী জুতার বাণ্ডিল খুলিল। দুই জোড়া জুতার মধ্যে যে জোড়া শক্তির পরিচ্ছদের সহিত বেশি খাপ খায়, সেই জোড়া শক্তিকে পরাইয়া শক্তিকে লইয়া নীচে নামিয়া আসিল।

রান্নাঘরের সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া বিনোদ বাটনা বাটিতেছিল, শক্তি ও মালতীকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শক্তি বলিল, "আমি মালতীদের বাড়ি চললাম বিনোদ,—এ বেলা এখানে খাব না তা জান তো ?"

বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, দাদাবাবুর মুখে শুনেছি।" তাহার পর ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত ইতস্তত করিয়া বলিল, "দাদাবাবুর খাবার সময়ে আপনি থাকবেন না দিদিমণি ?"

এ কথার উত্তর দিল মালতী; বলিল, "তোমার দাদাবাবু তো এগারোটা সাড়ে এগারোটার সময়ে আসবেন ?"

মালতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এগারোটা সাড়ে এগারোটা হবে বইকি।"

"তা হ'লে সেই পর্যন্ত আমাদের আটকে রাখতে চাও না-কি ?"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে না, তা আর কেমন ক'রে হয় !"

"তবে ?"

ঈষৎ অপ্রসন্ন স্বরে বিনোদ বলিল, "তা হ'লে নিয়েই যান।" তাহার পর শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "চায়ের আগে নিশ্চয় আসবেন দিদিমণি। আপনি এলে তারপর দাদাবাবু চা খাবেন।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মালতী বলিল, "সে কথাও তোমার দাদাবাবু তোমাকে ব'লে গেছেন না-কি ?"

ঈষৎ অপ্রতিভ কণ্ঠে বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে না, আমি নিজেই বলছি।"

এবার হাসিয়া ফেলিয়া মালতী বলিল, "তোমার ভাবনা নেই, চায়ের আগেই তোমার দিদিমণিকে আমি নিয়ে আসব। আজ বিকেলে এখানে চা খাবার জন্যে আমাকেও তোমার দাদাবাবু নিমন্ত্রণ করেছেন।"

"যে আজ্ঞে।"—বলিয়া বিনোদ নত হইয়া করজোড়ে অভিবাদন করিল।

গাড়িতে উঠিয়া শক্তির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে মালতী বলিল, "বাপ রে! বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো যে বলে, এ দেখছি তাই। মুনিবের যদিও বা কোনো রকমে হুকুম হ'ল তো চাকর-মহারাজ ছাড়তে চান না। তোমার পাল্লায় যে পড়ে তার আর রক্ষে থাকে না দেখছি। বুড়ো বিনোদও তোমার অদর্শন সহ্য করতে নারাজ।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া শক্তি স্মিতমুখে মালতীর ওষ্ঠাধরে আঙুলির মৃদু আঘাত করিল।

মূল্যবান বৃহৎ মোটরকার নিঃশব্দ মসৃণ গতিতে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়া দক্ষিণ দিকে ছুটিয়া চলিয়াছিল। প্রণবরা ধনশালী, সে কথা শক্তি কথায়-বার্তায় ইঙ্গিতে-অনুমানে কতকটা ধারণা করিয়াছিল, উপস্থিত মোটর-কারের আভিজাত্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া সে ধারণা বর্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু মিনিট পনেরো ষোল পরে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে একটা বৃহৎ কম্পাউণ্ডওয়ালা অট্টালিকার মূল্যবান লৌহ-গেট অতিক্রম করিয়া গাড়ি যখন ভিতরে প্রবেশ করিল, তখন তাহাদের বৈভবের আরো অনেকটা পরিচয় পাইয়া সবিস্ময়ে সে বলিল, "এই তোমাদের বাড়ি মালতী?"

স্মিতমুখে মালতী বলিল, "এই। ভাল লাগল তোমার?"

প্রসন্নমুখে মালতী বলিল, "চমৎকার!"

দেখিতে দেখিতে মোটরকার গাড়ি-বারান্দায় আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। উর্দি-পরা এক নেপালী বালক-ভৃত্য বারান্দা হইতে নামিয়া আসিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল।

গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া মালতী বলিল, "হ্যাঁ রে টেকবাহাদুর, দাদাবাবু কোথায়?"

দক্ষিণ দিকের একটা কক্ষ দেখাইয়া টেকবাহাদুর বলিল, "অফিস-ঘরে কাজ করছেন।"

কাজ করিতে করিতে প্রণব মোটর আসার শব্দ এবং মালতী ও টেকবাহাদুরের কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিল। বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া নূতন করিয়া শক্তির এই তৃতীয় বারের সজ্জিত-সুন্দর কমনীয় মূর্তি দেখিয়া সবিস্ময় আনন্দে মুহূর্তের জন্য সে নির্বাক হইয়া গেল; তাহার পর সহাস্য মুখে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আসুন, আসুন, মিস্ মুখার্জি, সুভাগমন হোক।"

সিঁড়ি দিয়া বারান্দায় উঠিতে উঠিতে শক্তি প্রণবের দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে নমস্কার করিল।

শক্তি বারান্দায় অরোহণ করিলে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রণব বলিল, "এখন মালতীর জেলখানায় সমস্ত দিন বন্দী তো?"

উত্তর দিল মালতী; বলিল, "সমস্ত দিন আর কোথায়? সাড়ে দশটা বাজল, আর বিনোদ-মহারাজের হুকুম বিকেলে চায়ের আগে পৌছে দিতে হবে। তা হ'লে ক ঘণ্টাই বা বল?"

প্রণব বলিল, "বেশ তো, ছ মাস জেল হ'লে, পরে আঠারো মাস যে হতে নেই, এমন তো নয়। আবার কোনো সময়ে আঠারো মাসের মেয়াদে গ্রেপ্তার ক'রে আনলেই চলবে।"

হাসি মুখে মালতী বলিল, "এমন কি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের মেয়াদে গ্রেপ্তার ক'রে আনাও চলতে পারে।"

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্মিতমুখে প্রণব বলিল, "না, তা চলবে না। আমাদের এ বাড়িকে আন্দামান দ্বীপ ব'লে স্বীকার করতে আসামী কিছুতেই রাজী হবেন না।" তাহার পর শক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আচ্ছা, ওপরে গিয়ে ততক্ষণ মার সঙ্গে দেখা করুন, হাতের কাজটুকু সেরে এখনি আমি আসছি।"

বারান্দার বাম দিক দিয়া কাঠের প্রশস্ত সিঁড়ি বার দুই বাঁক ফিরিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। তাহার দুই দিকে হাতখানেক করিয়া বাদ দিয়া মধ্যস্থল ভেদ করিয়া ঘন নীল বর্ডার দেওয়া সবুজ বর্ণের পরিচ্ছন্ন কার্পেট। সিঁড়ির বাম দিকে দেওয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে টাঙানো কয়েকজন দেশপূজ্য ভারতবাসীর প্রতিকৃতি। সিঁড়ির বাঁকে বাঁকে সুদৃশ্য কর্নারপীসের উপর স্থাপিত মর্মরনির্মিত সুগঠিত নারী-মূর্তি; তাহাদের ঈষদানত দেহের দক্ষিণ হস্তে বিজলী বাতি; রাত্রে সেইগুলি হইতে উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইয়া সিঁড়ির পথ আলোকিত করে। দক্ষিণ দিকে কাঠের রেলিং; তাহার আধুনিক-রুচিসম্মত হাল্কা কাজের উপর এমন মসৃণ পালিশ যে, মাছি বসিলে পিছলাইয়া পড়ে।

অংশের দ্বারা সমগ্রের পরিচয়ের ন্যায়, এই সিঁড়ি হইতে সমস্ত গৃহের সমৃদ্ধির একটা সুস্পষ্ট ধারণা শক্তির মনে জাগ্রত হইল।

দ্বিতলে সিঁড়ির প্রান্তে দাঁড়াইয়া মালতীর বিধবা জননী যোগমায়া প্রসন্নমুখে শক্তি এবং মালতীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

দুই-তিনটা সিঁড়ি বাকি থাকিতে যোগমায়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিমুখে মালতী বলিল, "মা, দেখ, কি চমৎকার!"

স্মিতমুখে যোগমায়া বলিল, "সত্যিই চমৎকার!" উপরে উঠিয়া শক্তি নত হইয়া যোগমায়ার পদধূলি গ্রহণ করিলে যোগমায়া শক্তিকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে চিবুক চুম্বন করিল।

২০

ইটিণ্ডাঘাটের বাসে নবগোপালকে তুলিয়া দিয়া অশোক ল কলেজে আসিল, তৎপরে সেখান হইতে ছুটি হইলে বহুবাজার স্ট্রীটে এক ফার্নি-চারের দোকানে উপস্থিত হইল।

দীর্ঘকাল হইতে এই দোকান বাজিতপুরের জমিদার-গৃহে আসবাবপত্র

যোগাইয়া আসিতেছে। অশোককে দেখিয়া দোকানের ম্যানেজার সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া আগাইয়া আসিল।

একজনের ব্যবহারের উপযোগী একটা পালঙ্ক, একটা টেবিল এবং পাঁচখানা চেয়ার পছন্দ করিয়া বাছিয়া বেলা ছুইটা আড়াইটার মধ্যে সেগুলা তাহার গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার অর্ডার দিল। আলমারির চাবি শক্তির নিকট আছে স্মরণ করিয়া বলিল, "বিলটা অনুগ্রহ ক'রে কাল বৈকালে পাঠাবেন।"

ম্যানেজার বলিল, "মালের সঙ্গে কখনই তো আপনাদের বিল পাঠানো হয় না স্যার। আসছে মাসের মাঝামাঝি কোনো সময়ে পাঠিয়ে দেব।"

"না, তার দরকার নেই, কালই পাঠাবেন।" বলিয়া অশোক গৃহে ফিরিল। পথে কলেজ স্ট্রীট মার্কেট হইতে নূতন-কেনা খাটের জন্য কিছু শয্যা-দ্রব্য খরিদ করিয়া আনিল।

আসবাবগুলা পৌঁছাইলে খাটখানা দ্বিতলের মাঝের ঘরে স্থাপিত করাইয়া অশোক টেবিল এবং চেয়ারগুলা একতলার একটা ঘরে সাজাইয়া রাখাইল; হিসাবমত এই ঘরটা গৃহের বৈঠকখানাঘররূপে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য; কিন্তু স্ত্রীলোকবর্জিত গৃহে প্রয়োজনের অভাবে সাধারণত উহা পড়িয়াই থাকে। শুধু একটা বড় তক্তপোশ একদিকে পাতা আছে, দেশ হইতে নায়েব-গোমস্তাদের মধ্যে কেহ আসিলে তাহার উপর শয়ন করে। অশোকের বন্ধুবর্গের দ্বিতলের মাঝের ঘরে আছে অবাধ গতি। কিন্তু এখন, শক্তি আসিবার পরে, পূর্বের ন্যায় ইচ্ছামত তাহাদের ভিতরে যাওয়া-আসা কোন কোন ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক হইতে পারে মনে করিয়া একতলায় এই বসিবার ঘরের ব্যবস্থা।

ব্যবস্থাটা বিনোদের বিশেষ মনঃপূত হইয়াছিল; ঘরটা ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া প্রসন্নমুখে সে বলিল, "এবার বাড়িটা ঠিক মানালো।"

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "কিসে মানালো রে?"

"এই সদর-অন্দর হয়ে।" তাহার পর বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার দ্বারটা দেখাইয়া বিনোদ বলিল, "ওই দোরে একটা পর্দা দিলে ভাল হয়।"

অশোক বুঝিল, বিনোদ তাহার বন্ধুদের পক্ষে গৃহাভ্যন্তর যতটা সম্ভব দুর্গম করিতে চাহে; কহিল, "কি ভাল হয়?"

"আব্রু হয়।"

"কার জন্যে আব্রু?"

অনাবশ্যক প্রশ্ন শুনিয়া বিনোদ ঈষৎ বিরক্তি বোধ করিয়া বলিল, "কেন, দিদিমণির জন্যে!"

"দিদিমণি তো দু-তিন দিন পরে ইস্কুলের বোর্ডিঙে চ'লে যাবে, তা হ'লে ক'দিনের জন্যে পর্দা টাঙিয়ে কি হবে?"

দিদিমণির বোর্ডিঙে যাইবার কথা শুনিয়া বিনোদ বিশেষ খুশি হইল বলিয়া মনে হইল না; বলিল, "তবে যে একতলায় বৈঠকখানা সাজানো হ'ল?"

অশোক বলিল, "সে কি দিদিমণির জন্যে?"

"আর, দোতলায় মাঝের ঘরে খাট পড়ল যে?"

"সে তো আমার জন্যে।"

ইহার পর আর কথা চালাইতে হইলে ন্যায় এবং যুক্তির জোরে তর্ক করিতে হয়। সুতরাং আপাতত বিনোদ চুপ করিয়া গেল। একতলার বৈঠকখানা-ঘর সাজানো এবং দোতলার ঘরে খাট-পাতা যে সম্পূর্ণরূপে দিদিমণি-নিরপেক্ষ ব্যাপার, এ কথাটা সে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সকালবেলায় নানা প্রকার ব্যস্ততাপ্রযুক্ত অশোক ইংরেজী ও বাংলা খবরের কাগজের মধ্যে একটাও ভাল করিয়া পড়িবার সময় পায় নাই। দোতলায় পড়িবার ঘরে বসিয়া সে ইংরেজী কাগজটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পড়িতেছিল, এমন সময়ে তথায় বিনোদ আসিয়া দাঁড়াইল।

চাহিয়া দেখিয়া অশোক বলিল, "কি বলছিস ?"

"পাঁচটা যে বেজে গেল।"

ঘড়ির দিকে চাহিয়া অশোক দেখিল, পাঁচটা বাজিয়া মিনিট তিনেক হইয়াছে। পাঠে অন্যমনস্ক ছিল বলিয়া শুনিতে পায় নাই; বলিল, "তা তো গেল।"

"দিদিমণি এখনো তো এলেন না!"

"কই এলেন!"

"তবে ?"

"তবে আর কি ?"

"চায়ের কথা জিজ্ঞাসা করছি।"

অশোক বলিল, "শুধু আমাদের দিদিমণিই তো নয়, মালতী-দিদিমণিও চা খাবেন। এ অবস্থায় তাঁদের ফেলে রেখে আমার চা খাওয়া উচিত হবে কি বিনোদ ?"

এমন প্রস্তাব বিনোদের ছিল না। হয়তো তাহার অভিপ্রায় ছিল, কোন একটা কথার ছলে কোন প্রকারে শক্তির প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়া খানিকটা খুশি হওয়া। গত কাল শক্তির আগমনের পর হইতে এই পুরুষ-অধ্যুষিত নীরস নিষ্প্রভ গৃহ তাহার প্রৌঢ় চিত্তেও এমন একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার প্রভাব হইতে সে সহজে মুক্তি পাইতেছিল না; তাই অশোকের কথার উত্তরে সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাই কখনো হয়ে থাকে ? মালতী-দিদিমণি কেন, শুধু আমাদের দিদিমণিকে ফেলে রেখেও আপনার চা খাওয়া উচিত হয় না।"

শক্তির বিষয়ে বিনোদ যে মনে মনে বিশেষ একটু উৎসাহশীল হইয়াছে, সে কথা উপলব্ধি করিতে অশোকের ভুল হয় নাই। পুলকিত চিত্তে সে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমণিকে তোর কেমন লাগছে বিনোদ ?"

এক মুখ হাসি লইয়া বিনোদ বলিল, "খাসা লাগছে।"

বিনোদ এবং অশোকের অন্তরকে যুক্ত করিয়া এমন একটা নিগূঢ় তন্ত্রী আছে, যাহা আহত হইলে ঠিক প্রভু-ভৃত্যের নীরস সুরই নির্গত হয় না। নীরবে নিঃশব্দেই সাধারণত সে তন্ত্রী থাকে, কিন্তু ক্বচিৎ কখনো আহত হইলে, এখন যেমন নির্গত হইতেছে, তেমনি সরস সুরই নির্গত হইতে থাকে।

সেই সুরের রেশ ধরিয়া অশোক স্মিত মুখে বলিল, "কি রকম খাসা শুনি?"

উৎসাহের উত্তেজনায় অশোকের সম্মুখে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বিনোদ বলিল, "যেমন পিরতিমের মত দেখতে, তেমনি মিষ্টি কথা, আর তেমনি বুদ্ধি! তা হ'লে খাসা লাগবার আর বাকি রইল কোথায় বলুন?"

প্রসন্ন মুখে অশোক বলিল, "বুদ্ধির আবার এর মধ্যে কি বুঝলি বিনোদ?"

বিনোদ কহিল, "বুদ্ধির তো বুঝতে হয় না কিছু দাদাবাবু, একবার তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায়, চোখ দুটোর মধ্যে বুদ্ধি যেন কই-মাগুর মাছের মত থল্‌বল্‌ করছে!"

একেবারে নিরক্ষর না হইলেও, অশিক্ষিত বিনোদের মুখে এই উপমার উচ্ছ্বাস শুনিয়া খুশি হইয়া অশোক বলিল, "বলিস কি রে! একেবারে কই-মাগুর মাছের মত থল্‌বল্‌ করছে? কই-মাগুর মাছের মত কাঁটা ছাড়ছেও না তো?"

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে বিনোদ বলিল, "কাঁটা! কাঁটা ছাড়ছে কি গো—" কথাটা কিন্তু ভাল করিয়া শেষ করিবার সময় হইল না, পথে মোটারের হর্ন এবং এঞ্জিন থামার শব্দ শুনা গেল। "ঐ দিদিমণিরা এলেন।"—বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

মালতী এবং শক্তি উপরে আসিয়া সিঁড়ির সম্মুখেই অশোকের সাক্ষাৎ পাইল।

সহাস্য মুখে তাহাদিগকে অভ্যর্থিত করিয়া অশোক বলিল, "দুই সখী তো হাজির, কিন্তু আমার বন্ধুটি কখন আসছেন? অফিস থেকে সোজা এখানে, না, বাড়ি ঘুরে দেরি ক'রে?"

মালতী হাসিয়া বলিল, "সোজাও নয়, দেরি ক'রেও নয়। অফিস থেকে তিনি কমিশনে, না, কিসে যাবেন বরানগরে, ফিরতে রাত দশটা হবে। আজ আপনার অদৃষ্টে বন্ধু-সঙ্গ নেই।"

অদৃষ্টের এই বিরূপতার জন্য অশোক সামান্য দুঃখ প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্য হইতে সে বিষয়ে কোনো সমর্থন না পাইয়া একটু আশ্চর্যান্বিত হইল। তাহার পর মালতী যখন বলিল "আমিও বেশিক্ষণ থাকতে পারব না অশোকবাবু, আমাকে এখনি চ'লে যেতে হবে।" তখন মনের মধ্যে একটা অকরুণ উৎসাহ বোধ করার অপরাধে মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া সে বলিল, "কেন?"

"বাড়ি ফিরে গিয়ে আমি গাড়ি ছেড়ে দিলে দাদার অফিসে গাড়ি যাবে।"

"কেন, তোমাদের ছোট গাড়িখানা কি হ'ল?"

"সেদিনকার অ্যাক্সিডেণ্টের পর থেকে মা আর দাদাকে গাড়িতে হাত দিতে দেন না।"

"কটার মধ্যে গাড়ি অফিসে পৌঁছানো চাই?"

"পৌনে সাতটার মধ্যে।"

শক্তির দিকে চাহিয়া অশোক বলিল, "তা হ'লে আর দেরি নয় শক্তি, শীগগির চা আনতে হুকুম দাও।"

শক্তি বলিল, "আমাকে পৌঁছে দিয়ে নীচে থেকেই মালতী স'রে পড়বার মতলব করছিল ব'লে বিনোদকে তাড়াতাড়ি চা দিতে ব'লে এসেছি।"

"বেশ করেছ।"—বলিয়া মালতী এবং শক্তিকে লইয়া অশোক মাঝের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া নূতন খাটের উপর ধপধপে শয্যা পাতা দেখিয়া শক্তির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। নিমেষের জন্য নিঃশব্দ কৌতুকে ভরা অশোকের চক্ষুর সহিত তাহার চক্ষু মিলিত হইল।

মালতী বলিল, "এ খাট তো আগে দেখি নি,—আজ কিনলেন বুঝি?"

তরুণী দুইজন দুইটি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলে খাটের উপর বসিয়া অশোক বলিল, "হ্যাঁ।"

"কে শোবে এখানে?"

"হয় শক্তি, নয়, আমি। আচ্ছা, বল তো মালতী, আমাদের দুজনের মধ্যে এখানে কার শোওয়া উচিত।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া মালতী বলিল, "আপনার।"

স্মিতমুখে অশোক বলিল "ঠিক বলেছ। এক রাত্রি ও-ঘরের খাটে শক্তিকে শুইয়ে আজ এ ঘরের খাটে শোওয়ালে ও-ঘরের খাট থেকে তাকে বেদখল করার মত দেখতে হবে। কেমন ঠিক কি-না?"

এবারও এক মুহূর্ত ভাবিয়া দেখিয়া মালতী বলিল, "কতকটা।"

এবার কথা কহিল শক্তি; বলিল, "না, তা নয়। কাল রাত্রে নিজের জায়গা থেকে বেদখল হয়ে আজ যদি নতুন খাট কিনে এনে এ ঘরে শোও, তা হ'লে তোমার বেদখল হওয়া একেবারে পাকা হয়ে যাবে।"

অশোক বলিল, "কিন্তু ক'দিনের জন্যে সে বেদখল তা বল? চার-পাঁচ দিন পরে তোমাকে যখন হোস্টেলে নির্বাসন দিয়ে আবার সমস্ত অধিকার ক'রে জাঁকিয়ে বসব, তখন সোমবারে শোব এ ঘরের খাটে তো মঙ্গলবারে শোব ও-ঘরের।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

সকালবেলার দ্বীপান্তর কথার প্রতিধ্বনির মত নির্বাসন শব্দের উল্লেখে মালতীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সহাস্য মুখে বলিল, "নির্বাসনই যদি দেন তো হোস্টেলে না দিয়ে আমাদের বাড়ি দিন না অশোকবাবু।"

কৌতূহলসহকারে স্মিতমুখে অশোক বলিল, "তোমাদের বাড়ি নির্বাসন কি রকম?"

"কেন, যাবজ্জীবন নির্বাসন—চিরদিনের জন্যে।"

এবার নির্বাসন কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়া 'ও' বলিয়া অশোক এক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর হাসিমুখে বলিল, "সে তো ভাল হয়, তার চেয়ে ভাল কি আর হতে পারে! কিন্তু তোমাদের সকলের মত আছে তো?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "মত! পেলে বেঁচে যাই আর জিজ্ঞাসা করছেন, মত আছে তো? মা তো বিশেষভাবে আপনাকে তাঁর অনুরোধ জানাতে বলেছেন।"

"তোমার দাদার মত আছে?"

"দাদার কথা ছেড়ে দিন। বলে—সেধো, ভাত খাবি? না, হাত ধোব কোথা?"

"হাত ধোব কোথা বলেছে না-কি সে?"

"সে এক রকম বলাই বইকি।"

"কি রকম তবু?"

"স্পষ্ট কথা তো কিছু হয় নি। গাড়ি থেকে নেমেই একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলাম; তাতে দাদা বলেছিল—আমাদের বাড়িকে আন্দামান দ্বীপ ব'লে স্বীকার ক'রে নির্বাসিত হতে শক্তি কখনই রাজী হবে না। এ এক রকম 'হাত ধোব কোথা'ই হ'ল না কি?"

হাসিমুখে অশোক বলিল, "তা হ'ল বইকি। শক্তি রাজী হয়েছে?"

এ কথার উত্তর দিল স্বয়ং শক্তি; বলিল, "হয়েছি। কি করি বল,—রাজী হবার পীড়াপীড়ি থেকে রক্ষে পাবার আশায় মালতীকে যে শর্ত দিলাম, তাতে ও এমন চট ক'রে রাজী হয়ে গেল যে, আমারও রাজী না হবার উপায় রইল না। জিজ্ঞাসা কর না মালতীকে কি সে শর্তে, আর সে শর্তে ও রাজী হয়েছে কি-না।"

জিজ্ঞাসা করিবার সময় পাইল না অশোক। শক্তির প্রস্তাব শুনিয়া প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে মালতী বলিল, "খবরদার শক্তি খবরদার! খবরদার ও-সব কথা বলতে পাবে না তুমি।"

শক্তি বলিল, "রাজী হয়েছি সে কথা বলব, অথচ যে শর্তে রাজী হয়েছি সে কথা বলতে পাব না, এ কিন্তু তোমার অন্যায় আবদার মালতী।"

উচ্ছ্বাসের সহিত আরক্তমুখে মালতী বলিল, "না, না, একটুও অন্যায় আবদার নয়। মিছিমিছি বাজে কথা ব'লো না ভাই।"

শর্তের কথা প্রকাশ করার বিষয়ে মালতীর আপত্তির এই অস্বাভাবিক প্রবলতা দেখিয়া প্রথমটা অশোক বিস্মিত হইল; কিন্তু পর-মুহূর্তেই ইহার একটা সম্ভবপর অর্থ মনের মধ্যে খেয়াল হওয়ায় তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে মালতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "কেন বল তো মালতী? এতই কি বাজে সে কথা?"

অশোকের প্রশ্ন শুনিয়া মালতীর মুখ আরক্ততর হইয়া উঠিল। অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে বলিল, "তা আমি জানি নে অশোকবাবু।"

"খুব হীনতাজনক কি সে শর্তে রাজী হওয়া?"

"তা আমি বলতে পারি নে।"

"কি বলতে পার না? সে শর্তকে হীনতাজনক বলতে পার না, না, সে শর্তে রাজী হওয়া হীনতাজনক কি-না. তাই বলতে পার না।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া মালতী চুপ করিয়া রহিল।

এক মুহূর্ত নির্বাক থাকিয়া স্মিতমুখে অশোক বলিল, "তা হ'লে বুঝেছি শক্তির শর্তে কি রকম তোমার রাজী হওয়া। জিন্না সাহেবকে কোন বিষয়ে রাজী করবার আগ্রহে মহাত্মা গান্ধী যেমন মাঝে মাঝে আত্মবিসর্জনকারী শর্তে রাজী হবার জোগাড় করেন, এ তোমার তেমনি রাজী হওয়া। অর্থাৎ, এ তোমার অন্তরের চাল নয়, কূটনৈতিক চাল।"

পরীক্ষা শুধু অশোকের দিক হইতেই চলিতেছিল না, শক্তির দিক দিয়াও চলিতেছিল। তীক্ষ্ণ নেত্রে অশোকের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সে বলিল, "কূটনৈতিক চাল হ'লেও অন্তরের চাল হ'তে পারে, কারণ মহাত্মা গান্ধী তো অন্তর ছাড়া কোনো চাল দিতে জানেন না।"

সন্দেহ নিরসনের যেটুকু বাকি ছিল, শক্তির কথা শুনিয়া এবং ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া আর তাহার কিছুই অবশেষ রহিল না। নিজ অন্তরের একটা দুরপসারণীয় সংশয়কে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রহস্যচ্ছলে শক্তি মালতীর উপর যেটুকু ছুরি চালাইয়াছে, তাহার বেদনার সমবেদনায় অশোকের মন আর্দ্র হইয়া উঠিল।

দুইটা বৃহৎ আকারের ট্রের উপর চায়ের উপকরণ, নানাপ্রকার খাদ্যবস্তু, ফলমূল এবং পানীয় জল লইয়া বিনোদ এবং গোবিন্দ প্রবেশ করিল। ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে একটা শ্বেত পাথরের গোল টেবিল ছিল, সাধারণত আহারের উদ্দেশ্যেই সেটা ব্যবহৃত হয়। তাহার উপর খাদ্যদ্রব্যগুলি সাজাইয়া রাখিয়া গোবিন্দ প্রস্থান করিল। টেবিলের তিন দিকে তিনটা হাতলহীন চেয়ার স্থাপিত করিয়া বিনোদ বলিল, "দাদাবাবু, চা কি তৈরি ক'রে দোব?"

অশোক বলিল, "না, আমি ক'রে নেব অখন, তুই যা।" তাহার পর মালতী ও শক্তিকে আহ্বান করিয়া বলিল, "এখন কিন্তু তোমাদের

ও-হেঁয়ালিভরা কথাবার্তা চালিয়ে চা খাওয়ার আনন্দটুকু নষ্ট করা হবে না। এখন শুধু চলবে সমস্যাবিহীন হাল্‌কা গল্প। চা খাওয়ার পর যদি ইচ্ছে কর, তখন না-হয় এসব কথা আবার আরম্ভ করা যাবে।"

এই সদয় বিধানের জন্য মনে মনে অশোকের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া মালতী চা খাইতে উপবেশন করিল; কিন্তু চা-পান শেষ হইলে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "চললাম ভাই শক্তি, আর না গেলে সত্যিই দেরি হয়ে যাবে।" তাহার পর অশোকের দিকে চাহিয়া বলিল, "আর হেঁয়ালির ভাষায় নয় অশোকবাবু, সাদা কথায় আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, দাদার সঙ্গে শক্তির বিয়ে দিতে আপনার মত আছে কি-না বলুন। যদি মত থাকে, তা হ'লে যাবার পথে এখনি পাকা-দেখার সন্দেশের অর্ডার দিয়ে যাই।"

মৃদুস্মিত মুখে অশোক বলিল, "একান্তই যদি অর্ডার দাও, তা হ'লে কড়া-পাকেরই না-হয় দিয়ো। কিন্তু এ বিষয়ে আমার মতামতের কি মূল্য আছে তা তো জানি নে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মালতী বলিল, "বারে! আপনি তো শক্তির কলকাতার অভিভাবক। নবগোপালবাবু আপনার হাতে তাকে দিয়ে গেছেন।"

হাসিমুখে অশোক বলিল, "কিন্তু সে কি শ্রীমতী মালতীর দাদার হাতে সঁপে দেবার জন্যে?"

"তবে কার দাদার হাতে সঁপে দেবার জন্যে?"

কপট গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া অশোক বলিল, "ভারি কঠিন প্রশ্ন। সেই অজ্ঞাত ভদ্রলোকের বোনের নাম আমি যদিই বা কোনো রকমে বলি, তা হ'লে সেটা অনুমানই হবে। পাকা খবর যদি চাও তো আসল জায়গায় চেষ্টা ক'রো।"

নিষ্প্রভ মুখে মালতী বলিল, "আচ্ছা।"

"কিন্তু সাবধান! তোমার বন্ধুটি চতুর মানুষ, শেষ পর্যন্ত তোমাকে াকয়ে না দেন।"—বলিয়া অশোক হাসিতে লাগিল।

কোনো কথা না বলিয়া করজোড়ে অশোককে নমস্কার করিয়া নিঃশব্দে ালতী কক্ষ ত্যাগ করিল।

মালতীকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া শক্তি বলিল, "আবার শীঘ্র এসো।"

সে কথার উত্তর না দিয়া মালতী বলিল, "যে ভাবে অশোকবাবু কথা ইলেন তাতে মনে হ'ল, অজ্ঞাত ভদ্রলোক তিনি নিজেই।"

শক্তি বলিল, "হ্যাঁ, কথা কওয়ার ধরন থেকে সে রকম মনে হওয়া াশ্চর্য নয়।"

"এ কথা তুমি আগে বল নি কেন শক্তি?"

"এখনো তো ও-কথা বলছি নে।"

"বলছ না?"

"নিশ্চয় না।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া মালতী গাড়ি ছাড়িতে আদেশ রিল।

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে শক্তি বলিল, "শীঘ্র আবার এসো।"

এবারও মালতী কোনো উত্তর দিল না।

শক্তি ফিরিয়া আসিলে অশোক বলিল, "মালতী-রসায়নে ফেলে নেড়ে-ড়ে আমাকে পরীক্ষা ক'রে কি দেখলে শক্তি?—খাঁটি সোনা, না, তল?"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "এখনো ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

"এখনো সন্দেহ?"

মৃদু ভাবে ঘাড় নাড়িয়া শক্তি বলিল, "হ্যাঁ, এখনো।"

"তার মানে?"

একটু ইতস্তত করিয়া সলজ্জস্মিত মুখে শক্তি বলিল, "তার মানে

সহজে সন্দেহমুক্ত হবার মত আমার ভালবাসা বোধ হয় সামান্য নয়।"
এক মুহূর্ত নির্বাক থাকিয়া ঈষৎ গভীর স্বরে বলিল, "আচ্ছা, তোমার মতামতের কিছু মূল্য আছে কি-না তা তুমি জান না—এ কথা তখন তুমি মালতীকে কি ক'রে বললে ?"

অশোক হাসিয়া বলিল, "তুমি যদি মালতীর সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব ক'রে আসতে পার নিজে, তা হ'লে ও-কথা ছাড়া আর কি বলতে পারি বল ? আচ্ছা, আমি যদি মালতীর সঙ্গে বিয়েতে রাজী হয়ে যাই, তখন তুমি কি কর শুনি ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সহাস্যমুখে শক্তি বলিল, "তখন ? তখন তোমার কানে কানে বলি, 'তবে তুমি যারে চাও তারে যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো' !"

অশোক বলিল, "আর, প্রণবের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমি কি বলি জান ?"

"আমি জানতে চাই নে।"

"আমি বলি—'তোমার বিরহে রহিব বিলীন,

তোমাতে করিব বাস,

দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী,

দীর্ঘ বরষ মাস।'

বিশ্বাস না হয়, প্রণবকে বিয়ে ক'রে দেখ, প্রমাণ দিতে পারি কিনা।"

শক্তি বলিল, "ভারি চালাক ! তারপর, প্রমাণ না দিয়ে টপ ক'রে যদি মালতীকে বিয়ে ক'রে ফেল, তখন আমি কি করব ?"

"তখন তুমি শালাজ হয়ে আমার কান ম'লে দিয়ো।"—বলিয়া অশোক হাসিয়া উঠিল। তাহার পর সহসা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "তখন কিন্তু ভারি একটা করুণ অবস্থার উদ্ভব হয়। কি রকম জান ?—

তুমি হবে শালাজ এবং
আমি হব নন্দাই,
জীবন-স্রোত দুজনেরি
বইবে নেহাৎ মন্দাই।"

প্রয়োজনমত কথার মাথায় দুই-চার লাইন ছন্দ মিলাইয়া দিবার ক্ষমতা অশোকের আছে।

শক্তি বলিল, "জীবন-স্রোত মন্দা বইবে না।"

"কেন ?"

"তোমার শালাজ হওয়ার পথে আমার প্রবল বাধা আছে।"

"কি বাধা ?"

"শালাজ না হয়ে আমার অন্য কিছু হওয়া।"

"কি অন্য কিছু ?"

"সেটা আমার মুখে শুনে কি লাভ হবে তোমার ?"

"কানটাকে একটু খুশি করা হবে।"

"শুধু কানটাকে ? প্রাণটাকে নয় ?"

"হ্যাঁ, প্রাণটাকেও।"

খুশি করার পথে কিন্তু বাধা উপস্থিত হইল,—কক্ষে প্রবেশ করিল বিনোদ। কিন্তু সে একেবারে অরসিক ব্যক্তি নহে বলিয়া ছন্দের যতিপাত ঘটিল না। বলিল, "চা আনব ?"

বিস্মিত হইয়া অশোক বলিল, "এই তো চা খেলাম। আবার এরই মধ্যে খেলে দেহো নষ্ট হবে না ?"

"না, বিষ্টি ঝামরেছে কি-না তাঁই বলছিলাম।"

জানালার দিকে চাহিয়া অশোক দেখিল, সত্যই বাহিরে নবশ্রাবণের ঘন বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। বলিল, "তা মন্দ নয়, নিয়ে আয়।"

চা আনিবার জন্য বিনোদ প্রস্থান করিল।

খাতা কিনিয়া আনাইল। তাহার পর প্রথম দিনের মজুদ তহবিলের জেরদাদ এক দিকে জমা করিয়া এই তিন দিনে তাহার হাত দিয়া যে সকল খরচ হইয়াছে তাহা খরচের পর্যায়ে লিখিয়া ফেলিল। অশোকের টেবিল হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া টেবিল ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া তকতকে করিল। তাহার পর প্রত্যেকটি জিনিস ভাল করিয়া মুছিয়া মুছিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিল।

টেবিল গোছানো শেষ হইলে ব্যস্ত হইল অশোকের জামা-কাপড়ের আলনা লইয়া। ব্যবহার করা অগোছাল ধুতি শার্ট পাঞ্জাবি প্রভৃতি নামাইয়া রাখিয়া প্রথমে সে কাঠের আলনাটার ধূলা-ময়লা মুছিয়া পরিষ্কার করিল, তাহার পর ভাল করিয়া কুঁচাইয়া পাট করিয়া বস্ত্রগুলা তাহার উপর সাজাইয়া রাখিল।

বারান্দায় একটা লম্বা কাঠের পাত্রের উপর অশোকের আট-দশ জোড়া জুতা সাজানো থাকিত। অশোক যখন কলেজ হইতে ফিরিল, তখন শক্তি বিনোদকে দিয়া সেগুলার ধূলা-কাদা ঝাড়াইয়া সাজাইয়া রাখাইতেছে।

দ্বিতলের বারান্দায় পদার্পণ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া অশোক বলিল, "ব্যাপার কি শক্তি ?"

মৃদু হাসির দ্বারা সে কথা শেষ করিয়া শক্তি বলিল "একটু শীগগির এসেছ, না ? এগারোটার সময়ে তো আসবার কথা।"

পথে একজন ফেরিওয়ালা কি যেন হাঁকিয়া যাইতেছিল ; বোধ করি তাহা শুনিয়াই বিনোদ তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

ঘরের দিকে যাইতে যাইতে অশোক বলিল, "হ্যাঁ, একটু শীগগির এসেছি। একজন প্রোফেসার দয়া ক'রে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়েছেন, তাই এক ঘণ্টা আগে ছুটি হ'ল।" তাহার পর ঘরে প্রবেশ করিয়া টেবিল আলনা খাট প্রভৃতির উপর দৃষ্টিপাতপূর্বক সবিস্ময়ে বলিল, "বাঃ !

একেবারে ভোল ফিরে গেছে দেখছি! কোথায় কোথায় শ্রীহস্তের ছোঁয়াচ লেগে হাসি ফুটেছে, তা একবার মাত্র চোখ ফেলেই ব'লে দিতে পারি।" তাহার পর হাতের বইখাতাগুলা ধপ করিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়াই তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া বলিল, "তাই তো! রাখি এখন কোথায়?"

শক্তি বলিল, "কেন, যেখানে রেখেছিলে।"

"এমন সুন্দর ক'রে তুমি গুছিয়ে রেখেছ, আর এসেই আমি অগোছ করব?"

শক্তির মুখে সুমিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "অগোছ যদি না করবে, তা হ'লে গোছাব আমি কী, তা বল?"

"অগোছ গোছাতে ভাল লাগে তোমার?"

"শুধু আমার কেন, সব মেয়েদেরই পুরুষমানুষের অগোছ গোছাতে ভাল লাগে। তবে সব পুরুষের অবিশ্যি সমান নয়।" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সুমিষ্ট হাসিয়া বলিল, "একটি পুরুষের অগোছ গোছাতে সব চেয়ে বেশি ভাল লাগে।"

"কোন্ সে পুরুষ, শুনি?"

"আন্দাজ কর না।"

"স্বামী মহাপ্রভু?"

মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "না, স্বামীর চেয়েও তার স্থান উঁচুতে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অশোক বলিল, "স্বামীর চেয়েও যার স্থান উঁচুতে সে তো পাষণ্ড। কে সে পাষণ্ড, শুনি?

"স্বামী হব হব ক'রে যে লোভ দেখিয়ে রেখেছে, সে।" বলিয়া শক্তি মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল।

শক্তির কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া অশোক বলিল, "লোভ

দেখিয়ে রেখেছে, অথচ হচ্ছে না। পাষণ্ডই বটে। কিন্তু সে পাষণ্ডের স্থান স্বামীর চেয়ে উঁচুতে বলছ কেন?”

শক্তি বলিল, “স্বামী তো হাতের ফল, আর সে গাছের। তা হ’লে উঁচু নয়?”

ঘাড় নাড়িয়া অশোক বলিল “উঁচু। কিন্তু কি ফল শক্তি? মাকাল ফল, না, কলা?”

শক্তি বলিল, “মাকাল ফলের মত লাল, কিন্তু মর্তমান কলার মত মিষ্টি।”

সংসারকে পিছনে ঠেলিয়া ফেলিয়া আলোচনাটা ক্রমশ ‘সমাজ-সংসার মিছে সব-’এর দিকেই গতি চালাইবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু সহসা তাহাতে বাধা পড়িল। দেখা গেল, পলিতকেশ মুণ্ডের মত একটা কোনো গোল পদার্থ যেন বর্শায় বিদ্ধ হইয়া অতি সন্তর্পণে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু পর-মুহূর্তেই সেই ‘আপাত বর্শা’র প্রান্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে বিনোদকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বুঝা গেল, বস্তুত তাহা বর্শা নহে, পরন্তু একটা ঝুল-ঝাড়া। অশোক এবং শক্তি বিশ্রম্ভালাপের মত কোনো সরস ব্যাপারে যদিই বা নিমগ্ন থাকে, বোধ হয় মনে মনে এইরূপ যুক্তি করিয়া বিনোদ নোটিশ হিসাবে ঝুল-ঝাড়াটা কক্ষের মধ্যে প্রথমে আগাইয়া দিয়াছিল।

ভ্রূকুটিকুঞ্চিত চক্ষে অশোক বলিল, “কি হবে ওটায়?”

উত্তর দিল শক্তি; বলিল, “ঝুল ঝাড়তে হবে। জায়গায় জায়গায় ভারি ঝুল জমেছে।” তাহার পর প্রসন্ন নেত্রে বিনোদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, “এরই মধ্যে কি ক’রে পেলে বিনোদ?”

এক মুখ হাসি লইয়া বিনোদ বলিল, “আর তখন যে রাস্তায় হাঁকছিল? দাদাবাবু যখন এলেন?”

“ও, তাই তাড়াতাড়ি নেমে গেলে? কত দাম বলছে?”

"চোদ্দ আনা বলেছিল, এখন সাত আনা বলছে। পাঁচ আনায় বোধ হয় রাজী হবে। নেব দিদিমণি ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় নেবে। পয়সা তোমার কাছে আছে ?"

"আছে।"

"তা হ'লে দাম চুকিয়ে দাও।"

ঝুল-ঝাড়া লইয়া প্রসন্ন মুখে বিনোদ প্রস্থান করিল।

মাকাল ফল এবং মর্তমান কলার আলোচনায় আপাতত ইতি পড়িল দেখা গেল, ঝুল-ঝাড়া শুধু মাকড়সার জালই নষ্ট করে না, কাব্যের জালও করে।

বৈকালিক চা-পানের পর নিজের ঘরে বসিয়া অশোক জুরিস্প্রুডেন্স পাঠ করিতেছিল। ঘণ্টাখানেক পড়িবার পর মনটা সবেমাত্র বিরক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে আকাশ ভাঙিয়া শ্রাবণের ধারা নামিল। বহি বন্ধ করিয়া ক্ষণকাল সে জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিমগ্ন করিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ এক সময়ে গুন্‌গুন্‌ করিয়া কণ্ঠে উপস্থিত হইল রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত গান—'শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে'। মনে মড়িল, শক্তির কলিকাতায় অবস্থানকালে চার পাঁচ বৎসর পূর্বে সে এই গানটি তাহাকে যত্নপূর্বক শিখাইয়াছিল। তখন শক্তির কণ্ঠস্বর ছিল দরদী এবং সুমিষ্ট। এতদিনে সেই কণ্ঠস্বর কিরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে জানিবার জন্য এ কয়েকদিন সর্বক্ষণ তাহার মনে আগ্রহ জাগিয়া আছে, কিন্তু সময় এবং সুযোগের অভাববশত এ পর্যন্ত সে বিষয়ে ইচ্ছার অতিরিক্ত কোনো কিছুই হইয়া উঠে নাই। মনে হইল, এখন শ্রাবণের ধারার সহিত সঙ্গীতের ধারা মিলাইতে পারিলে বর্ষাদিনের অপরাহ্ণ কালটা সরস হইতে পারে।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া অশোক শক্তির সন্ধানে কক্ষ হইতে নির্গত হইল। শক্তির শয়ন-কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দরজা বন্ধ দেখিয়া

টোকা মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শক্তি আছ?" উত্তর না পাইয়া একটু ঠেলা দিতেই দরজা খুলিয়া গেল। মুখ বাড়াইয়া দেখিল, ঘরে কেহ নাই। দরজা ভেজাইয়া দিয়া বাথ-রুমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল, বাথ-রুমের দরজা খোলা, সুতরাং বাথ-রুমেও কেহও নাই। সিঁড়ি দিয়া নামিবার পূর্বে একবার উঁকি মারিয়া যাদবচন্দ্রের ঘরটাও দেখিয়া লইল। অবশেষে নিচে নামিয়া আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইল।

ভাঁড়ার ঘর হইতে ভাঁড়ারের যাবতীয় জিনিসপত্র এবং সংসারের অপরাপর খুচরা দ্রব্যাদি বারান্দায় বাহির করিয়া ফেলিয়া শক্তি এবং বিনোদ একযোগে সুতীব্র যুদ্ধকার্য চালনা করিতেছে। উভয়ের হস্তে একটি করিয়া ঝাঁটা, এবং সেই ঝাঁটা দুইটার মারাত্মক আঘাতের আশঙ্কায় ভীত হইয়া নেংটি ইঁদুর, আরশুলা, টিকটিকি, মাকড়সা প্রভৃতি গৃহাশ্রয়ী প্রাণীগণ নিজেদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার ব্যগ্রতায় যে যে-দিকে পারে ছুটিয়া পলাইতেছে। অশোক যখন নিচের তলায় হাজির হইল, তখন শক্তি গোটা চার-পাঁচ আরশুলা ঘর হইতে বারান্দায় ঝাঁটাইয়া বাহির করিতেছে। সবগুলা ঘরের বাহির হইলে বিনোদ সেগুলাকে গৃহের বাহির করিয়া দিবার জন্য ঝাঁটাইতে ঝাঁটাইতে সদর-দরজার দিকে আগাইয়া লইয়া গেল।

আরশুলা-নির্বাসনে উভয়ের উৎসাহ এবং উদ্যমের বহর দেখিয়া অশোকের বিরক্তিও বোধ হইল, হাসিও পাইল। কিন্তু আপাতত হাসি দমন করিয়া গম্ভীরমুখে সে বলিল, "এই বৃষ্টির মধ্যে আরশুলাগুলোকে অমন ক'রে ঝেঁটিয়ে বাড়ির বার ক'রে দেওয়া কিন্তু খুব সদয় ব্যবহার হচ্ছে না শক্তি। আরশুলারা নিরীহ প্রাণী;"

ঝাঁটা হাতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে শক্তি বলিল, "যতক্ষণ

উড়ে এসে গায়ে না বেড়ায় আর যতক্ষণ পাশের বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ নিরীহ প্রাণী ; তা নইলে একটুও নয়।"

"তাই বুঝি ওদের পাশের বাড়ি পাঠাচ্ছ ?"

"না, সামনের বাড়ি পাঠাচ্ছি।"

"কেন, সামনের বাড়ির ওপর রাগ কেন ?" তাহার পর সহসা ব্যাপারটা খেয়াল হওয়ায় হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অশোক বলিল, "এ কিন্তু তোমার লঘু পাপে গুরু দণ্ড শক্তি ! বিধাতা যদি তোমাকে দর্শনীয় ক'রে সৃষ্টি ক'রে সে বেচারাকে দুটি গুণগ্রাহী চক্ষু দিয়ে থাকেন তো কি এমন অপরাধ তার বল ? সেজন্যে একান্তই যদি কিছু করতে হয় তো আরশুলার ব্যবস্থা না ক'রে বড় জোর পর্দার ব্যবস্থা করতে পার। সামনের বাড়িতে সে না হয়ে আমি যদি হতাম, তা হ'লে আমিও তো ঠিক ঐ কার্যই করতাম।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শক্তি বলিল, "ছি ছি, ব'লো না। তুমিও ঐ কাজ করতে ?"

উৎসাহসহকারে অশোক বলিল, "নিশ্চয় করতাম। সাধ্য কি হ'ত আমার তোমার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার !"

আরশুলাগুলাকে বাড়ির বাহির করিয়া দিয়া বিনোদ ফিরিয়া আসায় শক্তি এ কথার উত্তর দিবার সুযোগ পাইল না।

অশোক বলিল, "এত কষ্ট ক'রে আরশুলাগুলোকে বৃষ্টিতে স্নান করাবার কি দরকার ? মেরে ফেললেই তো লেঠা চুকে যায়।"

বিনোদ বলিল, "আমি তো তাই চেয়েছিলাম, কিন্তু দিদিমণির হুকুম একটি আরশুলাও মারা হবে না।"

শক্তির দিকে চাহিয়া অশোক বলিল, "তার মানে—"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "কি হবে কতকগুলো নিরীহ প্রাণীর প্রাণ নিয়ে ?"

শক্তির কথা শুনিয়া নির্গমোন্মত হাস্যকে কোনপ্রকারে রোধ করিয়া গম্ভীর মুখে অশোক বলিল, "কিন্তু আমাদের বাড়িতে মেরে ফেললে ও-কাজ তো করা হবে না শক্তি।'

সবিস্ময়ে শক্তি বলিল, "কেন?"

"আমাদের বাড়িতে তো আরশুলারা নিরীহ প্রাণী নয়, পাশের বাড়িতে অবশ্য নিরীহ প্রাণী।"—বলিয়া অশোক হাসিয়া উঠিল।

পূর্বকার উক্তির হিসাবে শক্তির এ কথার বিশেষ কিছু উত্তর ছিল না। আরক্ত স্মিতমুখে স্খলিত আঁচলটা আর একবার ভাল করিয়া কোমরে জড়াইয়া লইয়া ঝাঁটা হস্তে সে পুনরায় আরশুলার সন্ধানে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

মাকড়সা-আরশুলা প্রভৃতির বিরুদ্ধে আরও মিনিট প[illegible]া ধরিয়া আক্রমণ চলিল। তাহারই এক ফাঁকে শক্তিকে একান্তে পাইয়া অশোক বলিল, "বিনোদকে আমি ডিস্‌মিস করব?"

বিস্মিত কণ্ঠে শক্তি বলিল, "ও মা! কেন?"

"তার ওপর আমি রেগেছি।"

"কেন?"

"সে আমাকে বঞ্চিত করতে আরম্ভ করেছে।"

"কি থেকে বঞ্চিত করছে?"

"ভাল জিনিস থেকে,—যে জিনিস দেখবার লোভে সামনের বাড়ির ছেলে হাঁ ক'রে জানলায় রাতদিন দাঁড়িয়ে থাকে।'

কথা শুনিয়া নিঃশব্দ সুমিষ্ট হাস্যে শক্তির মুখ ভরিয়া উঠিল; বলিল, "ছিঃ! হিংসে করতে নেই।"

চাপা গলায় অশোক বলিল; "চাকরের ওপর হিংসে আবার কি! রাগ, রাগ।"

"হিংসে থেকেই রাগ হয়।"

"হয় হোক। যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে দু-তিন দিনের মধ্যেই বিদেয় করব।"

"বিদেয় করলেই কি রক্ষে আছে ?—আবার এসে জুটবে।" বিনোদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া অশোক এবং শক্তি পিছন ফিরিয়া দেখিল, জঞ্জাল ফেলিয়া খালি ঝুড়ি লইয়া বিনোদ আসিতেছে।

তীক্ষ্ণনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া অশোক বলিল, "তুই কার কথা বলছিস ?"

বিস্মিত কণ্ঠে বিনোদ বলিল, "আমি তো আরশুলার কথা বলছি। আপনি ?"

কৌতুক দেখিয়া ওদিকে মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতে হাসিতে শক্তি অস্থির হইয়াছিল ; বলিল, "উনি আরশুলার কথা বলছেন না।"

"তবে ?"

"উনি আমার কথা বলছেন।"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিনোদ বলিল, "আপনার কথা বলছেন ? তার মানে ?"

"তার মানে, দু-তিন দিন পরে উনি আমাকে হোস্টেলে বিদেয় করবেন।"

হোস্টেলের কথা শুনিয়া বিনোদ অতিশয় বিরক্তি বোধ করিল ; বলিল, "এখনো সেই হোটেলের কথা ধ'রে রয়েছেন ?" তাহার পর জমা-করা জঞ্জালের স্তূপের নিকট বসিয়া পড়িয়া ঝুড়িতে জঞ্জাল তুলিতে তুলিতে বলিতে লাগিল, "জগৎ শুদ্ধু লোকের বাড়ি থেকে লেখাপড়া হচ্ছে, আর আপনারই কেন হোটেলে যেতে হবে, তা তো বুঝি নে !"

সহাস্যমুখে শক্তি বলিল, "কিন্তু বাড়ি আমার কোথায় বিনোদ ? এ তো পরের বাড়ি। পরের বাড়িতে কতদিনই বা থাকা যায়, তা বল ?"

অসঙ্গত কথা শুনিয়া বিনোদ অর্ধপূর্ণ ঝুড়ি লইয়াই উঠিয়া

দাঁড়াইল বলিল, "এ যদি পরের বাড়ি, তা হ'লে নিজের বাড়ি কেমন তা জানি নে। দেখে শুনে তো মনে হয়, আপনার বাড়িতেই আমরা রয়েছি।"

অশোক বলিল, "আমরা মানে কারা ? আমিও নাকি ?"

"তাই বা নয় কেমন ক'রে বলি !"—বলিয়া বিনোদ জঞ্জাল ফেলিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

বিনোদ অদৃশ্য হইলে উচ্ছ্বাসের সহিত অশোক বলিল, "শুনলে তো ? আমি পর্যন্ত। আর কখনো পরের বাড়ি বলতে সাহস ক'রো না। এবার থেকে নিজের বাড়ি ব'লো।"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "নিজের বাড়ি বলবার অধিকার হ'লে নিজের বাড়িই বলব। আপাতত পরের বাড়ি একান্ত যদি না বলি তো বলব পাষণ্ডের বাড়ি।"

শক্তির কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া অশোক বলিল, "সে কথা সত্যি। গৃহিণী করেছে, অথচ স্ত্রী করে না!" তাহার পর, বিনোদের ফিরিয়া আসিতে খুব বেশি বিলম্ব হইবে না মনে করিয়া সহসা কণ্ঠস্বর গভীর করিয়া লইয়া বলিল, "আরশুলা-সংহার লীলা আর কতক্ষণ চলবে বল তো ?"

শক্তি বলিল, "সে লীলা তো শেষ হয়েছে, এখন বাকি শুধু [illegible]-গুলো ঝেড়ে-ঝুড়ে ঘরে তোলো। কেন, কি দরকার ?"

"এমন জমাট বর্ষার দিনটা শুধু কি পোকা-মাকড় নিয়ে নষ্ট করতে হবে ? ইচ্ছে হচ্ছিল, একটু গানের আসর বসাতে।"

চকিত কণ্ঠে শক্তি বলিল, "কে গাইবে ? আমি ?"

অশোক বলিল, "আহা-হা! একান্তই যদি না গাও, শ্রোতা হতে তো আটক নেই!"

"না, তা নেই। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। জিনিসপত্র

গুছিয়ে তুলতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। তারপর খানিকটা বিশ্রাম, তারপর স্নান, তারপর চা খাওয়া, তারপর গান।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অশোক বলিল, "তা হ'লে তো দেখছি সাতটার আগে আরম্ভ করবার আশা নেই।"

শক্তি হাসিয়া বলিল, "আছে ব'লে তো মনে হয় না।"

বস্তুত, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পূর্বেই গানের আসর আরম্ভ করা সম্ভবপর হইল। কিন্তু হইলে কি হয়; অশোকের সেদিনকার অদৃষ্টলিপিতে শক্তির গান শুনিবার সৌভাগ্যের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। চা-পানের পর শক্তি আসিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছে; কি উদ্দেশ্যে বসিয়াছে তাহা অবশ্য ঠিক বোঝা যাইতেছে না, বাক্স হইতে হারমোনিয়ামটা বাহির করিয়া আনিলেই সে কথা স্পষ্ট হয়, এমন সময়ে পথে প্রণবের মোটরের হর্ন শোনা গেল।

মনে মনে অশোক বলিল, "মাটি করলে দেখছি!" মুখে বলিল, "প্রণব এল।" নৈরাশজনিত আঘাতটা কিন্তু প্রণবকে দেখিয়াই অপসৃত হইল; প্রসন্নমুখে বলিল, "এস, এস প্রণব।"

শক্তি বলিল, "আপনার ধুতি জামা দেখে মনে হচ্ছে আপনি বাড়ি হয়ে এসেছেন—মালতীকে নিয়ে এলেন না কেন প্রণববাবু?"

স্মিতমুখে প্রণব বলিল, "নিয়ে আসতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু বেচারা এত বেশি দ'মে আছে যে, কিছুতেই আসতে রাজী হ'ল না।"

সকৌতূহলে অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, দ'মে আছে কেন?"

একটু ইতস্তত করিয়া মৃদু হাসিয়া প্রণব বলিল, "মিস্ মুখার্জি সম্বন্ধে তোমাদের দুজনের কাছে সে একটা অসঙ্গত প্রস্তাব করেছিল, সেই লজ্জায়। অবশ্য তুমি যে সেই প্রস্তাবের পথে অলঙ্ঘনীয় বাধা, সে কথা তখন তার জানা ছিল না।"

চকিত কণ্ঠে অশোক বলিল, "এখন জেনেছে না-কি?"

প্রণব বলিল, "ঠিক জেনেছে, তা হয়তো বলা যায় না; কিন্তু এখন তার মনে প্রবল সন্দেহ হয়েছে; আর সে সন্দেহ হয়েছে তোমাদের দুজনের কথাবার্তার সুর থেকে।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "বাধার কথা যখন জানা ছিল না, তখন তো লজ্জারও কোন কথা নেই। জানা থাকলেও কিন্তু লজ্জার কথা থাকত না; অন্তত শক্তির কাছে।"

মৃদু হাসিয়া প্রণব বলিল, "এ কথার তাৎপর্য বুঝলাম না।"

অশোক বলিল, "এ কথার তাৎপর্য এই যে, জেনে-শুনেও মালতী যদি শক্তির পক্ষে উন্নততর ব্যবস্থার প্রস্তাব করত, তা হ'লেও লজ্জার কথা থাকত না, বরং কৃতজ্ঞতার কথাই থাকত।"

প্রণব বলিল, "অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে, বাজিতপুরের ব্যবস্থার চেয়ে পার্ক সার্কাসের ব্যবস্থা উন্নততর ব্যবস্থা। কেমন, ঠিক কি না?"

"কেন, সে বিষয়ে তোমার কি কোনো সন্দেহ আছে?"

মাথা নাড়িয়া প্রণব বলিল, "না, না, একটুও নেই; সে বিষয়ে আমার সুঠিক ধারণাই আছে। তোমারও আছে; তবে অসঙ্গত বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে তুমি যখন এমন একটা বেখাপ্পা কথা ব'লে ফেলেছ, তখন ভোট নিয়ে এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করা যাক। দ্বিগুণ ভোটে আমরা তোমাকে হারিয়ে দেব, এ আমি হলফ নিয়ে বলতে পারি।" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কিন্তু ভোট লওয়ার কথাটা আর অগ্রসর হইতে পারিল না, বিনোদ আসিয়া একটা চিঠি দিল, যাহা পাঠ করিয়া উদ্বিগ্ন মুখে অশোক বলিল, "কে আনলে এ চিঠি?"

বিনোদ বলিল, "একটি ছোকরা বাবু।"

"বাইরের ঘরে বসিয়েছিস তো?"

ঘাড় নাড়িয়া বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, অপেক্ষা করতে বল্‌, আমি আসছি।"

বাহিরে তখন বৃষ্টি কমিয়াছে, কিন্তু একেবারে থামে নাই। অশোক লিল, "শ্যামবাজার থেকে প্রমীলা-বউদি অবিলম্বে যেতে লিখছেন। মার গাড়িটা নিয়ে যাব প্রণব ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রণব বলিল, "নিয়ে যাবে না তো কি ? আমার ড়িটা শুধু শুধু এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর তুমি ভিজতে ভিজতে কাদা ভেঙে ট্রামের ফুটবোর্ডে ঝুলতে ঝুলতে শ্যামবাজার যাবে ?"

স্মিতমুখে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অশোক বলিল, "ধন্যবাদ। মার গাড়ি নিয়ে গেলে দুটো সুবিধে হবে। প্রথমত, প্রমীলা-উদিদির অনুরোধ মত অবিলম্বে পৌঁছনো যাবে; আর দ্বিতীয়ত, মি না ফেরা পর্যন্ত বাড়ি পালাবার তোমার উপায় থাকবে না।" হার পর শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আলমারিটা একবার লবে চল শক্তি।"

পাশের ঘরে উপস্থিত হইয়া আলমারি খুলিয়া শক্তি বলিল, "কি চাই ন ?"

অশোক বলিল, "গোটা পঞ্চাশেক টাকা দাও। অসুখের বাড়ি, ঙ্গ কিছু টাকা থাকা ভাল।"

পাঁচখানা নোট গনিয়া দিতে দিতে শক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখ র ?"

অশোক বলিল, "প্রমীলা-বউদিদির স্বামী কেশবদাদার।" তাহার । নোটগুলা পকেটে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "দাদা মানে—আত্মীয় ক নন, গ্রাম-সুবাদে দাদা।"

"কি রোগ ?"

অশোকের মুখে বিষণ্ণ-মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "তা ভাল, রোগ। যে রোগে মধ্যবিত্ত পরিবার ধনে-প্রাণে মারা যায়।"

এতক্ষণ শক্তি অশোকের সহিত কতকটা বিরস [illegible]র সুরে কথা কহিতেছিল, রোগের নির্দেশ শুনিয়া চকিত [illegible] বলিল, "থাইসিস্ নাকি ?"

"হ্যাঁ, থাইসিস্।"

ব্যগ্রস্বরে শক্তি বলিল, "আর তুমি সেখানে যাচ্ছ ?"

মৃদু হাসিয়া অশোক বলিল, "যেখানে দরকার সে[illegible] না গিয়ে আর কোথায় যাব তা বল ?"

এক মুহূর্ত নীরবে চিন্তা করিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে শক্তি [illegible]লল, "কিন্তু রোগীর বেশি কাছে যেয়ো না ; বুঝলে ? কিছুতেই বেশি [illegible]াছে যেয়ো না। কথা কইলে থুতুর বাষ্প কতদূর যায় জান ? চার ফুট। কাশলে সাত ফুট।"

"আচ্ছা গো, আচ্ছা, তোমার ভয় নেই। রোগী থেকে সওয়া সাত ফুট দূরে থাকব।"—স্মিতমুখে অশোক প্রস্থান করিল।"

২২

অশোকের পিছনে পিছনে নীচে নামিয়া আসিয়া প্রণবকে চা [illegible] খাবার দিবার জন্য শক্তি বিনোদকে আদেশ করিল।

বিনোদ বলিল, "আপনার জন্যেও একটা পেয়ালা নিয়ে [illegible] না-কি দিদিমণি ?"

শক্তি বলিল, "না বিনোদ, আমি আর খাব না। তুমি শুধু প্রণববাবুর জন্যে পেয়ালা তিনেকের মত চা নিয়ে যেয়ো।" বলিয়া দ্বিতলে মাঝের ঘরে প্রণবের নিকট ফিরিয়া গিয়া পূর্বের আসন অধিকার করিয়া বসিল।

সহাস্যমুখে প্রণব বলিল, "ভোট নেওয়ায় বাধা পড়ল মিস্ মুখার্জি—সুযোগ পেয়ে অশোক পালিয়ে বাঁচল।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শক্তি বলিল, "ভালই হয়েছে। ভোট নেওয়া হ'লে আপনার পক্ষে সুবিধের হ'ত না।"

সকৌতূহলে প্রণব বলিল, "কেন বলুন তো?"

"আপনি হারতেন।"

"তার মানে?"

"তার মানে—আপনার বন্ধু জিততেন।"

শক্তির কথা শুনিয়া হাসিমুখে প্রণব বলিল, "সে তো একই কথা হ'ল—আমি হারলে আমার বন্ধু নিশ্চয়ই জিততেন। কিন্তু কেমন ক'রে জিততেন, সেই কথাটাই জানতে চাই।"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "আপনার বন্ধুর স্বপক্ষে আমি ভোট দিতাম।"

"অর্থাৎ, বাজিতপুরের ব্যবস্থার চেয়ে পার্ক সার্কাসের ব্যবস্থা আপনার পক্ষে উন্নততর ব্যবস্থা—অশোকের সেই মত আপনি সমর্থন করতেন?"

"করতাম।"

প্রণবের মুখে তরল কৌতুকের ক্ষীণ হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "তা হ'লে মনে করতাম, সত্যি কথা বললে পাছে অতিথির পক্ষে সত্যটা অপ্রিয় হয়, সেই ভয়ে আপনিও বিনয় প্রকাশের ছলেই সত্যি কথাটাকে এড়িয়ে গেলেন।"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "কিন্তু আমিও তো সেই একই রকমে বলতে পারি প্রণববাবু, কথাটা যে সত্যি তা আপনি মনে মনে জেনেও বিনয়-প্রকাশের ছলেই বিপরীত কথা বলছেন।"

শশির কথা শুনিয়া হাসিমুখে প্রণব বলিল, "তর্কের খাতিরে নিশ্চয় তা বলতে পারেন। কিন্তু আসলে কথাটা যে কত বড় মিথ্যে কথা, অন্তত আপনার দিক থেকে, তা আপনার চেয়ে কেউ বেশি জানে না।" তাহার পর এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া সহজকণ্ঠে বলিল,

"কিন্তু কথাটা যদি আসলে সত্যিই হ'ত,—অর্থাৎ সত্যিসত্যিই আপনার বিবেচনায় পার্ক সার্কাসের ব্যবস্থাই যদি উন্নততর ব্যবস্থা হ'ত, তা হ'লে সে কথার উত্তরে আমিও নিঃশব্দ থাকতাম না।"

মৃদু হাসিয়া শক্তি বলিল, "কি বলতেন আপনি ?"

প্রণব বলিল, "যদিও তর্কেরই ছলে এসব কথা হচ্ছে, তবু সে কথা শুনে হয়তো আপনি আমার ওপর বিরক্ত হবেন।" বলিয়া সে হাসতে লাগিল।

ঈষৎ ব্যগ্রকণ্ঠে শক্তি বলিল, "কি আশ্চর্য! আমি বলব কথা—আর সে কথার উত্তরে যে কথা আপনি বলবেন তা শুনে আমি বিরক্ত হব, এতটা অবুঝ আমাকে মনে করবেন না প্রণববাবু! আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন যা আপনি বলতেন।"

এক মুহূর্ত মনে মনে একটু ভাবিয়া লইয়া প্রণব বলিল "আমি তা হ'লে বলতুম—আর আপনি জানেন মিস্ মুখার্জি, অজানা ভবিষ্যৎ এমনই একটা অনিশ্চিত ব্যাপার যে, তার বিষয়ে কোন কথাই যেমন বলা চলে না, তেমনি সব কথাই বলা চলে। কেমন, ঠিক কি-না ?"

কৌতূহলোদ্দীপ্ত চিত্তে ঈষৎ অধীর কণ্ঠে শক্তি বলিল, "তা হয়তো ঠিক, কিন্তু কি আপনি বলতেন তা বলুন ?"

প্রণব বলিল, "আমি বলতাম, তা হ'লে রইল আমাদের পার্ক সার্কাসের পথ, যতদিন দরকার, আপনার জন্যে উন্মুক্ত হয়ে; আর, রইলাম আমি, একান্ত প্রয়োজন হ'লে, সেই পথ দিয়ে পার্ক সার্কাসের বাড়িতে আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।"

প্রণবের এই অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত গভীরব্যঞ্জনাত্মক বাক্য শুনিয়া শক্তির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। ঈষৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিল, "কিন্তু এ কথা আপনি কেন বলছেন প্রণববাবু ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রণব বলিল, "আপনার প্রশ্ন শুনে মনে

হচ্ছে আপনি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন। হঠাৎ শুনতে আমার কথাটা যে কটু লাগে, তাতে আর সন্দেহ নেই। শুধু অনধিকার চর্চাই তো নয়; 'মনে হয়, বন্ধুর প্রতি যে বিশ্বাসটুকু সব অবস্থাতেই বজায় রেখে চলা উচিত, বন্ধুর অনুপস্থিতির পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বুঝি তার ওপর একটা গর্হিত অঘাতই করা হ'ল। সুতরাং এ কথা শুনে আপনি আমার ওপর বিরক্ত হয়ে থাকলে আপনাকে দোষ দিতে পারি নে মিস্ মুখার্জি। কিন্তু—"

প্রণবের কথা শেষ হইয়াছে মনে করিয়া শক্তি কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এখনও তাহার বক্তব্যের কিছু বাকি আছে বলিয়া কহিল, "কিন্তু কি প্রণববাবু?"

প্রণব বলিল, "কিন্তু আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে বিশ্বাসের বাঁধন এতই খাঁটি আর এতই জোরালো যে, যে-কথা আপনাকে এখন বললাম তা অশোকের সাক্ষাতেই বলি আর অসাক্ষাতেই বলি, তাতে কিছুই এসে যায় না, দুই-ই সম্পূর্ণ সমান। এ কথা আমি যেমন জানি, অশোকও তেমনি জানে। কিন্তু আপনি তো তা জানেন না, তাই পার্ক সার্কাসের কথা ব'লে আপনাকে যদি অসন্তুষ্ট ক'রে থাকি, তা হ'লে আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্ মুখার্জি।"

গভীর ব্যগ্র কণ্ঠে শক্তি বলিল, "না না, প্রণববাবু, অসন্তুষ্ট তো দূরের কথা, ও-কথা শুনে পরম সৌভাগ্য ব'লে মনে করবে না—এমন মেয়ে বাংলা দেশে আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি নে। আমার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা ক'রে আপনার মনে যে করুণা দেখা দিয়াছে, তার জন্যে আমি আপনার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমার ভবিষ্যৎ কি আপনি এতই অনিশ্চিত মনে করেন, যার জন্যে আপনার আমাকে এই আশ্বাস দেওয়ার বিশেষ দরকার আছে?"

এ কঠিন প্রশ্নের তাড়নায় প্রণব যৎপরোনাস্তি বিব্রত বোধ করিল। ইহার যথার্থ এবং সম্পূর্ণ উত্তর দিতে হইলে যে-কথা বলিতে হয় তাহা শক্তির নিকট অবচনীয় কথা, তাহা সে ভাল করিয়াই জানে। তাই আসল কথাটা এড়াইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে সে বলিল, "এ কথা ব'লে কিন্তু আপনি আমার প্রতি অন্যায় করছেন মিস্ মুখার্জি।"

সবিস্ময়ে শক্তি বলিল, "কোন্ কথা ?"

"আমার মনে করুণা দেখা দেওয়ার কথা। আপনার মধ্যে এমন কিছুই মহিমার ঘাটতি হয় নি, যার জন্যে আমার মনে আপনার প্রতি করুণা দেখা দিতে পারে।"

স্মিত মুখে শক্তি বলিল, "তা হ'লে দয়া দেখা দিয়েছে।"

"না, দয়াও নয় ; দয়া আর করুণা একই জিনিস।"

"তবে সমবেদনা ? সমবেদনায় তো আপনি আপত্তি করতে পারেন না প্রণববাবু ?"

কথাটা নিঃসংশয়ে অন্য পথে মোড় লইয়াছে মনে করিয়া উৎসাহিত হইয়া প্রণব বলিল, "নিশ্চয়ই পারি। আপনার মনে এমন কিছু বেদনা জাগবার কারণ ঘটে নি, যার জন্যে আমার মনে সমবেদনা জাগতে পারে।"

এ সকল কথার ছলে প্রণবের মনের যথার্থ অভিসন্ধির কথা বুঝিতে শক্তির একটুও বাকি ছিল না ; হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে কিছুই না হয় জাগে নি ; কিন্তু আমার আসল কথার জবাব কি, তা বলুন তো ?"

কথা শুনিয়া প্রণব যেন আকাশ হইতে পড়িল ; বলিল, "কি আপনার আসল কথা ?"

হাসিমুখে শক্তি বলিল, "কেন, যে কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

আমার ভবিষ্যৎ কি আপনি এতই অনিশ্চিত মনে করেন, যার জন্যে ও-আশ্বাস দেওয়ার তেমন কিছু দরকার ছিল? ও-আশ্বাসটুকু কেন দিলেন, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

তেমনি বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে প্রণব বলিল, "কি আশ্চর্য! আশ্বাস দিলাম,—না, আপনার কথার উত্তর দিলাম? এ সব যা-কিছু কথাবার্তা হচ্ছে, সবই তো বৈঠকী আলোচনা হচ্ছে।"

এ কথা শুনিয়াও শক্তি হাসিয়া ফেলিল। এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু আপনি যদি এই কথাটা একটু মন খুলে জোরের সঙ্গে বলেন যে, আশ্বাস দেন নি - বৈঠকী উত্তর দিয়েছেন, তা হ'লে সত্যিই আমি একটু আশ্বাস পাই।"

বস্তুত, মন খুলিয়া জোরের সহিত আশ্বাসই দিয়া পর-মুহূর্তেই আশ্বাস দেয় নাই বলিবার জন্য কেমন করিয়া মন খুলিবে, সেই সমস্যার কথাই হয়তো চিন্তা করিয়া প্রণব চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময়ে চা ও খাবার লইয়া বিনোদ প্রবেশ করায় আপাতত সমস্যার দুশ্চিন্তা হইতে উদ্ধার পাইবার একটু সুযোগ পাইল।

প্রণবের সম্মুখে একটা ছোট ত্রিপদ রাখিয়া তাহার উপর খাবার ইত্যাদি স্থাপন করিয়া বিনোদ প্রস্থান করিলে চায়ের পেয়ালাটা নিজের সম্মুখে টানিয়া লইয়া প্রসন্ন মুখে প্রণব বলিল, "এমন জোর বর্ষার দিনে গরম চায়ের ব্যবস্থা দেখে ভদ্রতার একটুখানি মৌখিক আপত্তি করবারও সবুর সইল না।"

আসল প্রশ্ন হইতে প্রণবের বারংবার বিষয়ান্তরে গা ঢাকা দিবার চেষ্টা দেখিয়া শক্তি স্থির করিল, আর সে-কথা লইয়া সে পীড়াপীড়ি করিবে না; কিন্তু কলিকাতায় আসিবার প্রথম দিন সকল চিন্তার ভার অশোকের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিবার সময়েও যে দুশ্চিন্তাকে সে মনের এলাকা হইতে একেবারে নির্বাসন দিতে

পারে নাই, প্রণবের সহিত আজিকার কথোপকথনের ফলে তাহা যেন আরও একটু কায়েম হইয়াই বসিল।

টি-পট হইতে প্রণবের শূন্য পেয়ালায় ধূমায়িত চা ঢালিতে ঢালিতে শক্তি বলিল, "এখনও এ বাড়িতে আপনার ভদ্রতার মৌখিক আপত্তি [illegible] দরকার হয়? না, নতুন লোকের সামনে ব'সে হঠাৎ সে [illegible] মনে পড়ল?"

স্মিতমুখে প্রণব বলিল. "নতুন লোক চোখের কাছে ন[illegible]'লেও মনের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। তাই প্রথম দিন আপনাকে দে[illegible] চোখ খানিকটা আশ্চর্য হ'লেও মন একটুও হয় নি। চোখ ভেবেছি[illegible] [illegible]ই তো! অনুমানের চেয়ে যথেষ্ট বেশিই যে দেখছি! মন কিন্তু ব[illegible] শুনে শুনে কল্পনাতে যে ধারণা জন্মেছিল, তার সঙ্গে তো কোন গরমি[illegible] দেখছি নে!" বলিয়া হাসতে লাগিল। তাহার পর সহসা ত্রিপদে[illegible] উপর লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, "কই, আপনার পেয়ালা দেখছি নে তো! আপনি চা খাবেন না মিস্ মুখার্জি?"

মৃদু হাসিয়া শক্তি বলিল, "একটু আগেই খেয়েছি, আর খাব না।"

"আমিও তো একটু আগে খেয়েছি, তা হ'লে আমাকেই বা খাওয়াচ্ছেন কেন? না:, আপনি দেখছি নিতান্তই প্রাচীনপন্থী।"

"কেন বলুন তো?"

"আপনি শুধু খাওয়াতে জানেন, খেতে জানেন না।"

হাসিমুখে শক্তি বলিল. "খেতে না জানলে বেঁচে আছি কি ক'রে?

"সে হয়তো শুধু বেঁচে থাকবারই মত—আড়ালে-অন্তরালে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে।" বলিয়া প্রণব হাসিতে লাগিল।

এইরূপে হাস্যে-পরিহাসে কৌতুকে রঙ্গে কথোপকথন যে পথ পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখে আগাইয়া চলিল, সে দিনের মত আর সে পথে তাহা ফিরিয়া আসিল না।

প্রণবের চা পান শেষ হইলে শক্তি বলিল, "আমার একটা উপকার করতে পারেন প্রণববাবু ?"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রণব বলিল, "নিশ্চয় পারি। কি করতে হবে বলুন।"

"আমাকে একটা স্কুলে ভর্তি ক'রে বোর্ডিঙে ঢুকিয়ে দিতে পারেন ?"

উৎসাহ হারাইয়া প্রণব বলিল, "তাতে কি এমন সুবিধে হবে ?"

"পড়াশুনার সুবিধে হবে।"

"তার জন্যে এ বাড়ি ছেড়ে যাবার কি দরকার ?"

প্রণবের কথা শুনিয়া হাসিমুখে শক্তি বলিল, "কি আশ্চর্য! শুধু শুধু এ বাড়িতে বাস করবারই বা কি কারণ আছে বলুন ?"

প্রণব বলিল, "কারণ তো আছেই অধিকারও আছে।"

বিস্মিতকণ্ঠে শক্তি বলিল, "অধিকারও আছে ?"

"নিশ্চয়ই আছে। আইনের চোখে উপস্থিত যদি না-ও থাকে তো ধর্মের চোখে আছে। আর, ধর্ম যে আইনের আগে, সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই।"

"কিসের ধর্ম ?"

"মানুষের আদিম ধর্ম—মনের ধর্ম। সমাজের ধর্মের কথা বলছি নে। কিন্তু আমি বলি মিস্ মুখার্জি, যে বাড়িতে ষোল আনা অধিকার হ'তে আপাতত কিছু বাকি আছে, সে বাড়িতে বাস করতে যদি একান্তই সঙ্কোচ বোধ হয়, তা হ'লে বোর্ডিঙে যাবারই বা দরকার কি ? অন্য বাড়িও তো আছে।"

"কোথায় সে বাড়ি ?"

উৎফুল্ল মুখে প্রণব বলল, "কেন, পার্ক সার্কাসে ? সে যে কি চমৎকার হয় কি বলব! সেখানে তো আর আপনি অধিকারের কোনও অংশ পূর্ণ হবার অপেক্ষা রেখে যাবেন না ; যাবেন একেবারে ষোল আনা অধিকার নিয়ে। কোন্ অধিকার নিয়ে বুঝেছেন ? মার বাড়িতে

মেয়ের যে অধিকার, ভায়ের বাড়িতে বোনের যে অধিকার, ঠিক সেই অধিকার নিয়ে। তারপর ভবিষ্যতে কোনও একদিন সন্ধ্যাবেলা অশোক গিয়ে উপস্থিত হবে বরের বেশ ধারণ ক'রে। মা করবেন দান, মালতী করবে গান, আর আমি করব কনের বড় ভাই হ'য়ে গেঞ্জি-গায়ে খালি-পায়ে চারদিকে ছুটোছুটি ক'রে তদারক। আনন্দে, গানে, হাসিতে, ঠাট্টায় বাসর হবে শেষ। তারপর পার্ক সার্কাসের বাড়ির অনেকখানি আলো নিবিয়ে দিয়ে আপনি যখন বাজিতপুরের পথে পা বাড়াবেন, তখন আমাদের চোখের পাতা উঠবে ভিজে।" বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "চমৎকার হয় না মিস্ মুখার্জি? সত্যিই চমৎকার হয়।"

ভবিষ্যতে কবে কোন্‌দিন প্রণবদের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিবে তাহার কোনও স্থিরতা ছিল না, কিন্তু আপাতত প্রণবের নিবিড়রসঘন বাক্য শুনিতে শুনিতে শক্তির চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছিল। প্রণবের দৃষ্টি হইতে কি প্রকারে সিক্ত চক্ষু লুকাইবে তাহাই সে ভাবিতেছিল, এমন সময়ে পথে মোটরকারের হর্ন শুনা গেল, এবং গাড়িটা সদর-দরজায় আসিয়া যেন থামিল। সুযোগ পাইয়া গাড়ি দেখিবার ছুতা করিয়া জানালার দিকে যাইতে যাইতে শক্তি প্রণবের অলক্ষ্যে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

প্রণব বলিল, "দেখতে হবে না মিস্ মুখার্জি, ও আমাদেরই গাড়ি। অশোক এসে পড়েছে ভালই হয়েছে, আমাদের বৈঠকের ফুল রিপোর্ট ওকে দেওয়া যাবে। দেখা যাক, ও কি মতামত দেয়।"

কিন্তু অশোক আসে নাই, অশোকের লেখা একখানা চিঠি লইয়া বিনোদ প্রবেশ করিয়া চিঠিখানা শক্তির হাতে দিল।

খাম খুলিয়া চিঠি পড়িতে পড়িতে শক্তির মুখ গম্ভীর ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। পড়া শেষ হইলে চিঠিখানা প্রণবের হাতে দিয়া বলিল, "প'ড়ে দেখুন।"

অশোক লিখিয়াছে,—

শক্তি, এখানকার খবর মোটেই ভাল নয়। মনে হচ্ছে, কেশবদাদা আজ রাত্রেই একটা কিছু গুরুতর করবার চেষ্টায় আছেন। অর্থাৎ, যা হবার তাই হ'তে চলেছে। প্রমীলা-বউদিদির অবস্থা বুঝতেই পারছ! আজ রাত্রে আমার ফেরা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। হয়তো কাল সকালে একেবারে শ্মশান থেকেই ফিরতে হবে। তুমি আমার জন্যে চিন্তিত হ'য়ো না।

আমি বলি, প্রণবের সঙ্গে পার্ক সার্কাসে গিয়ে আজকের রাতটা তুমি মালতীর সঙ্গে কাটাও না। নাই বা রইলে একা বাড়িতে। আমিই গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসি, অথবা প্রণবই তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাক। এর জন্যে তুমি একটুও কুণ্ঠিত হ'য়ো না। আমাদের সিমলার বাড়ির মতই প্রণবদের বাড়িকে তুমি আপন মনে করতে পার। তা ছাড়া, মালতী এসে এক রাত তোমার কাছে কাটিয়ে গেছে। আর কিছু না হোক, তার পাল্টা শোধ দেওয়া হবে।

চিঠিখানা প্রণবকে দেখিয়ো। ইতি

শুঃ

অশোক

শক্তি কিন্তু প্রণবদের বাড়ি যাইতে কিছুতেই রাজী হইল না; প্রণবের পৌনঃপুনিক অনুরোধের উত্তরে ব্যগ্র কণ্ঠে সে বলিল, "না প্রণববাবু, ও-কথা ব'লে আপনি আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনাদের বাড়ি যে এই সিমলার বাড়িরই মত আমার পক্ষে আপনার,—এই চিঠি আসবার আগেই আপনি তার ষোল আনা প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু এর সত্যি সত্যিই কোনও প্রয়োজন নেই,—একা থাকতে আমি একটুও অস্বস্তি বোধ করব না। তা ছাড়া, বারান্দায় আমার দরজার সামনে বিনোদকে শোওয়াব।"

আরও দুই একবার অনুরোধ করিয়া প্রণব যখন নিঃসংশয়ে বুঝিল যে, শক্তিকে তাহাদের বাড়ি লইয়া যাইতে সম্মত করা সম্ভব হইবে না, তখন সে বলিল, "তা হ'লে বাড়ি ফিরে গিয়ে মালতীকে পাঠিয়ে দিই,—রাতটা সে আপনার কাছে কাটিয়ে যাক।"

এ প্রস্তাবেও শক্তি সম্মত হইল না। সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, অনর্থক মালতীকে কষ্ট দেবারও কোনো কারণ নেই। তার পরীক্ষার বৎসর, পড়াশুনো আছে। তা ছাড়া, চিঠিতে পাল্টা শোধ দেবার কথা পড়লেন তো। পাল্টা শোধের পরিবর্তে ঋণের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুললে মালতীর কাছে আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না।"

শক্তির কথা শুনিয়া প্রণবের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল। এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভাবিয়া সে বলিল, "কিছু মনে করবেন না মিস্ মুখার্জি, আপনার কথা শুনে কথামালার একটা গল্প মনে পড়ছে।"

স্মিতমুখে শক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ গল্প?"

"সিংহ ও মেষ শাবকের গল্প।"

সকৌতূহলে শক্তি বলিল, "কেন বলুন তো?"

মৃদুহাস্যের সহিত প্রণব বলিল, "কারণ, যারা দুরাত্মা নয়, দেখা যাচ্ছে, তাদেরও সময়ে সময়ে ছলের অসদ্ভাব থাকে না।"

এবার শক্তি রহস্যটা বুঝিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "না, না, যাদের ছলের অসদ্ভাব থাকে না, তারা সব সময়েই দুরাত্মা।"

আকাশের সুদূর অগ্নিকোণ হইতে জলভরা মেঘের গুরু গর্জন শুনা যাইতেছিল। পাঁচ-সাত মিনিট গল্প করিয়াই প্রণব উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "যে বৃষ্টি হেনে আসছে, তা এসে পড়লে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত অবিরাম বর্ষণ চলবে। সুতরাং বাড়ি পালানো যাক। বৃষ্টিতে ভিজলে গাড়ি অবশ্য নিউমোনিয়া হয়ে মারা যাবে না, কিন্তু পথে তেমন জল জমলে বুকে জল ঢুকে হার্ট ফেল ক'রে অচল হতে পারে।"

প্রণবের কথার মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজিয়া নিউমোনিয়া হইয়া মারা যাইবার উল্লেখে অশোকের কথা মনে করিয়া শক্তির মন সহসা কেমন একটা দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুর্যোগের মধ্যে যদি শ্মশানে যাইতেই হয়, তাহা হইলে সারারাত জল-ঝড়ের মধ্যে অতিবাহিত করিয়া সে কেমন থাকিবে কে জানে!

সিঁড়ির মুখে আসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রণব বলিল, "মিস্ মুখার্জি, একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করেছেন?"

"কি বলুন তো?"

"অশোকের চিঠি আসবার ঠিক আগে আমি যে প্রস্তাব আপনার কাছে করেছিলাম, অশোকের চিঠি ঠিক যেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করবার উদ্দেশ্যেই এসে হাজির হ'ল?"

এ কথার কোনও বাচনিক উত্তর না দিয়া শক্তি শুধু একটু হাসিল।

সিঁড়ির ধাপে পদার্পণ করিয়া প্রণব বলিল, "অশোকের চিঠির দ্বারা আমার প্রস্তাবকে সবল ক'রে চললাম মিস্ মুখার্জি। খুশি হয়ে চললাম।"

এ কথারও কোন উত্তর না দিয়া শক্তি প্রণবের পিছনে পিছনে নিঃশব্দে নামিতে লাগিল।

সদর দরজা পর্যন্ত প্রণবকে আগাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শক্তি ডাকিল, "গোবিন্দ!"

তাড়াতাড়ি বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া গোবিন্দ বলিল, "দিদিমণি?"

"অশোকদাদা আজ রাত্রে আসবেন না। আমিও আর কিছু খাব না। রান্না হ'য়ে গেলে তোমরা দুজনে খেয়ে নিয়ো।"

আগাইয়া আসিয়া বিনোদ বলিল, "দাদাবাবু হয়তো কেশবদাদাবাবুদের বাড়ি খাবেন। আপনি কেন খাবেন না দিদিমণি?"

শক্তি বলিল, শরীরটা আমার তেমন ভাল নেই, আমি শুতে চললাম

বিনোদ। তুমি ঘরে তালা-টালা লাগিয়ে বারান্দায় আমার ঘরের সামনে শুয়ো।"

বিনোদ বলিল, "নিশ্চয় শোব দিদিমণি। সারারাত জেগে থেকে আমি সাড়া দোব।"

"তার দরকার নেই, শুধু ওখানে শুলেই হবে।"—বলিয়া উপরে আসিয়া নিজের ঘরের দরজা লাগাইয়া শক্তি আলো নিবাইয়া শয়ন করিল।

ঘুম আসিবার পূর্বেই বৃষ্টি আসিয়া পড়িল, এবং সারারাত্রি ধরিয়া বাহিরে চলিল জল এবং ঝড়ের দাপাদাপি। ভিতরে অসুখকর শয্যায় এপাশ-ওপাশ করিয়া শক্তি রাত্রি অতিবাহিত করিল—কখনো উদ্বিগ্ন জাগরণের দুশ্চিন্তায়, কখনো-বা অশান্ত নিদ্রার দুঃস্বপ্নে।

প্রত্যুষে পাঁচটার সময়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া সে দেখিল, বিনোদ কখন নিচে নামিয়া গিয়াছে। মাঝের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তখনও অশোক আসে নাই। স্নানাদি সারিয়া মাঝের ঘরে বসিয়া প্রত্যুষের সংবাদ-পত্রখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছে, এমন সময়ে চা ও খাবার লইয়া প্রবেশ করিল বিনোদ।

বিস্মিত হইয়া শক্তি বলিল, "এ কার জন্যে আনলে বিনোদ?"

বিনোদ বলিল, "আপনার জন্যে।"

"না না, আমি খাব না, এ-সব তুমি নিয়ে যাও।"

"তবে কখন খাবেন? দাদাবাবু এলে?"

"হ্যাঁ, তাই না-হয় খাব।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বিরক্তিবিস্মিত কণ্ঠে বিনোদ বলিল, "কি আশ্চর্য বলুন দেখি! সারারাত উপোস ক'রে রয়েছেন, আর বলছেন কি-না দাদাবাবু এলে তবে খাবেন! আচ্ছা, দাদাবাবু কখন আসবেন তার কিছু ঠিক আছে কি? তা ছাড়া, ওদিকে হয়তো এতক্ষণ সে ভদ্রলোক ভাল ক'রে চা খাবার খেয়ে গল্প ওড়াচ্ছে!"

এত প্রবল যুক্তির প্রভাবেও বিনোদ শক্তিকে বশীভূত করিতে পারিল না। আরও দু'-একবার উপরোধ-অনুরোধ করিয়া বিফল হইয়া অগত্যা সে গজগজ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

বেলা নয়টার সময়ে অশোক বাড়ি ফিরিল। চক্ষু রক্তবর্ণ, কেশ রুক্ষ, মুখমণ্ডলে দুঃখ এবং বেদনার নিবিড় চিহ্ন অঙ্কিত।

শক্তির সহিত দেখা হইতে অশোক বলিল, "কেশবদাদার সব শেষ হয়ে গেল শক্তি।"

মলিন আর্তস্বরে শক্তি বলিল, "তা বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার চোখ অত লাল কেন? অসুখ করে নি তো?"

"আর কিছু নয়, অত্যন্ত মাথা ধরেছে।"

"রাত্রে ভিজেছিলে খুব?"

"খুব না হ'লেও, বেশ।"

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সভীতিনেত্রে শক্তি বলিল, "তবে?"

মৃদু হাসিয়া অশোক বলিল, "তবে আবার কি? ভয় নেই, নিউমোনিয়া হবে না।"

অশোকের কথা শুনিয়া আর্ত পীড়িত কণ্ঠে শক্তি বলিল, "ছি ছি! ও-রকম ক'রে যা-তা কথা বলতে নেই। চা খাবার খেয়ে বেশ খানিকটা ঘুমোও,—শরীর সুস্থ হয়ে যাবে। আমি বলছি বিনোদকে চা আনবার জন্যে।"

কিন্তু বলিবার দরকার ছিল না,—কখন বিনোদ নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, "চা আর খাবার তৈরিই আছে, নিয়ে আসছি।"

ব্যস্তভাবে অশোক বলিল, "না না, কিছুই আনতে হবে না—আমি শুধু ঘুমোতে চাই। চা আর খাবার আমি খেয়ে এসেছি।"

শুনিয়া বিনোদের দুই চক্ষে ভ্রূকুটি দেখা দিল। শক্তির প্রতি অপ্রসন্ন

দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আপনার চা খাবার এখন নিয়ে আসব? না, এখনও দেরি করতে হবে?"

বিস্মিত হইয়া অশোক বলিল, "নটা বেজে গেছে, এখনও চা খাও নি তুমি শক্তি?"

উত্তর দিল বিনোদ; বলিল, "কাল রাত্রে খাবারই বা [illegible] খেয়েছিল যে, আজ সকালে চা খাবে! কাল আপনি গিয়ে পর্যন্ত [illegible] তা সমানে উপোস চলেছে।"

ব্যস্ত হইয়া শক্তি বলিল, "আঃ বিনোদ, কি যা-তা ব[illegible] নিচে যাও, আমি আসছি।"

শক্তির কথা উপেক্ষা করিয়া বিনোদের দিকে চাহিয়া স[illegible]তুহলে অশোক বলিল, "কেন, উপোস চলছে কেন?"

"সে আমি কি জানি! আপনি দিদিমণিকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখবেন।"—বলিয়া বিনোদ প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে পিছন ফিরিয়া বলিল, "কেন উপোস চলছে, তাও আবার বলতে হবে না-কি?"

বিনোদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাস্য করিয়া অশোক ব[illegible]ল, "আমাদের দুজনেরই চা আর খাবার নিয়ে আয় বিনোদ।" তাহা[illegible] শক্তির দিকে ফিরিয়া চাহিয়া তাহার বাম স্কন্ধে হাত রাখিয়া হ[illegible]খে বলিল, "এত ছেলেমানুষও তুমি!"

এ কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া শক্তি শুধু একটু হাসিল।

চা পান শেষ হইলে শক্তি বলিল, "আর কোনও কথা নয়, শুয়ে পড়, যতক্ষণ পার ঘুমিয়ে নাও।"—বলিয়া নিজের আঁচল দিয়া অশোকের শয্যা ঝাড়িয়া দিল। তাহার পর চোখে যাহাতে আলো না পড়ে, সেই ভাবে জানালাগুলা একটু-আধটু ভেজাইয়া দিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "ও-ডি-কলোন আনিয়ে মাথায় একটু জলের পটি দিয়ে দোব?"

শয্যার উপর অশোক শুইয়া পড়িয়াছিল; বলিল, "তার দরকার নেই, ঘুমুলেই সেরে যাবে।"

"মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দোব?"

শুনিয়া অশোকের দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "দেবে? কিন্তু—"

"না, 'কিন্তু'র কিছুই নেই।"—বলিয়া শক্তি শয্যার এক প্রান্তে উঠিয়া বসিয়া অশোকের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল।

২৩

ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহ। দিন দুই-তিন পূর্ব পর্যন্ত কয়েকদিন ধরিয়া যে দুরন্ত বর্ষা প্রবল এবং অবিশ্রান্ত বারিপাতের দ্বারা নদ-নদী, খাল-বিল, তড়াগ-পুষ্করিণী পূর্ণ করিয়া সমগ্র বাংলা দেশকে নাস্তানাবুদ করিয়া মারিয়াছিল, সহসা তাহাকে এক ফুঁয়ে কোথায় উড়াইয়া দিয়া শরৎ ঋতু তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। অবশ্য 'কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা নববধূরিব রূপরম্যা'-রূপে বলিতে পারা যায় না; কারণ ইট-কাঠ-পাথর-পিচমণ্ডিত কলিকাতা নগরীর মধ্যে তাহার সম্ভাবনা নাই। তথাপি এখানেও আকাশ হইয়াছে ঘন নীল, বায়ু হইয়াছে তরল, এবং রৌদ্র পীতাভ। তদ্ভিন্ন, 'যখন দেখিবে ভাই, আকাশেতে মেঘ নাই, মাঝে মাঝে ডাক শুধু আছে, তখন জানিবে মনে সুখ দিতে জীবগণে সুখের শরৎ আসিয়াছে' এমন প্রমাণের সরব অস্তিত্বও আকাশে বিরল নহে।

কলিকাতায় অশোকের গৃহে শক্তির আসা এক মাসের অধিক হইয়া গিয়াছে। কেশবলালের মৃত্যুর পর কয়েকদিন ধরিয়া সে স্কুলে নাম লিখাইয়া হোস্টেলে ভর্তি হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। সে বিষয়ে অশোক এবং কতকটা প্রণব চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রধানত দুইটি কারণে সে

চেষ্টা সফল হয় নাই। প্রথমত, দেশে এবং কলিকাতায় শক্তির যথার্থ অভিভাবক কে অথবা কাহারা, এবং অভিভাবকদের অভিভাবকত্বের বনিয়াদ কি, সে কথা লইয়া দুই-এক স্থলে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। এবং দ্বিতীয়ত, উভয় পক্ষের মধ্যে বোধ করি কোন পক্ষেরই এ ব্যবস্থার সহিত অন্তরের যোগ ছিল না। শক্তিহীন গৃহের বিরস [illegible] কল্পনা করিয়া অশোক মনে-মনে মাথা নাড়িত। যে অপরূপ পুষ্প [illegible] তাহার গৃহে প্রস্ফুটিত হইয়া সৌন্দর্যে এবং সৌরভে সমস্ত গৃহকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে, সেই পুষ্পের নেশা লাগিয়াছে তাহার। অপর পক্ষে শক্তির লাগিয়াছে অশোকের সংসারের নেশা; অর্থাৎ, এমন এক ব্যক্তির সংসারের নেশা, যে অনাত্মীয় হইয়াও পরমাত্মীয় হইবার অপেক্ষায় আছে। বাল্যকালে যে জাতি খেলার সংসার পাতিয়া আসল সংসারের আহার-নিদ্রা ভুলিয়া থাকে, সে জাতির পক্ষে এ নেশা যে কত প্রবল নেশা, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। সুতরাং দুই-চার দিনের অসবল চেষ্টা-চরিত্রের পর স্কুল এবং হোস্টেলের পরিকল্পনা কতকটা সহজেই অবহেলার গর্ভে মিলাইয়া গেল। অশোক এবং বিনোদের মধ্যে ইহাতে কে অধিক খুশি হইয়াছিল, তাহা নিরূপিত করা খুব সহজ নহে।

বেলা তখন তিনটা। ভাঁড়ার-ঘর হইতে শক্তি বৈকালের খাবার প্রস্তুত করিবার উপকরণাদি বাহির করিতেছে, এমন সময়ে একখানা চিঠি হাতে করিয়া গোবিন্দ আসিয়া কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে বলিল, "দিদিমণি, আমার আর কিচ্ছু নেই।"

ঘিয়ের টিন হইতে শক্তি ঘি ঢালিতে যাইতেছিল, গোবিন্দর কথা শুনিয়া টিনটা তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিয়া গোবিন্দর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "নেই মানে? কি হয়েছে তোমার?"

"দামোদর আমার কিছু আর রাখে নি। ঘর-দোর ক্ষেত-খামার, জিনিসপত্র সব-কিছু গিলে খেয়েছে।"

দামোদরের প্রবল বন্যার কথা শক্তি সংবাদপত্রে পড়িয়াছিল; গভীর উৎকণ্ঠিত স্বরে সে বলিল, "আর তোমার ছেলেপিলে বউ-ঝি ?"

"হাঁটু-জল পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে তবে তারা গাই-বলদ নিয়ে পাঁচ কোশ দূরে সরষেপাতি গ্রামে আমার শ্বশুর-বাড়িতে গিয়ে উঠেছে।"

"সেখানে বন্যার জল যায় না ?"

"যায়, তবে সরষেপাতি উঁচু জমি ব'লে গ্রামটুকু আর অল্প একটু আশপাশ জেগে থাকে। সেইখান থেকেই আমার সম্বন্ধী চিঠি লিখেছে, প'ড়ে দেখুন না দিদিমণি।"—বলিয়া গোবিন্দ চিঠিখানা শক্তির হাতে দিল।

চিঠি পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়া শক্তি বলিল, "আহা, ভারি দুঃখের কথা! কিন্তু কি আর করবে বল ? দৈবের ওপর তো মানুষের হাত নেই।"

"দিদিমণি!"

"কি বল ?"

"আমার ছুটি চাই দিদিমণি। বাড়ি যেতে হবে আমাকে।"

সাগ্রহ কণ্ঠে শক্তি বলিল, "হাঁ, হাঁ, নিশ্চয় বাড়ি যাবে। বাড়ি যাবে বইকি। কতদিনের ছুটি চাও ?"

গোবিন্দ বলিল, "ব'লে যাব পনেরো দিন, কিন্তু আসব এক মাস পরে, সে তঞ্চকতা তো আপনার সঙ্গে করতে পারব না দিদিমণি। এক মাস ছুটি চাই।"

"এক মাস তো কিছুই বেশি নয় গোবিন্দ, আমার তো মনে হয়, সব ব্যবস্থা শেষ করতে তোমার আরও বেশি সময় লাগবে। দাদাবাবুকে ব'লো, নিশ্চয় তিনি ছুটি দেবেন।"

"দাদাবাবুকে আর কি বলব দিদিমণি, তিনি তো শেষ পর্যন্ত আপনার কাছেই পাঠিয়ে দেবেন। বলতে হয় আপনি বলবেন।"

শক্তির মুখে সকল কথা শুনিয়া অশোক বলিল, "দুঃখের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমার-আমার কাছে এটা যত বড় দুঃখ, গোবিন্দদের কাছে

ঠিক তত বড়ই নয়। চিরকাল এই দুঃখকে স্বীকার ক'রেই ওরা ওখানে বাস করে। দামোদরও ওদের মাঝে মাঝে দুঃখ দিতে ছাড়ে না, ওরাও দামোদরের এলাকা ছাড়ে না। কিন্তু সে যাই হোক, বড় হাকিমের কাছে ও যখন ছুটির হুকুম পেয়েছে, তখন ছোট হাকিমের হুকুমের আর দরকার কি ?"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "বড় হাকিম হুকুম দেয় নি, ছোট হাকিমের কাছে সুপারিশ করছে।"

"বড় হাকিমের সুপারিশই ছোট হাকিমের কাছে হুকুমের সমান।"

শক্তি হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে বড় হাকিমের হুকুম ছোট হাকিমের কাছে কিসের সমান শুনি ?"

অশোক বলিল, "সে উপাদেয় বস্তুর আস্বাদ পাবার সৌভাগ্য এ পর্যন্ত তো হ'ল না, তা হ'লে কি ক'রে বলি বল ? দুটো-চারটে হুকুম কর, তা হ'লে হয়তো বলতে পারি, কিসের সমান। তবে আপাতত যদি অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে বলতে বল, তা হ'লে বলব—অমৃত সমান। কেন জান ?"

মৃদুস্মিতমুখে শক্তি বলিল, "কেন ?"

"কারণ, অমৃত হচ্ছে সেই জিনিস, যে জিনিস এ পর্যন্ত কেউ দেখে নি অথবা আস্বাদ করে নি, অথচ মনে-মনে জানে ভারি উপাদেয় বস্তু।" —বলিয়া অশোক হাসিতে লাগিল।

শক্তি বলিল, "কিন্তু অমৃতেও অরুচি ব'লে একটা কথা আছে, জান ? দুটো-চারটে হুকুম তামিল করতে করতেই হুকুমে অরুচি হয়ে আসবে।"

হাসিমুখে অশোক বলিল, "এই প্রসঙ্গে একটা বৈজ্ঞানিক সত্য শুনবে?"

"কি বৈজ্ঞানিক সত্য ?"

"একান্তই যদি অরুচি হয় তো বিয়ের আগে কিছুতেই হবে না—বিয়ের পরে হ'লেও হতে পারে। বৈজ্ঞানিক সত্য হচ্ছে, বিয়ের মত মোহনাশক দ্বিতীয় কোন বস্তু আর নেই।"

"সেই জন্যেই বুঝি বিয়ে করতে তুমি ভয় পাও?"

সহাস্যমুখে অশোক বলিল, "বা রে! বিয়ে করবার জন্যেই তো পাঁয়তারা কষছি। বিয়ে করতে ভয় পাই কি রকম?"

"কেন, সেদিন তো পেয়েছিলে।"

"কোন্ দিন?"

"যেদিন কলমের ডগা দিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরাতে গিয়ে ভয় পেয়ে টিপ পরিয়ে দিয়েছিলে। সিঁদুর পরিয়ে দিলে সেদিন তো ছোট সংস্করণের একটা বিয়েই হয়ে যেত।"

শক্তির কথা শুনিয়া মুহূর্তের জন্য অশোকের মুখমণ্ডলে একটা মলিন ছায়া দেখা দিল; পর-মুহূর্তেই কিন্তু সহসাগত দুর্বলতার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কপট উচ্ছ্বাসের স্বরে বলিল, "নাঃ, সহ্য হয় না এত বড় কুৎসিত গঞ্জনা। নিয়ে এস তোমার কলমের ডগা আর সিঁদুর কৌটো। হয়ে যাক আজই ছোট সংস্করণের বিয়ে।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে শক্তি বলিল, "না, তা হয় না। যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ,—সে বড় বিশ্রী জিনিস। হ'ত তো সেই দিনই হ'ত। এখন ছোট সংস্করণের বিয়ের লগ্ন উতরে গেছে।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অশোক বলিল, "কিন্তু বড় সংস্করণের বিয়ের লগ্ন যেদিন আসবে, সেদিন তো আর কলমের ডগায় নয়—সেদিন পালি দিয়ে সিঁথির এদিক থেকে ওদিক সিঁদুরে রাঙিয়ে দিয়ে কলমের ডগার শোধ তুলব।"

স্মিতমুখে অল্প একটু ঘাড় নাড়িয়া শক্তি বলিল, "ধন্যবাদ!" তাহার পর লঘুপদে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

নীচে নামিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া সে বলিল, "তোমার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে গোবিন্দ। দরকার বোধ করলে তুমি আজই বাড়ি যেতে পার।"

গোবিন্দ বলিল, "না দিদিমণি, আপনাদের কষ্টে ফেলে আমি যেতে চাই নে। কাল লোক দিয়ে তারপর যাব।"

ব্যগ্রকণ্ঠে শক্তি বলিল, "না না, সে জন্যে তোমার দেরি করবার দরকার নেই। তিনটে লোকের রান্না আমি নিজেই রেঁধে দিতে পারব। আজ গেলে যদি সুবিধে হয়, তা হ'লে আজই তুমি যাও।"

বিনোদ বলিল, "আজ গেলে সুবিধে আছে বইকি। রেতের বেলা বর্ধমানে পৌঁছবে, তারপর ভোর হতেই বাজিতপুর রওনা দিতে পারবে। একটা দিন এগিয়ে যাবে।"

গোবিন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে শক্তি বলিল, "তুমি আগে বাজিতপুরে যাবে না-কি গোবিন্দ ?"

গোবিন্দ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ দিদিমণি। বই-খাতা হিসেব-পত্র সবই তো বাজিতপুরে সদর দপ্তরে আছে। মাইনে, আগাম, যা-কিছু সেখান থেকেই নিতে হবে। মহারাজও এই বিপদে কিছু দয়া করবেনই ; তা ছাড়া খড় বাঁশ আর দড়ির ব্যবস্থাও বাজিতপুর থেকেই করতে হবে।"

"এখানে তোমরা মাইনে পাও না ?"

"আজ্ঞে না, বাজিতপুরের বাইরে থাকলে আমরা মাইনে ছাড়া মাসে পাঁচ টাকা ক'রে হাতখরচ পাই। তাও দাদাবাবুর কাছে মাস দুয়েকের টাকা আগাম নেওয়া গেছে। মাইনে আমরা পাই বাজিতপুরে।"

রাঁধিবার জন্য একজন পাচক স্থির করিয়া দিয়া পরদিন গোবিন্দ বাজিতপুরে রওনা হইল। গৃহনির্মাণাদির বিষয়ে সাহায্য করিবার সঙ্কল্পে অশোক গোবিন্দকে পঁচিশ টাকা প্রদান করিল, এবং শক্তি নিজ তহবিল হইতে দিল পনেরো টাকা।

যাইবার পূর্বে এক সময়ে গোবিন্দকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া অশোক

বলিল, "শোন গোবিন্দ, তোমাদের দিদিমণির কথা বাজিতপুরে কারুর কাছে গল্প ক'রো না। বুঝলে? কারুর কাছে নয়।"

ঘাড় নাড়িয়া গোবিন্দ বলিল, "আজ্ঞে, আপনি যখন নিষেধ করছেন, তখন নিশ্চয় করব না।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় করবে না। শক্তি-দিদিমণি যে আমাদের বাড়িতে বাস করছেন—এ কথা বাজিতপুরে কারও জানবার দরকার নেই।"

"যে আজ্ঞে।"—বলিয়া নত হইয়া অশোককে অভিবাদন করিয়া গোবিন্দ প্রস্থান করিল।

বহু দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর অবশেষে অশোক গোবিন্দর প্রতি যে নিষেধ-বাক্য প্রয়োগ করিল, তাহা করিবে অথবা করিবে না—গোবিন্দর বাজিত-পুর যাইবার কথা অবগত হইয়া পর্যন্ত সে সমস্যা তাহার মনকে পীড়িত করিতেছিল। নিষেধ না করিলে শক্তির কথা বাজিতপুরে জানাজানি হইয়া যাইবার সম্ভাবনা যত বেশি, নিষেধ করিলে তদপেক্ষা নিশ্চয় কম—এই বিবেচনা করিয়া সে শেষ পর্যন্ত নিষেধ করাই সমীচীন মনে করিয়া-ছিল। কিন্তু নিষেধের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া শক্তি-প্রসঙ্গ গোবিন্দর মনের মধ্যে সহসা রহস্য-দুর্ভর হইয়া উঠিয়া এমনই বেগ দিতে আরম্ভ করিল যে, কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্বে সে বেগের খানিকটা অংশ বিনোদের কর্ণে মুক্ত করিয়া না দিয়া কিছুতেই সে যাইতে পারিল না। বাকি অংশ-টুকু বাজিতপুরে পৌঁছিয়া এলোকেশী-কর্ণে মুক্ত করিয়া হাল্‌কা হইল।

এলোকেশী বিধবা, নিঃসন্তান; বাজিতপুরের জমিদার গৃহে সে পরি-চারিকাবর্গের অন্তর্ভুক্ত। দূর-সম্পর্কে গোবিন্দর সে শ্যালিকা হয়, কিন্তু সম্পর্কের সে দূরত্ব এতই সুদূর যে তাহাকে সুবাদ বলিলেও অন্যায় হয় না। কিন্তু যে যোগ সব সুদূরকেই নিকট করে, অন্তরের সেই প্রবল অসামাজিক যোগ গোবিন্দ এবং এলোকেশীর মধ্যে বর্তমান বলিয়া বাজিতপুরে রটনা আছে।

কথাটা এলোকেশীকে সংগোপনে বলিয়া গোবিন্দ পুনঃ পুনঃ তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, "খবরদার এলো, খবরদার! এ কথা যেন কাকে-কোকিলে জানতে না পারে। দাদাবাবুকে আমি কথা দিয়ে এসেছি যে, এ কথা আমি কাউকে বলব না।"

গোবিন্দর কথায় পরম আপ্যায়িত হইয়া একমুখ হাসি হাসিয়া এলোকেশী বলিয়াছিল, "কাউকে বলবে না তো আমাকে বললে যে?"

উত্তরে গোবিন্দ বলিয়াছিল, "আরে, তুমি কি 'কাউকে' যে, তোমাকে বলব না? আমার জানায় আর তোমায় জানায় কোনও তফাত আছে না-কি?"

খুশি হইয়া এলোকেশী বলিয়াছিল, "তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, আমার মুখ থেকে কাকে-কোকিলেও জানতে পারবে না। কিন্তু কি ঘেন্নার কথা গো! অ্যাঁ? সোমোখো কুমারী মেয়ে হ'য়ে কি-না পুরুষমানুষের সঙ্গে বাস! বিধবা-টিধবা হ'লেও না-হয় কথা ছিল।"

গোবিন্দ বলিয়াছিল, "বল কেন, বড় ঘরের বড় কথা! তবে মেয়েটা খুবই ভাল।"

সগর্জনে এলোকেশী বলিয়াছিল, "ঝাড়ু মারো অমন ভালর মাথায়!"

সে যাহাই হউক, এলোকেশী লোক মন্দ নহে, তাহার প্রতিশ্রুতি সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল; অর্থাৎ, শক্তির কথা কাককেও জানায় নাই, কোকিলকেও জানায় নাই। কিন্তু গোবিন্দ বাজিতপুর ত্যাগ করিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই নিতাই সরকারকে জানাইয়া নিজের উদর-চাপের কিছু লাঘব ঘটাইয়াছিল। গোবিন্দর অনুপস্থিতিকালে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া নিতাই এলোকেশীর অন্তরপ্রদেশের গোপন এলাকার রক্ষণাবেক্ষণ করে। অবশ্য কথাটা যাহাতে কাকে-কোকিলে না জানিতে পারে, নিতাইয়ের নিকট হইতে সে প্রতিশ্রুতি লইতে এলোকেশী ভুলে নাই।

জল যেমন পুষ্করিণী হইতে উপচাইয়া পড়িয়া নালা হইতে খালে, খাল হইতে নদীতে এবং অবশেষে নদী হইতে সাগরে গিয়া উপনীত হয়; ঠিক সেই প্রণালী অনুসারে শক্তির কাহিনী মুখ হইতে কানের পর মুখ হইতে কানে গড়াইতে গড়াইতে শেষ পর্যন্ত একদিন যাদবচন্দ্রের কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। বয়লার যেমন বাষ্পের দুর্মদ বেগ নিজের অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া নিঃশব্দে অবস্থান করে, ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত নেত্রে নীরবে সমস্ত কথাটা শুনিয়া যাদবচন্দ্র ঠিক সেইরূপে অন্তরের সমস্ত ক্রোধ অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। যে বলিতে আসিয়াছিল, যাদবচন্দ্রের স্তব্ধ-তপ্ত মূর্তি দেখিয়া ভীত হইয়া কোনরূপে পলাইয়া বাঁচিল।

গোবিন্দ বাড়ি যাইবার দিন-দুই পরে অশোক শক্তিকে বলিল, "বস্তু হ'তে বস্তুর আমাদের যে ভেদবোধ, সেটা মায়া ভিন্ন আর কিছুই নয় শক্তি। আসলে সব জিনিস যে এক, সেই পরম তত্ত্বের শিক্ষা আমরা আপাতত পাঁচু ঠাকুরের কাছ থেকে পাচ্ছি।"

নবনিযুক্ত পাচক, যাহাকে গোবিন্দ দিয়া গিয়াছে, তাহার নাম পাঁচু।

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "কেন বল দেখি ?"

অশোক বলিল, "এতদিন আলুকে আলু ব'লেই জানতাম, আর পটলকে জানতাম পটল ব'লে। এখন পাঁচু ঠাকুরের তরকারিতে দেখি ও দুইয়ে কোন প্রভেদ নেই। তরকারির কোন্ অংশটা যে আলু, আর কোন্ অংশটা পটল, তা বোঝে কার সাধ্য! তা ছাড়া, পাঁচু উদারনীতির মানুষ; শ্রেণীবিভাগ ও কোন-কিছুতেই পছন্দ করে না,—এমন কি তরকারিতেও না। তাই, শুক্ত আর ডালনাকে এমন কাছাকাছি টেনে এনেছে যে, যখন ডালনা খাই তখন যেমন মনে করি ডালনা খাচ্ছি, যখন শুক্ত খাই তখন তেমনও মনে করি ডালনাই খাচ্ছি।"

অশোকের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে শক্তি বলিল, "পাঁচু ঠাকুরের নুনের হিসেব জানো ? ও মনে করে, যেটুকু নুন রাঁধবার জন্যে ওকে

আমি বার ক'রে দিই, যে-কোনো রকমে সবটুকু শেষ করতে পারলেই নুন দেওয়া নির্ভুল হ'ল। তাই যেটুকু নুন ডালে কম প'ড়ে ডালকে আলুনি করে, সেইটুকু নুন ডালনায় বেশি প'ড়ে ডালনাকে নুনে পোড়ায়।"

অশোক বলিল, "তা হ'লে এহেন পাঁচু ঠাকুরের হাতে থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কি তা স্থির কর।"

শক্তি বলিল, "সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে পাঁচু ঠাকুরকে ছাড়িয়ে দিয়ে শক্তি ঠাকরুণের হাতে রান্না ছেড়ে দেওয়া।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া অশোক বলিল, "কিছুতেই না। অসংশয়িত না। Definite no।"

সহাস্যমুখে শক্তি বলিল, "কেন, না কেন শুনি?"

"তোমার হাতের রান্না ছেড়ে দিলে মুখ মিষ্টি হবে তা নিশ্চয় জা[illegible], কিন্তু মন তেতো হবে। এখন দিনান্তে তবু এক-আধবার দর্শন পা[illegible] যায়, তখন টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাবে না। এ আমি কিছুতেই ব[illegible] করব না যে, বন্যার জলে গোবিন্দর বাড়ি-ঘর ডুবে গেছে ব'লে সং[illegible] কাজে আমার ইয়ে ডুবে যাবে।"

"তোমার কিয়ে ডুবে যাবে?"—বলিয়া শক্তি খিলখিল করিয়া [illegible] উঠিল।

নিঃশব্দ সহাস্যমুখে ক্ষণকাল শক্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া অশোক বলিল, "হাসি নয় শক্তি, তুমি যদি আমাকে প্রতিদিন পাঁচখানা ক'রে গান শোনাও, তা হ'লে দু'বেলা আমি ঘাড় গুঁজে অপ্রতিবাদে পাঁচু ঠাকুরের রান্না খাব, তা শপথ ক'রে তোমাকে বলছি।"

"আর, তুমি যদি আমার হাতে রান্না ছেড়ে দাও, তা হ'লে প্রতিদিন তোমাকে সাতখানা ক'রে গান শোনাব—এ কথা শপথ ক'রে বললাম।"

কিন্তু এত লোভনীয় শর্তেও অশোক রাজী হইল না।

পরদিন বিনোদ কিন্তু একটা মধ্য উপায়ের ব্যবস্থা করিল। পাঁচুকে বরখাস্ত করিয়া করালী নামে অপর এক পাচক ধরিয়া আনিল। কিন্তু তাহার রান্না খাইয়া অশোক অতি কষ্টে বলিল, "পাঁচুকে যদি পাওয়া যায়, তা হ'লে শীঘ্র আনিয়ে নাও শক্তি। পাঁচু যে মন্দ রাঁধত না, করালী তা ভাল ক'রেই বুঝিয়ে দিয়েছে।"

এবার কিন্তু শক্তি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। করালী ঠাকুরের হস্তে একদিনের মাহিনা দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া সে নিজে হাতা-বেড়ি ধারণ করিল। বলিল, "তিন দিন আমার রান্না খেয়ে তোমরা যদি বল সুবিধে হচ্ছে না, তা হ'লে পাঁচু ঠাকুরকে আবার ডাকাব।"

কিন্তু তিন দিনের স্থলে তিন-তিরিক্কে নয় দিন হইয়া গেল, তথাপি কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইল না—সুবিধা হইতেছে না, কারণ সুনিপুণ পাককার্যের গুণে আহার-ক্রিয়াটা যে আনন্দের ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল, সে কথা কে অস্বীকার করিবে? শক্তির কষ্ট এবং পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া অশোক মাঝে মাঝে আপত্তি তুলিত, কিন্তু পাঁচু ঠাকুর এবং করালী ঠাকুরের ভয় দেখাইয়া শক্তি সহজেই সে আপত্তিকে দমন করিত।

একদিন সকালে চা-খাবার খাইয়া অশোক কলেজ গিয়াছে এবং শক্তি রান্নাঘরে উনানে একটা তরকারি চড়াইয়াছে, এমন সময়ে বাহিরে একটা মোটর থামিবার শব্দ শুনা গেল।

শক্তি বলিল, "দরজা খুলে দাও বিনোদ, হয়তো প্রণববাবু এসেছেন।"

বারান্দায় বসিয়া বিনোদ মাছ কুটিতেছিল। মাছ ফেলিয়া হাত ধুইয়া সে দরজা খুলিতে প্রস্থান করিল। ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া চিন্তিত-শুষ্ক মুখে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "প্রণববাবু নয় দিদিমণি, মহারাজ এসেছেন—কত্তা-মহারাজ।"

গৃহে যাইবার পূর্বে গোবিন্দ তাহাকে অশোকের যে নিষেধবাণী

শুনাইয়া গিয়াছিল, সে কথার হিসাবে বিনোদ মনে করিয়াছিল, যাদবচন্দ্রের আগমন শক্তির পক্ষে অনুকূল ব্যাপার নহে।

বিনোদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঔৎসুক্যভরে শক্তি বলিল, "বাবা এসেছেন? কোথায় আছেন?"

"দোতলায় নিজের ঘরে গেছেন।"

"আচ্ছা। আমি আসছি।"—বলিয়া উনান হইতে কড়াটা নামাইয়া রাখিয়া হাত ধুইয়া শক্তি এক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মনে মনে কি চিন্তা করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে দোতলার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

২৪

যাদবচন্দ্রের দ্রব্যাদি দ্বিতলে যাদবচন্দ্রের কক্ষে স্থাপন করিয়া বিনোদ প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। যাদবচন্দ্রের স্তব্ধনির্বাক কঠিন মূর্তি দেখিয়া নিজ হইতে কোনও কথা কহিতে তাহার সাহস হইল না।

গভীরস্বরে যাদবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু কোথায় বিনোদ? কলেজে?"

ব্যগ্রকণ্ঠে বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ।"

"কখন আসবে?"

"আজ্ঞে মহারাজ, আসতে সাড়ে দশটা-এগারোটা হবে।"

হাতের রিস্ট-ওয়াচ ঘুরাইয়া যাদবচন্দ্র দেখিল, বেলা তখন মাত্র সাড়ে আটটা। শক্তি নামে যে অজ্ঞাতকুলশীলা রহস্যাবৃতা মেয়েটার সংবাদ পাইয়া ক্রোধ, বিস্ময়, অপমান এবং বিশেষ করিয়া কৌতূহলের দ্বারা পীড়িত হইয়া সে বাজিতপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে, সে এখনই এই গৃহেই বাস করিতেছে অথবা ইতিমধ্যে স্থানান্তরে গিয়াছে,

একজন পরিচারকের নিকট সে প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে প্রবৃত্তি হইল না; বলিল, "আচ্ছা, এখন তুই কাজে যা।"

সসঙ্কোচে ঈষৎ দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বিনোদ বলিল, "আপনার কাপড়-জামা-তোয়ালে চান-ঘরে রেখে যাব মহারাজ?"

বিরক্তিকটু কণ্ঠে যাদবচন্দ্র বলিল, "দেরি আছে তার, এখন তুই যা।"

ইহার পর আর কোনও কথা বলিতে সাহস না করিয়া বিনোদ নিচে গিয়া শক্তিকে যাদবচন্দ্রের আগমন-সংবাদ জানাইল।

ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটা ঈজি-চেয়ার ছিল। তাহার উপর নিজের রোষ-বিক্ষুব্ধ দেহ ঢালিয়া দিয়া যাদবচন্দ্র বোধ করি আসন্ন সংঘর্ষের কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। ল' কলেজ হইতে অশোকের ফিরিবার পূর্বেই শক্তির বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করিবে, অথবা তাহার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে; অপরাধের কৈফিয়ৎ তলব করিবে এক নম্বর আসামী অশোকের নিকট হইতে প্রথমে, অথবা তৎপূর্বেই দুই নম্বর আসামী সেই অজানা-অপরিচিত মেয়েটার উপস্থিতি সম্ভব হইলে খানিকটা সওয়াল-জবাব শেষ করিয়া রাখিবে,—সেই সকল কথাই হয়তো মনে মনে চিন্তা করিতেছিল, এমন সময়ে কর্ণে প্রবেশ করিল সুমিষ্ট তরল কণ্ঠস্বর,—"বাবা!"

মুখ তুলিয়া চাহিতেই চোখে পড়িল শক্তির আরক্ত-সুন্দর মূর্তি; চকিতবিস্ময়ে যাদবচন্দ্র মুহূর্তকাল নির্বাক হইয়া রহিল। পরক্ষণেই কিন্তু তাহার দুই চক্ষু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

"আমি শক্তি—আপনার মেয়ে।"—বলিয়া যাদবচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে দেহ ঈষৎ নত করিয়া যাদবচন্দ্রের দিকে শক্তি অগ্রসর হইল।

দ্রুতবেগে পদদ্বয় চেয়ারের উপর তুলিয়া লইয়া যাদবচন্দ্র বলিল,

"ছুঁয়ো না আমাকে। তুমি আমার মেয়ে নও, কেউ নও তুমি আমার। আমি যা জিজ্ঞাসা করি, দূরে দাঁড়িয়ে তার জবাব দাও।"

সহসা শক্তির মাথা হইতে পায়ের নথ পর্যন্ত সমস্ত দেহের মধ্যে একটা কঠিনতা জাগিয়া উঠিল। দুই-চার পা পিছাইয়া গিয়া সংযত মনের গভীর কণ্ঠে বলিল, "আমি আপনার মেয়ে নই, কিন্তু অস্পৃশ্যও নই আমি। কি আপনার জিজ্ঞাসা করবার আছে বলুন।"

শক্তির মুখ-চোখের এবং কণ্ঠস্বরের পরিবর্তিত ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া যাদবচন্দ্র বুঝিয়াছিল যে, শক্তি ঠিক সেই হেলে-ঢোঁড়া শ্রেণীর প্রাণী নহে, যাহাকে লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে খেলা করা চলে। তথাপি, একজন আ[illegible] উনিশ বৎসর বয়সের মেয়ে, যে তাহারই গৃহে বাস করিতেছে, এবং [illegible]কে সে অপরাধী শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বিচারাধীন করিয়াছে, [illegible] এমন অবলীলার সহিত তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে পারে, [illegible]। দেখিয়া তাহার বিস্ময়েরও অন্ত ছিল না। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া যাদ[illegible] বলিল, "তুমি এ বাড়িতে বাস কর?"

ঘাড় নাড়িয়া শক্তি বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, করি।

"কতদিন করছ?"

"মাস দেড়েক।"

"তার আগে কোথায় ছিলে?"

"খুলনা জেলার শিবানীপুর গ্রামে।"

"সেখান থেকে কার সঙ্গে এখানে এলে?"

"আমার এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় নবগোপাল চাটুজ্জের সঙ্গে।"

"এখানে আসবার কারণ কি হ'ল?"

"মা মারা গেলেন, জেঠাইমার অত্যাচার শুরু হ'ল, সেই অত্যাচার থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে।"

"কি সে অত্যাচার?"

"সে কথা আমার গোপন কথা, আপনার তো সে কথা শুনে কোন লাভ নেই।"

উত্তর শুনিয়া যাদবচন্দ্রের ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত হইল; এক মুহূর্ত কি চিন্তা করিয়া বলিল, "এ বাড়িতে এলে কোন্ অধিকারে?"

"অধিকার বলতে কোনও অধিকারেই নয়; পূর্ব-পরিচয়ের সূত্রে আশ্রিত রূপে।"

"অশোকের সঙ্গে তোমার কত দিনের পরিচয়?"

"ছ-সাত বছরের।"

"সে পরিচয় আরম্ভ হয় কোথায়?"

"কলকাতায়; তখন আমরা কলকাতায় বাস করতাম।"

শক্তির সীমন্তের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "তুমি অবিবাহিত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"অশোকের সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই?"

"বলেছি তো পূর্ব-পরিচয়ের সম্পর্ক।"

এক মুহূর্ত গভীরভাবে কি চিন্তা করিয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "অশোককে তুমি কি ব'লে ডাকো?"

"এতদিন 'অশোকদাদা' ব'লে ডাকতাম, আজ যতক্ষণ এ বাড়িতে আছি, অশোকবাবু ব'লে ডাকব।"

"আজ যতক্ষণ এ বাড়িতে আছি, মানে? আজ তুমি এ বাড়ি ছেড়ে যাবে না-কি?"

"যাব।"

"হঠাৎ?"

"হঠাৎ আপনি এসে জানালেন, আমি আপনার কেউ নই,—তাই হঠাৎ।"

"আমি না এলে তুমি আজ যেতে না ?"

"না, নিশ্চয় যেতাম না।"

"তবে আজই বা যাবে কেন ? এতদিন যার জোরে ছিলে, এখনও তো তারই জোরে থাকতে পার।"

"না, তা পারি নে। আর তাঁর কোনও জোর নেই।"

"বল কি ! এই একটু আগেও ছিল, এরই মধ্যে গেল কোথায় ?"

"আপনি তাঁর জোর হরণ করেছেন। আপনি কোনও লোককে অস্বীকার করলে এ বাড়ির কেউ আর তাকে স্বীকার করতে পারে না।"

"তবুও যদি করে, সে স্বীকারের কি মূল্য তুমি দেবে ?"

"এক কানা-কড়িও নয়।"

যাদবচন্দ্রের ললাটের কুঞ্চন খানিকটা যেন মিলাইয়া গেল ; বলিল, "তাই যদি, তা হ'লে তো তুমি এই দেড় মাস ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়েছ !"

"তখন মনে করেছিলাম, আপনার দেখা পেলে সম্মতি নিশ্চয়ই পাব।"

"আগেই সে সম্মতি চেয়ে নাও নি কেন ?"

"সাহস হয় নি। এখন দেখছি ভুল করছিলাম।"

"আজ তুমি কোথায় যাবে ?"

শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে শক্তি বলিল, "সে কথা জেনে আপনার কি হবে ? সে কথা তো আপনার পক্ষে অবান্তর কথা।"

শুনিয়া যাদবচন্দ্রের মুখ পুনরায় একটু কঠিন হইয়া উঠিল ; বলিল, "এ কথা তুমি অবশ্য বলতে পার, কিন্তু কোথায় যাবে তা বলতেই বা এমন কি আপত্তি আছে তোমার ?"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে চিন্তা করিয়া শক্তি বলিল, "আপাতত আজ প্রণববাবুদের বাড়ি যাব, তারপর দেশ থেকে লোক আনিয়ে কয়েকদিন পরে যাব দেশে। প্রণববাবু অশোকবাবুর বিশেষ বন্ধু, পার্ক সার্কাসে বাড়ি।"

"দেশে ফিরে যাবে সেই জেঠাইমার অত্যাচারের মধ্যে?"

"তা ছাড়া আর কি করতে পারি বলুন?"

প্রণবদের সহিত যাদবচন্দ্রের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে। এমন কি যাদবচন্দ্র কলিকাতায় আসিলে প্রণবের জননী যোগমায়া কোনবারই তাহাকে দুই-তিন দিন নিমন্ত্রণ করিয়া না খাওয়াইয়া ছাড়ে না।

যাদবচন্দ্র বলিল, "প্রণবদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?"

শক্তি বলিল, "কোনও সম্পর্কই নেই, শুধু পরিচয়ের সম্পর্ক।"

"তবে তোমার দায়িত্ব বহন করতে তাঁরা রাজী হবেন কেন?"

"তা হবেন। বিনোদকে দিয়ে কাপড়ের দোকান থেকে ফোন করিয়ে দিলে আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি নিয়ে প্রণববাবুর বোন মালতী এসে হাজির হবে।"

তাহার পর সহসা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া শক্তি বলিল, "ছি, ছি, এ আমার কিন্তু ভারি অন্যায় হচ্ছে। আপনি গাড়িতে এসেছেন, রাত্রে বোধ হয় ভাল ঘুম হয় নি, চা-টা খেয়ে কোথায় একটু বিশ্রাম করবেন, তা নয়, আমি আপনার সঙ্গে কেবল তর্ক ক'রেই চলেছি! আর যদি কোনও কথা থাকে পরে না হয় হবে, এখন আপনি বাথ-রুমে যান। আমি চললাম আপনার চা খাবারের উয্যুগ করতে।"—বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কিন্তু আপনি আমার হাতের ছোঁয়া খাবেন তো? তবে আমি নীচবংশের মেয়ে নই। লক্ষ্মীই না হয় গেছেন, কিন্তু এখনও শিবানীপুরের মুখুজ্জে-জমিদার-বংশকে বড় ঘর ব'লে সম্মান করে না, এমন লোক খুলনা জেলায় নেই।"

যাদবচন্দ্র বলিল, "তোমার হাতের ছোঁওয়া খাব কি খাব না, সে কথা পরে হবে, তার জন্যে তাড়া নেই, কিন্তু তাড়া আছে তোমার সঙ্গে কথা শেষ করবার। অশোক আসবার আগে আমি তোমার সঙ্গে কথা শেষ করতে চাই।"

যাদবচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শান্ত ভাবে শক্তি বলিল, "বলুন।"

"প্রণবদের বাড়ি তোমার যাওয়া হবে না।"

"কেন মহারাজ ?"

"তাতে আমার সম্মানে হানি হবে।"

"কিন্তু এ বাড়ি ছেড়ে না গেলে আমারও তো সম্মানের হানি হবে মহারাজ।"

মাথা নাড়িয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "না, হবে না। কাল তুমি আমার সঙ্গে বাজিতপুরে যাবে।"

তাহার পর শক্তি তাহাকে 'মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন ক[illegible]ছে—সহসা খেয়াল করিয়া বিস্মিত গভীর কণ্ঠে বলিল, "তুমি আম[illegible] 'মহারাজ' ব'লে কেন ডাকছ ?"

মহারাজ ডাকটা যৎপরোনাস্তি অভ্যস্ত ডাক বলিয়া প্রথম ডাকটা বোধ হয় যাদবচন্দ্রের শ্রুতিগম্য হয় নাই।

শক্তি বলিল, "তবে কি ব'লে ডাকব বলুন ? বিনোদ আপনাকে 'মহারাজ' ব'লে ডাকে, তাই আমিও ডাকছি।"

"বিনোদ আর তুমি সমান না-কি ?"

পাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে শক্তি বলিল, "তা তো বলতে পারি নে।"

"আমি বলতে পারি, তা তুমি নও। কাছে এস, কি ব'লে আমাকে ডাকবে তোমাকে আমি জানিয়ে দিই। এস, কাছে এস।"

দৃষ্টি ফিরাইয়া শক্তি একবার যাদবচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া দেখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

"ব'স।"

হাঁটু গাড়িয়া শক্তি উপবেশন করিল।

শক্তির ঘন-কেশভার মাথার উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া নত

হইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে যাদবচন্দ্র বলিল, "'বাবা' ব'লে ডাকবে। বুঝলে?—'বাবা' ব'লে ডাকবে।"

ক্ষণিকের জন্য একবার তাহার আনত-আর্ত মুখ তুলিয়া শক্তি যাদবচন্দ্রের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর কি তথায় দেখিতে পাইল বলা কঠিন, সহসা চিত্তের সমস্ত সংযম হারাইয়া যাদবচন্দ্রের ক্রোড়ের উপর ভাঙিয়া পড়িয়া মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্ষণকাল যাদবচন্দ্র চিত্তবিক্ষোভের এই অপরূপ অভিব্যঞ্জনের প্রতি নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল; তাহার পর শক্তির রোদন-কম্পিত পৃষ্ঠের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বলিতে লাগিল, "ভয় নেই মা, ভয় নেই। স্থির হও, চুপ কর।" মনে হইল, দুই-চার ফোঁটা তপ্ত অশ্রুও যাদবচন্দ্রের চক্ষু হইতে শক্তির অগোচরে তাহার মাথার উপর ঝরিয়া পড়িল।

বয়লারের দেহে কোনও এক স্থানে ছিদ্র-পথ পাইয়া বোধ করি অনেকখানি বাষ্পই নির্গত হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। প্রকৃতির অনতিবর্তনীয় নিয়মে সঞ্চয়ের ক্ষমতা যে বস্তু যতটা রাখে, ত্যাগের ক্ষমতাও সেই বস্তুকে ঠিক ততটা রাখিতেই দেখা যায়। উত্তাপ সঞ্চয় করিয়া অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হইবার ক্ষমতা পাথরের যেমন আছে, সেই উত্তাপ ত্যাগ করিয়া অতি শীঘ্র শীতল হইবার ক্ষমতারও তেমনি তাহার অভাব নাই।

মুখ তুলিয়া শক্তি দুই চক্ষু অঞ্চলে মার্জিত করিল, তৎপরে যাদবচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অদূরে একটা টুল ছিল, তাহা দেখাইয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "ব'স, কথা এখনও শেষ হয় নি।"

টুলের উপর উপবেশন করিয়া শক্তি জিজ্ঞাসুনেত্রে যাদবচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। যাদবচন্দ্র বলিল, "এবার তোমাকে যে-কথা জিজ্ঞাসা

করব তা যেমন দরকারী, তেমনি গুরুতর। তোমার সঙ্গে এই দশ-পনেরো মিনিটের পরিচয়ে যেটুকু তোমাকে বুঝেছি, তাতে আশা হয়, যথার্থ উত্তর দিতে তুমি সঙ্কুচিত হবে না।"

মনের মধ্যে উগ্র ঔৎসুক্য দমন করিয়া রাখিয়া শক্তি বলিল, "বলুন।"

কোনো প্রকার উপক্রমণিকা না করিয়া যাদবচন্দ্র একেবারে সোজা-সুজি কথাটা শক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল; বলিল, "অশোক কি তোমার কাছে কোন রকম বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ আছে?—লুকিয়ো না, সত্যি কথা বল।"

প্রশ্ন শুনিয়া শক্তির মুখ প্রভাত-সূর্যের মত আরক্ত হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত নির্বাক থাকিয়া নতনেত্রে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না বাবা।"

যাদবচন্দ্রের মুখে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল, বলিল, "কেন? বলতে নিষেধ আছে নাকি?" পর-মুহূর্তেই কিন্তু সে হাস্যরেখা অন্তর্হিত হইয়া গভীর উদ্বেগে ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; কতকটা যেন নিজ-মনেই বলিল, "অনুমানে অবশ্য ভুল হয় নি, কিন্তু বিপদে প'ড়ে গেলাম।"

এই স্বগতোক্তিকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া শঙ্কিত মুখে শক্তি বলিল, "কেন বাবা, কি বিপদ?"

এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া লইয়া যাদবচন্দ্র কহিল, "তোমাকে দেখে শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে শক্তি, তোমার মত একটি আত্মমর্যদাশালী মেয়ে এর চেয়ে কম শর্তে কখনই এ বাড়িতে অশোকের সঙ্গে একত্রে বাস করতে পারে না। তা ছাড়া, এ কথা ভেবেও আমি বরাবর আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে, অশোকের মত শিক্ষিত আর চরিত্রবান ছেলে তোমার বয়সের একজন অনাত্মীয় অবিবাহিত মেয়েকে দেড় মাস এ বাড়িতে কি

কারণে স্থান দিতে পারে। কিন্তু সে যেন হ'ল, ওদিকের এখন কি করা যায়! ওদিকের তো আমি কোনও উপায়ই দেখছি নে!"

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে শক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকের বাবা?"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে শক্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া যাবদচন্দ্র বলিল, "কেন, নিরঞ্জনপুরে জমিদার ভুবন চক্রবর্তীর মেয়ের কথা তুমি কিছু জান না?"

প্রশ্ন শুনিয়া শক্তির মুখ পাংশু হইয়া উঠিল; মাথা নাড়িয়া বলিল, "কই, না।"

"অশোক কিছু বলে নি তোমাকে?"

"না, বলেন নি।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া মৃদু গভীর স্বরে কতকটা যেন স্বগত ভাবে যাদবচন্দ্র বলিল, "আশ্চর্য! শখ আছে, অথচ সাহস নেই।" তাহার পর শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "নিরঞ্জনপুরে সেই মেয়ের সঙ্গে অশোকের বিয়ে দোব ব'লে আমি প্রতিশ্রুত আছি। আমার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর ক'রে সব রকম চেষ্টাচরিত্র ছেড়ে দিয়ে ভুবন চক্রবর্তী তাঁর মেয়েকে অবিবাহিত রেখেছেন।"

যে সমস্যার সমাধানের চিন্তা অশোক নিজে গ্রহণ করিয়া শক্তিকে নিশ্চিন্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছিল, আর তাহার রহস্য অস্পষ্ট রহিল না। মুহূর্তের জন্য মাথাটা গেল ঘুরিয়া, মনে হইল, টুলের নীচের মাটি যেন তলতল করিতেছে। দুই হাত দিয়া শক্তি টুলের দুই পাশ সজোরে চাপিয়া ধরিল। পর-মুহূর্তেই কিন্তু তাহার সবল অন্তরের দুর্মদ পরাক্রমকে জাগ্রত করিয়া এই সদ্যলব্ধ প্রচণ্ড আঘাতের মর্মন্তুদ চোটকে সে প্রাণপণে প্রতিরুদ্ধ করিল। দুর্জয় অভিমানের চাপে সমস্ত মনটা করিয়া লইল কঠিন।

"বাবা!"

শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "কি ?"

"এ সমস্যা তো কঠিন সমস্যা নয় বাবা। আপনার প্রতিশ্রুতিই পালিত হবে।"

ক্ষণকাল নিঃশব্দে শক্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "আর, তোমার গতি কি হবে ?"

দিবালোকে বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় শক্তির মুখে ক্ষীণ হাস্য দেখা দিল ; বলিল, "অদৃষ্টে যার দুর্গতি লেখা আছে, তার আর গতি কি হবে বাবা !"

সহসা একটা কথা মনে হইয়া যাদবচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ; উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে বলিল, "একটা উপায় আছে শক্তি।"

"কি উপায় বাবা ?"

যাদবচন্দ্র প্রণবের কথা উত্থাপিত করিল। প্রণব যে অশোক অপেক্ষা কোনও অংশেই অবাঞ্ছনীয় পাত্র নহে, তদ্বিষয়ে শক্তিকে নানারূপে আশ্বস্ত করিয়া সে বলিল, "আমি গিয়ে প্রণবের মাকে চেপে ধরলে নিশ্চয়ই তিনি রাজী হবেন। ঠিক আমার নিজের একটি মেয়ের মত সব ভার সব দায়িত্ব নিয়ে বাজিতপুরের বাড়ি থেকে আমি তোমার বিয়ে দোব।"*

এত লোভনীয় প্রস্তাবেও কিন্তু শক্তি সম্মত হইল না ; ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "না বাবা, ওখানে আপনি কোন কথা কইবেন না। আপনি অনুরোধ করলে প্রণববাবুর মা নিশ্চয় রাজী হবেন ; কিন্তু ওখানে আমার একটুও ইচ্ছে নেই।"

গভীর বিস্ময়সহকারে যাদবচন্দ্র বলিল, "কেন বল দেখি ?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শক্তি বলিল, "আপনার আশ্রয়ই যখন অদৃষ্টে জুটল না, তখন আর বড়মানুষের বাড়িতে কাজ নেই বাবা। আমরা গরিব মানুষ, গরিবের ঘরই আমাদের পক্ষে ভাল। দেশে একটি ভাল পাত্র আছে, বললেই তাঁরা রাজী হবেন।"

যাদবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "দেশে কোথায়? তোমাদের নিজের গ্রামে?"

"না, আমাদের গ্রাম থেকে অল্প দূরে, দক্ষিণ হরিপুরে।"

"সেখানে কখনও তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল?"

"হয়েছিল।"

"তাঁরা রাজী ছিলেন?"

"ছিলেন।"

"পাত্রের বাপ কি করেন?"

"কিছু পেন্‌শন পান, আর চাষবাস করেন।"

"পাত্র কি করে?"

"বোধ হয় চাষবাসই দেখেন।"

"লেখাপড়া কতদূর করেছে?"

"খুব বেশি নয়।"

"কি পাস?"

"পাস কিছু করেন নি।"

"দেখতে কেমন?"

"মন্দ নয়।"

"অবস্থা?"

"খাওয়া-পরার কষ্ট নেই।"

"পাত্রের নাম কি?"

"নবগোপাল চট্টোপাধ্যায়।"

"এই নবগোপালেরই সঙ্গে এখানে তুমি এসেছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এ বিয়েতে তোমার মত আছে?"

এক মুহূর্ত নির্বাক থাকিয়া শক্তি বলিল, "আছে।"

"বিয়ে অগ্রাণ মাসে হ'তে পারবে তো?"

"তা পারবে।"

"ততদিন বাজিতপুরে আমার কাছে থাকতে তোমার আপত্তি হবে না তো?"

"না, নিশ্চয় হবে না।"

"বিয়ে যদি সেখান থেকেই আমি দিই?"

"সে আপনি যেমন ইচ্ছে করবেন তাই হবে।"

শক্তির উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রীত হইয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "উপস্থিত আর আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই। এবার তুমি নীচে গিয়ে বিনোদকে পাঠিয়ে দাও, আমার স্নানের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাক।"

মেঘমসীলিপ্ত আকাশের মত উদাস এবং মলিন হৃদয় লইয়া শক্তি নীচে নামিয়া গেল।

২৫

নীচে আসিয়া শক্তি দেখিল, পাশাপাশি দুইটা উনানে দুই হাঁড়ি জল চড়াইয়া বিনোদ চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

শক্তিকে দেখিয়া বিনোদ বলিল, "আঁচ ব'য়ে যাচ্ছিল, আপনার আস‍্‍তে দেরি হচ্ছে দেখে, কি করি, দু হাঁড়ি জল চাপিয়ে দিয়েছি।"

শক্তি বলিল, "ভালই করেছ, একটাতে ডাল ফেলে দিই। আর এক হাঁড়ি জল, যদি দরকার হয়, বাবার গোসলখানায় না-হয় দাও। তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে বাবার স্নানের ব্যবস্থা কর বিনোদ, উনি তোমাকে ডেকেছেন। আর দেখ বাড়িতে মিষ্টি কি রকম আছে?"

"বেশি কিছু নেই, গোটা চারেক সন্দেশ শুধু আছে।"

"সেই বড় সন্দেশ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাবা কোন্ মিষ্টি ভালবাসেন ?"

একটু ভাবিয়া বিনোদ বলিল, "রাজভোগ আর দরবেশ।"

"আচ্ছা, বাবা স্নান করতে গেলে তুমি ঝপ ক'রে দেড় টাকার রাজভোগ, এক টাকার দরদেশ আর আধসেরটাক ভাল দই কিনে আনবে।"

"আনব। নোনতা খাবার কিছু আনতে হবে না দিদিমণি ?"

শক্তি বলিল, "স্টোভ জেলে নোনতা খাবার আমি বাড়িতেই ক'রে নিচ্ছি।"

খুশি হইয়া বিনোদ বলিল, "সে তো খুবই ভাল হবে।"

"আর দেখ বিনোদ, গোটা দশেক খুব বড় সাইজের কইমাছ কিনে আনবে, যত বড় সাইজ পাও। বুঝলে ? যত বড় সাইজ বাজারে পাওয়া যায়। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে যেতে পারবে না ?"

বিনোদ বলিল, "খুব পারব। মহারাজ চান-ঘরে ঢুকলে এক ঘণ্টার আগে আর বেরোচ্ছেন না।"

"চল, তোমাকে টাকা দিই। নীচেই ভাঁড়ার-ঘরে টাকা আছে।" বলিয়া শক্তি একটা দশ টাকার নোট আনিয়া বিনোদের হাতে দিল।

নোটটা ফতুয়ার ভিতর-পকেটে রাখিতে রাখিতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বিনোদ বলিল, "মহারাজের মেজাজ কেমন দেখলেন দিদিমণি ?"

"ভাল।"

সবিস্ময়ে বিনোদ বলিল, "ভাল ? একটু আগে তো বেজায় তিরিক্ষী দেখেছিলাম। তা, আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা কইলে কার মেজাজ না শেতল হয় ! কি এত কথা হচ্ছিল দিদিমণি ?"

"সে তোমাকে পরে সব বলব বিনোদ, এখন তুমি তাড়াতাড়ি যাও।"

প্রস্থানোদ্যত হইয়া পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিনোদ বলিল, "তবু একটুখানি আন্দাজ নিয়ে যাই !"

অগত্যা অল্প একটু ভাবিয়া শক্তি বলিল, "তোমার দাদাবাবুর বিয়ের কথা হচ্ছিল।"

বিস্মিতকণ্ঠে বিনোদ বলিল, "দাদাবাবুর বিয়ের কথা ? কবে ?"

"অঘ্রাণ মাসে।"

"অঘ্রাণ মাসে কার সঙ্গে ?"

"কোন্ নিরঞ্জনপুরের জমিদারের মেয়ের সঙ্গে।"

সংবাদটা বিনোদের মোটেই মনঃপূত হইল না। বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে বলিল, "আপনার যেমন কথা দিদিমণি! নিরঞ্জনপুরের মেয়ের সঙ্গে, না, আর কিছু!" তাহার পর আর এ কথা চালাইবার প্রবৃত্তি রহিল না বলিয়াই বোধ হয় অপ্রসন্ন মুখে প্রস্থান করিল।

উপরে আসিয়া বিনোদ যাদবচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আগে চান-ঘরটা ভাল ক'রে ধুয়ে দিই মহারাজ ?"

যাদবচন্দ্র বলিল, "একটু পরে দিস, তার আগে তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

যুক্ত-করে বিনোদ বলিল, "কি কথা হুজুর ?"

"এখানে ব'স্।"

ধপ করিয়া বিনোদ যাদবচন্দ্রের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

একটু ভাবিয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "বাজিতপুরের গুরুচরণ ডা[illegible]রের ছোট মেয়ে ক্ষান্তমণিকে মনে আছে তোর ?"

উৎসাহসহকারে বিনোদ বলিল, "মনে আছে বইকি মহারাজ! খাসা মেয়ে, যেন একখানি ছবি!"

"নবগোপাল চাটুজ্জের সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ করব মনে করছি।"

শুনিয়া বিনোদের মুখ শুকাইল; বলিল, "কোন্ নবগোপাল চাটুজ্জের সঙ্গে মহারাজ ?"

"কেন, শক্তিদিদিকে পৌঁছতে এখানে যে এসেছিল।"

কাতর কণ্ঠে বিনোদ বলিল, "না মহারাজ! একেবারেই মানানসই হবে না। বামুন মানুষ, পেন্নাম করি, কিন্তু ঐ যে শোলোকে বলে, কিসের গলায় মুক্তোর মালা, ওঁর সঙ্গে কান্তদিদির বিয়ে হ'লে ঠিক তাই হবে।"

"কেন রে, দেখতে খারাপ না-কি?"

"কদাকার মহারাজ, অতি কদাকার! পাথুরেখালির গোকুল মাইতিকে দেখেছেন তো হুজুর,—গত চৈত্রো মাসে যার মা ওলাউঠো হয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে মারা গেল? নবগোপালবাবু ঠিক যেন সেই গোকুল মাইতি। প্রথম দিন ঘোড়ার গাড়ির সামনে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমরা তো চমকেই উঠেছিলাম। ভাবলাম, গোকুল মাইতিই বুঝি বা এল!"

"গোকুলের মত অত কালো না-কি?"

"আরও দু-পোঁচ চড়া। চোখ দুটো যেন ফুলখড়ি, আর সমস্ত মুখ বসন্তর দাগে ডায়মণ্ড-কাটা।"

"কথাবার্তা কি রকম?"

যুক্তকরে বিনোদ কহিল, "ঐ চেহারারই মত হুজুর! কথাবার্তার ছিরি-ছাঁদ নেই, সভ্যতা নেই, কেমন যেন ন্যাকা-ন্যাকা। ওঁর চেয়ে আমাদের গোবিন্দ ঠাকুরের কথাবার্তা সভ্য।"

বিনোদের ধারণা, তাহার কথাবার্তাও নবগোপালের অপেক্ষা সভ্য,—কিন্তু আত্মশ্লাঘা নিন্দনীয় বস্তু বলিয়া সে কথা সে চাপিয়া গেল। যাদবচন্দ্র বলিল, "কিন্তু শক্তিদিদিমণি তো বলে, দেখতে নিতান্ত মন্দ নয়।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিনোদ বলিল, "শক্তিদিদিমণির কথা ছাড় দেন হুজুর, ওঁর কথা ধরবেন না। ওঁর মত মনিষ্যি এই ভবোসংসারে আর একটাও আছে কি?—নেই। যেমন ওঁর সাদা মন, সারা দুনিয়াকে তেমনি উনি সাদা দেখেন,—কাউকে কালো দেখেন না।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভাবিয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, এখন তুই যা। আগে গোসলখানাটা ভাল ক'রে ধুয়ে দিয়ে আয়, তারপর কাপড়-টাপড় বার করিস। আমার আলমারির চাবি কোথায়?"

"দিদিমণির রিঙে আছে।"

"আচ্ছা, এখনকার মত স্থটকেস থেকে বার করলেই চলবে।"

যাইবার সময়ে বিনোদ বলিয়া গেল, "সারাজীবন ক্ষান্তদিদি আইবুড়ো থাকে সে-ও ভাল, কিন্তু নবোবাবুর হাতে যেন না পড়ে মহারাজ।"

এ কথার যাদবচন্দ্র কোনও উত্তর দিল না।

বেলা তখন প্রায় এগারোটা। একতলার বারান্দায় একখানা বঁটি এবং গোটা আষ্টেক-দশ বলিষ্ঠ কইমাছ লইয়া বিনোদ দক্ষযজ্ঞ লাগাইয়াছে, এমন সময়ে সদর-দরজায় পরিচিত হস্তের মৃদুস্বরে কড়া নাড়ার শব্দ শুনা গেল।

তাড়াতাড়ি মাছগুলা একটা বড় থলে চাপা দিয়া বিনোদ দরজা খুলিয়া দেখিল, অশোক আসিয়াছে।

অশোক ভিতরে প্রবেশ করিলে হুড়কা লাগাইয়া চাপা গলায় বিনোদ বলিল, "মহারাজ এসেছেন দাদাবাবু।"

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে অশোক বলিল, "হঠাৎ?"

বিনোদ বলিল, "তা তো বলতে পারি নে।"

"কখন এসেছেন?"

"তা আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ হবে।"

"কোথায় রয়েছেন?"

"দোতলায়।"

"কি করছেন?"

"চা-খাবার খাচ্ছেন।

"এসেছেন আটটায়, আর এতক্ষণে চা খাচ্ছেন?"

"এসে তো ঘণ্টাখানেক ধ'রে দিদিমণির সঙ্গে—" কথাটা আর শেষ করিয়া বলা হইল না, "ঐ পালালো পালালো।" বলিতে বলিতে বিনোদ দুদ্দাড় করিয়া ছুট দিল।

চাপা হইতে একটা কইমাছ কোন প্রকারে মুক্তিলাভ করিয়া কানের ভরে তড়াক তড়াক করিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া ড্রেনের দিকে পলাইতেছিল, তাহারই জন্য এই গোলযোগ। প্রসঙ্গের সর্বাপেক্ষা গুরুতর অংশটাই অশোকের শুনা হইল না।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে কি চিন্তা করিয়া অশোক বাইরের ঘরে টেবিলের উপর বই-খাতা রাখিয়া দ্বিতলে উপস্থিত হইল। বারান্দায় পদার্পণ করিতেই চোখাচোখি হইল শক্তির সহিত। যাদব-চন্দ্রের দক্ষিণ পাশে বসিয়া একটা হাত-পাখা লইয়া সে মাছি তাড়াইতে-ছিল। তাহার উদাসগভীর মুখের মধ্যে নিত্যকার অভ্যস্ত পরিচিত হাসির মৃদু আমেজটুকুর পর্যন্ত সন্ধান না পাইয়া দুশ্চিন্তায় অশোক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

শক্তি বলিল, "অশোকদাদা এসেছেন বাবা।"

"কই?"—বলিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "এস, কাছে এসে ব'স।"

জুতা খুলিয়া অশোক নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া যাদবচন্দ্রের বাম পাশে উপবেশন করিল।

স্থির হইয়া যাদবচন্দ্র ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা করিল; তাহার পর অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "শক্তিকে আমি পুত্রবধূ করব স্থির করেছি। কিন্তু অশোক, তুমি অতিশয় দুর্বল।"

পিতার কথা শুনিয়া অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের আবেগে অশোকের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে সে বলিল, "হাঁ বাবা, আমি দুর্বল; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

উচ্ছ্বসিত স্বরে শক্তি বলিল, "কিন্তু বাবা, আপনার প্রতিশ্রুতি—?"

"সে প্রতিশ্রুতি তোমার খাতিরেই ভাঙব স্থির করেছি।"

"কিন্তু বাবা,—"

যাদবচন্দ্র বলিল, "আবার 'কিন্তু বাবা' কি? নবগোপালের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়, তাই তুমি চাও না-কি? সে তো তোমার পক্ষে আত্মহত্যার সমান হবে। বিনোদের মুখে আমি তার যা বিবরণ শুনলাম—"

যাদবচন্দ্রকে কথা শেষ করিতে না দিয়া শক্তি বলিল, "বিনোদ নবগোপালবাবুর কিছুই জানে না বাবা। ও শুধু ওঁর বাইরেটাই দেখেছে —মন তাঁর ভারি উঁচু।"

মৃদু হাসিয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "অশোকের মনও খুব নিচু নয়। সে অবশ্য তোমার প্রতি একটু অন্যায় করেছে, কিন্তু তুমি যদি তার প্রতি তোমার অভিমানটুকু ত্যাগ করতে পার শক্তি, তা হ'লে তাকে ক্ষমা করতে আমার খুব বেশি অসুবিধে হয় না।"

এ কথার উত্তরে শক্তির মুখ দিয়া আর কোনও কথা বাহির হইল না। কিন্তু তাহার চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া অনেক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। প্রবীণ যাদবচন্দ্রের নিকট এ অশ্রুর অর্থ অস্পষ্ট নহে।

কোন প্রয়োজনে বিনোদ উপরে আসিতেছিল, সিঁড়ির প্রান্তে [illegible]কে দেখিতে পাইয়া অশোক বলিল, "এখন একটু নীচে যা বিনোদ, একটু পরে আসিস।"

যাদবচন্দ্র বলিল, "না না, আসতে দাও ওকে। ওর কাছ থেকে আজ আমি বিশেষ একটু উপকার পেয়েছি। শক্তি আমাকে ভুল পথ দেখিয়েছিল, ও আমাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছে।"

অশোকের কথা শুনিয়া বিনোদ নামিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া অশোক বলিল, "বিনোদ, বাবা তোকে ডাকছেন।"

ত্বরিতপদে বিনোদ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিনোদের দিকে চাহিয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "ব'স্ আমার সামনে।" বিনোদ উপবেশন করিলে বলিল, "তোর দাদাবাবুর বিয়ে বিনোদ।"

নীরস অনুৎসুক কণ্ঠে বিনোদ বলিল, "অঘ্রাণ মাসে?"

"হ্যাঁ, অঘ্রাণ মাসে। কার সঙ্গে জানিস?"

তেমনই অনাগ্রহের স্তিমিত স্বরে বিনোদ বলিল, "জানি। কোন্ রঞ্জনপুরের জমিদারের মেয়ের সঙ্গে।"

"এ কথা তোকে কে বললে?"

একটু ইতস্তত করিয়া বিনোদ বলিল, "দিদিমণি বলেছেন।"

"দিদিমণি ভুল বলেছেন। রঞ্জনপুরের মেয়ের সঙ্গে নয়, দিদিমণির সঙ্গেই তোর দাদাবাবুর বিয়ে হবে।"

সোজা হইয়া বসিয়া ব্যগ্রোৎসুক কণ্ঠে বিনোদ বলিল, "কি বলছেন মহারাজ! দিদিমণির সঙ্গে আমাদের দাদাবাবুর বিয়ে হবে?"

"হবে।"

"আমাদের দাদাবাবুর সঙ্গে আমাদের এই দিদিমণির?"—বলিয়া বিনোদ আঙ্গুলি দিয়া শক্তিকে দেখাইল।

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ, অশোকের সঙ্গে এই শক্তিদিদিমণির। কি আশ্চর্য্য! দলিলপত্র লিখে সই ক'রে দিতে হবে না-কি তোকে?"

নিঃশব্দ ক্রন্দনে বিনোদের মুখ বাঁকিয়া গেল। তাহার পর ফ্যাঁস ফ্যাঁস করিয়া দুই-চার বার নাসিকা টানিয়া শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বাষ্পবিকৃত কণ্ঠে বলিল, "কি নির্দ্দয় মানুষ গো তুমি, কি নির্দ্দয় মানুষ! কতদিন কতবার কত ছলে-ছুতোয় জানতে চেয়েছি, একবারও যদি ভরসা দিয়েছ! একটু আগেও রঞ্জনপুরের মেয়ের কথা ব'লে ভয় দেখাতে ছাড় নি!" তাহার পর যাদবচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "মহারাজ, আজ বিশ বৎসর লক্ষ্মী হারিয়ে বাজিতপুরের রাজবাড়ি আঁধার

হয়ে আছে,—আজ আবার আলো ক'রে লক্ষ্মী দেখা দিলেন। কি জিনিস যে আজ ঘরে সেঁদুলো তা বুঝতে আর দেরি হবে না হুজুর।"

তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া যাদবচন্দ্র মুখ মুছিবার ছলে চক্ষু মার্জিত করিল। অশোকের দুই চক্ষুও সিক্ত হইয়া আসিয়াছিল।

আসন হইতে যাদবচন্দ্র উঠিবার উপক্রম করিতেই হাতের পাখা ফেলিয়া থপ করিয়া যাদবচন্দ্রের দক্ষিণ বাহু চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে শক্তি বলিল, "উঠবেন না বাবা, বসুন—এখনও আপনার খাওয়া হয় নি। আর কিছু না খান, অন্তত রাজভোগ দুটো খান।"

যাদবচন্দ্রের দুই চক্ষে পুনরায় জল ভরিয়া আসিল। মনে হইল, দীর্ঘ বিশ বৎসরের আগেকার দিনের অল্প একটু সৌরভ কে যেন আবার ফিরিয়া পাঠাইল।

বাধ্য বালকের মত আসনে বসিয়া পড়িয়া যাদবচন্দ্র একটা রাজভোগ ভাঙিয়া মুখে দিল।

সমাপ্ত